দাম : পঁচিশ টাকা

স্বস্তিকা

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী
শুভেন্দু অধিকারীর
একান্ত সাক্ষাৎকার
— পৃঃ ৩৫

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের
১০০ দিনের যাত্রায়
পরিবর্তনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত
— পৃঃ ১১

৭৯ বর্ষ, ৩ সংখ্যা।। ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬।। ৩ আশ্বিন, ১৪৩৩।। যুগাব্দ - ৫১২৮।। website : www.eswastika.com

সাফল্যের ১০০ দিন

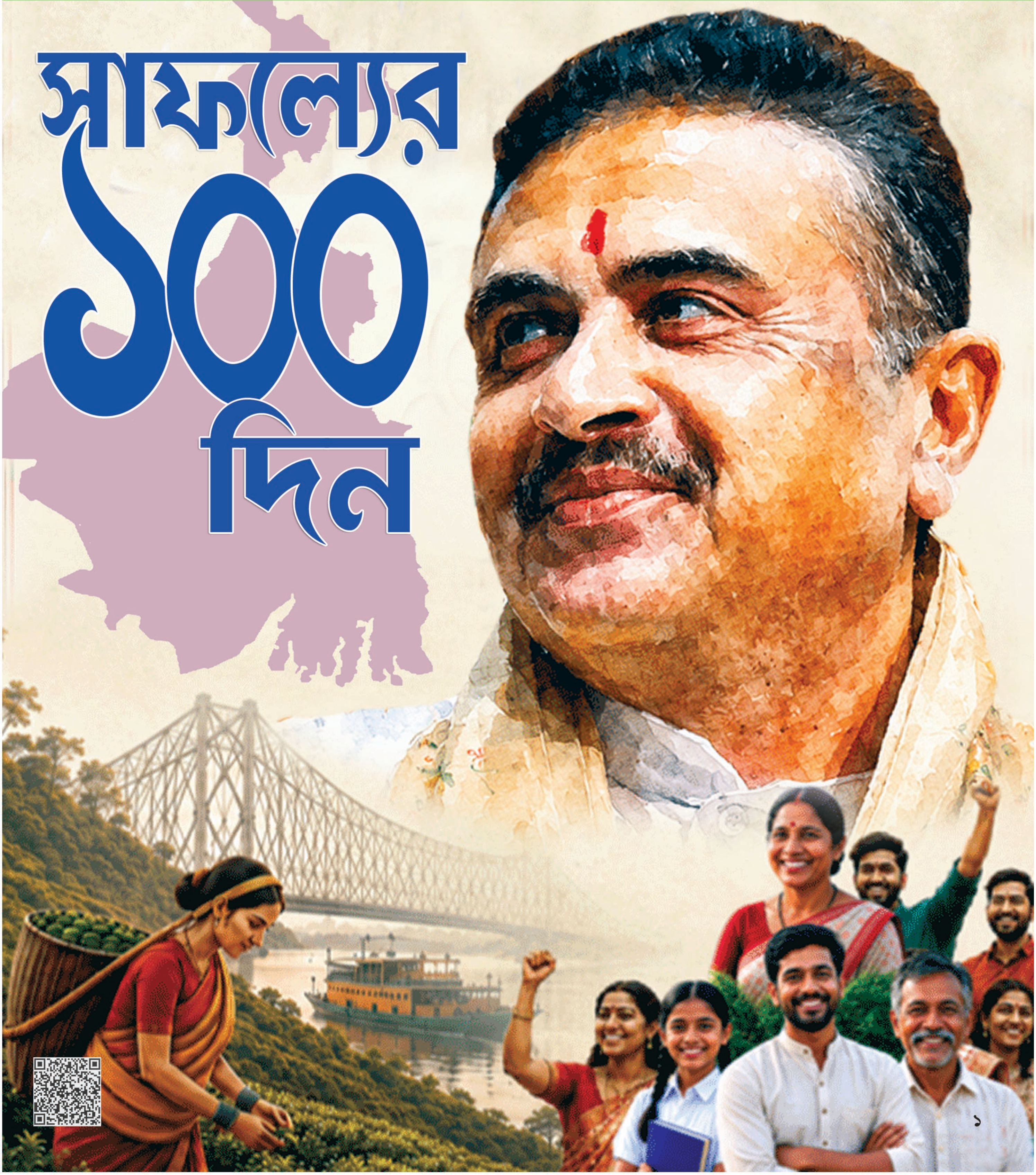

सत्यमेव जयते

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

স্বাস্থ্যের ১০০ দিন

ADVT.

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৯ বর্ষ ৩ সংখ্যা, ৩ আশ্বিন, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

২১ সেপ্টেম্বর - ২০২৬, যুগাব্দ - ৫১২৮

Website : www.eswastika.com

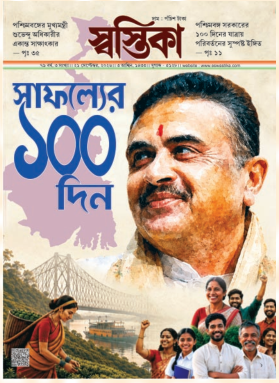

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশচন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ২৫ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন-এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

দ্বিতীয় বন্দে মাতরম্ যুগের ১০০ দিন
◻ ড:জিষ্ণু বসু ◻ ৬

শুভেন্দুবাবু পরিচালিত সরকারের ওপর মানুষের ভরসা বাড়ছে ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ১০

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ১০০ দিনের যাত্রায় পরিবর্তনের স্পষ্ট ইঙ্গিত
◻ আনন্দ মোহন দাস ◻ ১১

সরকারের ১০০ দিনে নতুন বার্তা : স্বস্তি, স্বচ্ছতা ও উত্তরবঙ্গের নতুন স্বপ্ন ◻ সাধন কুমার পাল ◻ ১৭

নতুন সরকারের ১০০ দিন পূর্ণ করা শুধু নয়, এ হলো বাঙালির প্রত্যাশা পূরণের ১০০ দিন
◻ শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী ◻ ১৯

সাংবাদিকদের মনে রাখার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ
◻ রক্তিম দাশ ◻ ২৪

মুখ্যমন্ত্রীর 'শিল্পে ভরিয়ে দেব' উক্তি রাজ্যের মানুষের মনে আশা জোগাচ্ছে ◻ মণীন্দ্রনাথ সাহা ◻ ২৮

নতুন সরকারের প্রথম ১০০ দিনে মহিলা কল্যাণ, অনুদান ও সুরক্ষা
◻ দেবযানী ভট্টাচার্য ◻ ৩২

সাক্ষাৎকার---পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ১০০ দিন, রাজ্যবাসীর ভরসা পূরণের সূচনা : শুভেন্দু অধিকারী
◻ ৩৫

জনমতের ডিজিটাল তরঙ্গে সাফল্যের অধিকারী পশ্চিমবঙ্গ সরকার ◻ ড: অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায় ◻ ৪৩

যাদবপুরে রাখিবন্ধন ও 'দশ সহস্র কণ্ঠে বন্দে মাতরম্'
◻ ৪৭

গোলপার্ক থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় 'গেরুয়া সম্মান যাত্রা'
◻ ৪৮

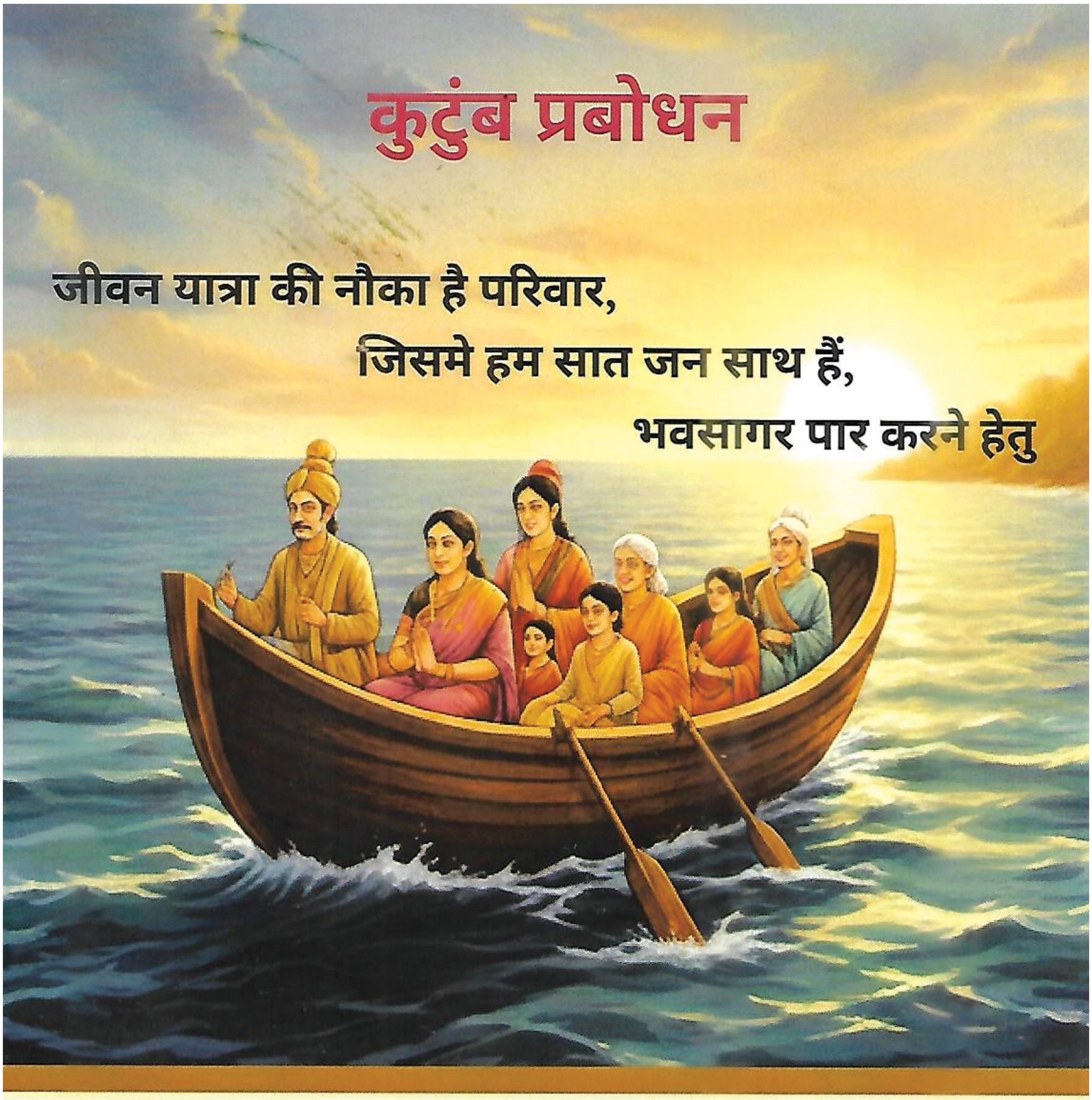

लक्ष्य

संयुक्त परिवार	संगठित, सशक्त, सुरक्षित परिवार
स्वस्थ परिवार	समर्थ, संपन्न, समृद्ध परिवार
सुसंस्कृत परिवार	समर्थ, संपन्न, समृद्ध परिवार
आदर्श परिवार	समर्थ, संपन्न, समृद्ध परिवार

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

নব নির্বাচিত সরকারের শতদিন ঃ সুশাসনের সূচনা

২০২৬ সালের ৪ মে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার মাধ্যমে রাজ্যে এক অভূতপূর্ব রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে, যাহাকে এককথায় নব সূর্যোদয় বলা যাইতে পারে। বাম শাসনে দীর্ঘ চৌত্রিশ বৎসর এবং পনেরো বৎসর তৃণমূলের অপশাসনে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের ত্রাহি ত্রাহি রব উঠিয়াছিল। এই নৈরাজ্যের সূত্রপাত হইয়াছিল সেই বাম শাসনকালে। তাহাদের সেই লাল সন্ত্রাসের খতিয়ান বড়ো দীর্ঘ। তৃণমূল শাসনে সেই লাল সন্ত্রাস নীল-সাদা সন্ত্রাসে পরিবর্তিত হয়। চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি সর্বপ্রকার জালিয়াতি করিয়া রাজ্যটিকে তাহারা গভীর খাদে নিমজ্জিত করিয়াছিল। হিন্দু সমাজ সিঁদুরে মেঘ দেখিয়াছিল, শাসক দলের মদতেই না রাজ্যটি পশ্চিম বাংলাদেশ অথবা পাকিস্তান না হইয়া যায়! এমতাবস্থায় ভারতীয় জনতা পার্টিই রাজ্যবাসীর বিশেষ করিয়া হিন্দু সমাজের ভরসাস্থল হইয়া দাঁড়ায়। নির্বাচনের পূর্বে তাহারা রাজ্যটিকে পুনরুজ্জীবনের সর্বপ্রকার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিল। পশ্চিবঙ্গের মানুষ তাহাদের কথায় সম্পূর্ণ ভরসা রাখিয়া ভারতীয় জনতা পার্টিকেই জয়যুক্ত করিয়া ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করিয়াছে। যদিও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিল কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন। রাজ্যবাসী নিজেদের মন প্রস্তুত রাখিয়াছিল এই অপশাসনকে বিদায় জানাইতে। তাই এই কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, এইবারের নির্বাচনে জয়ী হইয়াছে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ, বিশেষ করিয়া এই রাজ্যের সনাতনী সমাজ। ভারতীয় জনতা পার্টির এই জয় নিঃসন্দেহে পশ্চিমবঙ্গের নবসূর্যোদয়।

রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি এই রাজ্যের মানুষ ইতিপূর্বে বহুবার শ্রবণ করিয়াছে, কিন্তু প্রতিশ্রুতি পালন তাহারা প্রত্যক্ষ করে নাই। এই প্রথম পশ্চিমবঙ্গবাসী কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতিশ্রুতি পালন প্রত্যক্ষ করিতেছে। গত ৯ মে ভারতীয় জনতা পার্টি পরিচালিত রাজ্য সরকার শপথ গ্রহণ করিয়া ১৭ আগস্ট একশত দিবস পূর্ণ করিয়াছে। এই শতদিবসে রাজ্যবাসী প্রত্যক্ষ করিয়াছে, নির্বাচনের পূর্বে ভারতীয় জনতা পার্টি তাহাদের সংকল্পপত্রে যাহা যাহা প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিল, তাহার সবগুলিই রূপায়ণ করিতে শুরু করিয়াছে। সরকার গঠনের পরদিন হইতেই আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং জাতীয় সুরক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পগুলিকে রাজ্যের সমস্ত ক্ষেত্রে কার্যকর করিতে শুরু করিয়াছে। রাজ্যে বিনিয়োগ আনয়ন করিতে, শিল্পবান্ধব পরিবেশ নির্মাণ করিতে এবং কর্মসংস্থানের উপরে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইয়াছে। অপরাধ দমনার্থে গুন্ডাদমন আইন প্রণয়ন, নারী সুরক্ষায় পুলিশকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান, রাজ্যের পাঁচশত পুলিশ থানায় সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন, রাত্রিসাথী অ্যাপ চালু এবং দুর্গা স্কোয়াড গঠনের ন্যায় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে। মহিলাদিগকে অর্থনৈতিক সুরক্ষা প্রদান করিতে বিভিন্ন আর্থিক সহায়তা প্রকল্পের উপর জোর দিয়াছে।

একথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, ভারতীয় জনতা পার্টি সুশাসনের যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিল, একশত দিবসে তারা সার্থকভাবে রূপায়ণের পথেই অগ্রসর হইতেছে সরকার। দুর্নীতিমুক্ত রাজ্য গঠনের জন্য কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে সরকার। যাহারা দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত ছিল অথবা এখনোও রহিয়াছে, তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে প্রশাসন। ইহা অভূতপূর্ব যে, বর্তমান শাসকদলের যাহারা দুষ্কর্মে অভিযুক্ত হইয়াছে এমন বহু ব্যক্তিকে দল হইতে বহিষ্কার করা হইয়াছে। রাজ্যবাসী নূতন সরকারের নিকট যাহা প্রত্যাশা করিয়াছিল এই শতদিবসে তাহার বহুলাংশে পূরণ করিতে সমর্থ হইয়াছে সরকার। রাজ্যবাসীকে সতর্ক থাকিতে হইবে যে, এই নূতন সূর্যোদয়ে তস্করাদি লুক্কায়িত রহিয়াছে মাত্র। তাহারা সুযোগের অপেক্ষায় রহিয়াছে। রাজ্যের সেকু-মাকুর দল, দিমাগি নকশাল এবং জেহাদিরা বিভ্রান্ত করিবার লক্ষ্যে অপপ্রচার শুরু করিয়াছে। রাজ্যের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদিগকে স্মরণে রাখিতে হইবে যে, হিন্দুদিগের তীব্র বিজয়ের আকাঙ্ক্ষাই এইবারে জয় আনয়ন করিয়াছে। বহু সাধনা, পরিশ্রমের পর এমন রাষ্ট্রভক্ত সরকার পশ্চিমবঙ্গের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহাকে স্থিরতা প্রদান করিবার দায়িত্বও রাজ্যবাসীর। নূতন সরকারের একশতদিবস তো সুশাসনের সূচনা মাত্র। সমৃদ্ধ পশ্চিমবঙ্গ পুনর্নির্মাণের লক্ষ্যে সমস্ত রাষ্ট্রপ্রেমী মানুষকে সরকারের পাশে রহিতে হইবে। সতর্ক থাকিতে হইবে যেন দুর্যোগের ঘনঘটা তাহাকে আচ্ছন্ন করিতে না পারে।

সুভাষিতম্

রাষ্ট্র রক্ষা সমং পুণ্যং রাষ্ট্র রক্ষা সমং ব্রতম্।
রাষ্ট্র রক্ষা সমং যজ্ঞো দৃষ্টো নৈব চ নৈব চ।।

অর্থ ঃ রাষ্ট্র রক্ষার সমান পুণ্য নেই, রাষ্ট্র রক্ষার সমান কোনো ব্রত নেই এবং রাষ্ট্র রক্ষার সমান কোনো যজ্ঞ কোথাও কখনোও দেখা যায় না।

দ্বিতীয় বন্দে মাতরম্ যুগের ১০০ দিন

ডঃ জিষ্ণু বসু

সাহিত্য সম্রাট বন্দে মাতরম্ গান লিখেছিলেন উনবিংশ শতকের সত্তরের দশকে। তাঁর আনন্দমঠ উপন্যাস প্রকাশিত হয় ১৮৮২ সালে। ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে, জীবন্ত জাগ্রত ভারতমাতার বন্দনা ‘বন্দে মাতরম্’। কলকাতায় ১৮৯৬ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম কংগ্রেসের অধিবেশনে গাইলেন বন্দে মাতরম্। আর ১৯০৫ সালে সরলাদেবী চৌধুরাণী। এবছর সেই বন্দে মাতরমের ১৫০ বছর পূর্তির পবিত্রক্ষণ।

বন্দে মাতরম্ দেশপ্রেমিক, শিক্ষিত এবং সমাজ সচেতন মানুষের মনকে নাড়া দিয়েছিল ঠিকই, তবে ১৯০৫ সালে বন্দে মাতরম্ এক নতুন যুগের সূচনা করেছিল। উপলক্ষ্যটা ছিল বঙ্গভঙ্গ। সেযুগে বঙ্গ ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের জ্বলন্ত হোমকুণ্ড। সারা ভারত থেকে তেজস্বী যুবকেরা বঙ্গে আসত এই হোমাগ্নিতে নিজেদের পুড়িয়ে ঝকঝকে ইস্পাত হয়ে উঠতে। তাই স্বাভাবিক ভাবেই ‘বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু’ আর সর্বোপরি বঙ্গের মানুষ ইংরেজ সরকারের চক্ষুশূল ছিল। তীব্র ঔপনিবেশিক মানসিকতার বড়লাট কার্জন তাই মোক্ষম চাল চাললেন। এই বঙ্গকে পূর্ব ও পশ্চিমে ভেঙে দিলেন। এই বঙ্গভঙ্গই বারুদের স্তূপে আগুনের ফুলকির মতো কাজ করল। আর সেই সময় ঋষি অরবিন্দ হাতে তুলে নিলেন বন্দে মাতরম্ মন্ত্র। ‘বন্দে মাতরম্’ হয়ে উঠল জয়ধ্বনি, যুদ্ধঘোষ আর অনন্ত আশার মন্ত্র। স্বদেশী বিপ্লবীরা, শিক্ষিত বিদ্বান মানুষেরা দেশের জন্য বৈঠক করার শেষে জয়ধ্বনি দিলেন বন্দে মাতরম্। কৃষক, শ্রমিক, ব্যবসায়ী, পুরনারী, অন্তঃপুরবাসিনী স্বদেশীব্রত গ্রহণ করে আগুনে বিদেশিবস্ত্র নিক্ষেপ করার সময় যুদ্ধঘোষ উচ্চারণ করতেন— বন্দে মাতরম্। ১৯ বছরের তরতাজা তরুণ যুবক ছেলেটি ফাঁসির দড়ি চুম্বন করে বলেছিল বন্দে মাতরম্— এই নশ্বর দেহ ত্যাগ করে আবার নতুন দেহ ধারণ করব, আবার কোনো বীর প্রসবিনী মায়ের গর্ভে জন্ম নিয়ে তোমাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করব। সেই অনন্ত আশার

শাশ্বত মন্ত্র ছিল বন্দে মাতরম্।

সেই বন্দে মাতরম্ যুগে বঙ্গের ধনী-দরিদ্র, জ্ঞানী-মূর্খ, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, বনবাসী, গিরিবাসী সকলে দেশমাতৃকার জন্য জীবনপণ করেছিল। নেত্র সেন মাস্টারদা সূর্য সেনকে টাকার লোভে ধরিয়ে দিয়েছিল। বিপ্লবীরা ঠিক করে নেত্র সেনকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবেন। নেত্র সেনকে তার স্ত্রীর সামনে দিনেরবেলায় পাড়ার বিপ্লবীরা হত্যা করেন। কিন্তু পুলিশ, ইংরেজ দুঁদে অফিসাররা অর্থের লোভ দেখিয়ে, ভয় প্রদর্শন করে, কলঙ্কের বদনামের আতঙ্ক এনে সেই আক্ষরিক অর্থে নিরক্ষর মেয়েটির মুখ থেকে একজনের নামও বের করতে পারেনি। সেটা ছিল 'বন্দে মাতরম্' যুগ।

বঙ্গপ্রদেশ ভঙ্গ হয়েছে কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্রে বালগঙ্গাধর তিলক আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। মাদ্রাজে হরতাল হয়েছে, প্রয়াগে হয়েছে।

এই দ্বিতীয় বন্দে মাতরম্ যুগের সূচনাতেও অধ্যাপক থেকে সবজিবিক্রেতা, পাহাড় থেকে সাগর, কোনো বনগ্রামের রিকশাচালক, শিল্পপতি থেকে সকলেই এক পরিবর্তনকে একান্ত জরুরি বলে মনে করেছেন। এক স্বাভাবিক জনজাগরণ। ২০২১-এর ভোটের ফলাফলের পরে ৬২ জন বিরোধী দলের সমর্থক, কর্মী বা নেতার প্রাণ গিয়েছিল। দ্বিতীয় বন্দে মাতরম্ যুগে একজন মানুষের অমূল্য প্রাণও নষ্ট হয়নি। ২০২১ সালে বীরভূমের নানুরের মতো জায়গায় গ্রামের পর গ্রামে মহিলাদের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার হয়েছে। এবার মানুষের জনজাগরণের পরে এমন পাশবিক ঘটনা কোথাও ঘটেনি।

সবচেয়ে বড়ো বিষয়, এই দ্বিতীয় বন্দে মাতরম্ যুগের সূচনাতে, ভারতবর্ষ জিতে গেছে। বিগত বছরগুলিতে 'পশ্চিমবঙ্গ বিরোধী'

প্রতিবাদ হয়েছে। বঙ্গের জন্য সারা ভারতবর্ষ রাস্তায় নেমেছে। ইংরেজ বাধ্য হলো বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত ফিরিয়ে নিতে। তখন সারা ভারত আনন্দে, হর্ষে উল্লাস করেছে। সেটা ছিল বন্দে মাতরম্ যুগ। স্বাধীনতা সংগ্রামের, স্বদেশী আন্দোলনের স্বর্ণিম ক্ষণ ছিল সেই বন্দে মাতরম্ যুগ।

২০২৬ সাল যেন দ্বিতীয় বন্দে মাতরম্ যুগের সূচনা। স্বাধীন ভারতে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার আজ পর্যন্ত কোনো রাজ্যে এত বিপুল শতাংশ মানুষ ভোট দান করেননি। সকল প্রলোভন, ভয়ানক ভয়ের আশঙ্কাকে উপেক্ষা করে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বলেছে, 'ভয় আউট, ভরসা ইন।' সাধারণ মানুষ বহুবছর পরে প্রাণ খুলে কথা বলতে পেরেছে। ফলতার মতো জায়গায় যেখানে মানুষ কেবল প্রাণটুকু নিয়ে, বাড়ির মা-বোনের সম্ভ্রম বাঁচিয়ে বেঁচে থাকাটুকুকেই ঈশ্বরের পরম করুণা বলে মনে করতেন, সেখানেও পাপের বিদায় সম্ভব

ইত্যাদি বিভ্রান্তিকর কথাবার্তার মাধ্যমে বিশুদ্ধ প্রাদেশিকতার প্রচার করা হয়েছিল। তাই এই বন্দে মাতরম্ যুগের শুভক্ষণে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে সারা ভারতবর্ষের মানুষও আনন্দিত হয়েছে। গত ৪ মে রাত্রে পুণেতে, জয়পুরে, ব্যাঙ্গালোরে, দিল্লিতে দীপাবলীর রাতের মতো আতসবাজি ফাটানো হয়েছে। ভারতের কোনায় কোনায় গ্রামে শহরে শিবলিঙ্গে বিল্বপত্র দেওয়া হয়েছে, বিষ্ণুর শালিগ্রামে তুলসী চন্দন, মা ভগবতীর পায়ে চড়ানো হয়েছে গুলহার মানে জবার মালা। পশ্চিমবঙ্গে এই বন্দে মাতরমের দ্বিতীয়বার জাগরণের মহালগ্নে সারা ভারতবর্ষ নিজের সামগ্রিক জয় বলে মনে করেছে। জিতে গেছে ভারতীয় গণতন্ত্র।

পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় বন্দে মাতরম্ যুগের প্রথম ১০০ দিন অতিক্রান্ত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নতুন সরকার সব দিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। দেশের নিরাপত্তা, প্রান্তিক মানুষের

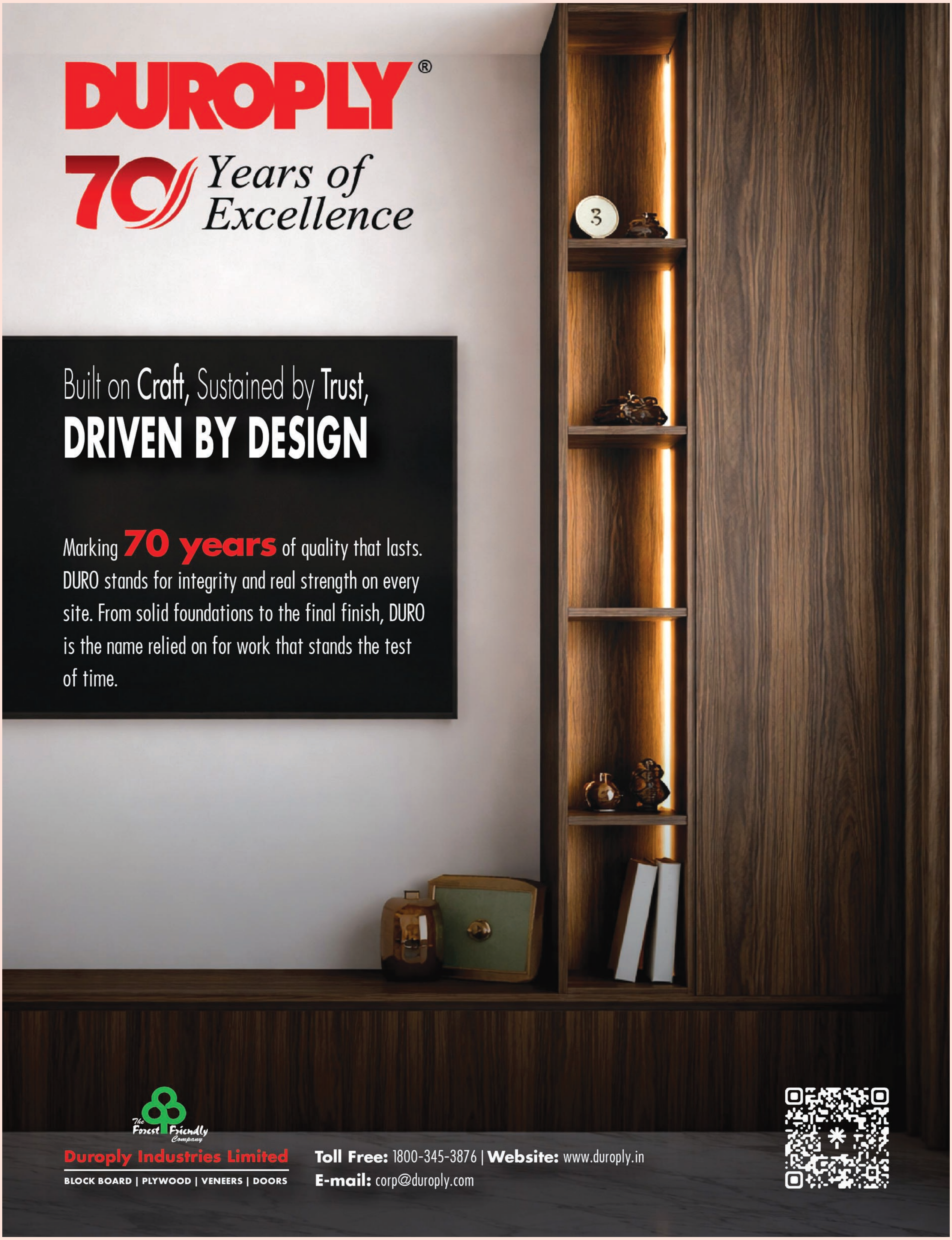
DUROPLY®
70 Years of Excellence
Built on Craft, Sustained by Trust,
DRIVEN BY DESIGN
Marking 70 years of quality that lasts. DURO stands for integrity and real strength on every site. From solid foundations to the final finish, DURO is the name relied on for work that stands the test of time.
The Forest Friendly Company
Duroply Industries Limited
BLOCK BOARD | PLYWOOD | VENEERS | DOORS
Toll Free: 1800-345-3876 | Website: www.duroply.in
E-mail: corp@duroply.com

সামাজিক নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো, দেশপ্রেম আর রাজ্যের শিল্পোন্নয়নের উপর।

ভারতবর্ষই পাকিস্তানের খান সেনাদের অবর্ণনীয় নিষ্ঠুরতা থেকে মুক্ত করে স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিল বাংলাদেশকে। কিন্তু কালের করাল গ্রাসে বাংলাদেশ আবার মোল্লাবাদের কবলে। প্রতিনিয়ত বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের সচ্ছিদ্র সীমান্ত ধরে ভারতে প্রবেশ করছে সন্ত্রাসবাদী ও ভারতবিরোধী মোল্লাবাদীরা আর চলছে চোরাচালানের অবাধ কারবার।

এরাজ্যের নতুন সরকার তার কার্যকালের শুরুতেই সীমান্ত রক্ষীবাহিনী (বি এস এফ)-কে প্রয়োজনীয় জমি প্রদান করার ব্যবস্থা করেছে। যে প্রস্তাব ২০১৭ সালে 'চিদাম্বরম কমিটি' ভারত বাংলাদেশের সীমান্ত সুরক্ষার জন্য প্রস্তাব করেছিল, এতকাল রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবের জন্য তা বাস্তবায়িত হয়নি।

আচার্য চাণক্য বলেছিলেন যে দেশের সীমান্ত দেশমাতৃকার শাড়ির আঁচলের মতো। মায়ের আঁচলে হাত দেওয়া মানে মাকে অসম্মান করা। দেশের ভেতরের সুরক্ষার সঙ্গে সীমান্তের এই ব্যবস্থা সমগ্র দেশকে নিরাপত্তা প্রদান করবে।

শিল্প ও কর্মসংস্থানের জন্য এই সরকার মাত্র ১০০ দিনের মধ্যেই উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। পৃথিবীর বহু দেশ থেকে বড়ো বিনিয়োগের কথা অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে। পাঁচ বছরে এক কোটি নতুন কর্মসংস্থান ও স্বনিযুক্তির সুযোগ সৃষ্টি করার কাজ চলছে। 'পশ্চিমবঙ্গের উদ্যোগ ক্রেডিট কার্ড' কর্মসূচির মাধ্যমে পাঁচ লক্ষ যুবক-যুবতীকে সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। এর মধ্যে ৫ লক্ষ টাকা অনুদান এবং ৫ লক্ষ সুদমুক্ত ঋণ হিসেবে দেওয়া হবে। অ্যানিমেশন, ভিজুয়াল এফেক্টস্, গেমস্ এবং কমিকস্ (এভিজিসি) শিল্পের লক্ষ্যে লক্ষাধিক এভিজিসি কনটেন্ট ক্রিয়েটর ল্যাব প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। ক্রীড়া ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণের জন্য রাজ্য ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দোরগোড়ায়।

রাজ্যে কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের প্রক্রিয়াকরণের উপর বিগত ১০০ দিনেই প্রচুর কাজ এগিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ বহুদিন কেন্দ্রের সঙ্গে সহযোগিতায় রাজ্যপাট চালায়নি। আজ রাষ্ট্রীয় গোকুল মিশন থেকে শুরু করে বিকিরণ নির্ভর প্রক্রিয়াকরণের জন্য বৈজ্ঞানিক স্তরে কথা শুরু হয়েছে। কৃষিজাত পণ্যের ন্যূনতম দামের সীমা বাড়ানোর জন্য কৃষকদের মুখে হাসি ফুটেছে।

নারী কল্যাণে সব দিক থেকে এগিয়ে এই দ্বিতীয় বন্দে মাতরম্ যুগ। নিঃশুল্ক বাসযাত্রা থেকে ৭৫ লক্ষ লাখপতি দিদি, পাহাড় থেকে সমুদ্র সর্বত্র নারীশক্তির জয়জয়কার।

পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় বন্দে মাতরম্ যুগে সবচেয়ে বড়ো আনন্দ পশ্চিমবঙ্গের নির্মাতা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে তাঁর প্রাপ্য সম্মানের ব্যবস্থা করা। স্কুল, কলেজ, শিক্ষা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে পাড়ায় পাড়ায় ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদের সম্মাননা চলছে।

এবারের স্বাধীনতা দিবসের চেহারাটাই ছিল অন্যরকম। এবার স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি বিভাগে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বিপ্লবীদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা সভা, দেশাত্মবোধক নাচ, গান ও কবিতায় ভারত বন্দনা। পাড়ার রিক্শাস্ট্যান্ডে বা গ্রামের পঞ্চায়েত অফিসের উঠোনে মানুষের ঢল স্বাধীনতার প্রভাতের মতো।

রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালিত একটি স্কুলে এই প্রতিবেদকেরও সুযোগ হয়েছিল জাতীয় পতাকার উপরে আয়োজিত এক সভায় উপস্থিত থাকার। পশ্চিমবঙ্গে দেশভক্তির এই অভূতপূর্ব প্লাবনের কথা বলতেই অধ্যক্ষ মহারাজ বললেন, 'হবেই তো। এটা দ্বিতীয় বন্দে মাতরম্ যুগের সূচনাক্ষণ।' ■

১০০ দিনের গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য ও উদ্যোগ

কলেজ শিক্ষকদের ট্রান্সফার পোর্টাল চালু এবং বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট স্কলারশিপ

প্রতিটি জেলায় Girls Stem Hostel প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ

৬টি নতুন মহিলা সরকারি কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে স্যানিটারি ভেন্ডিং মেশিন স্থাপনের কাজ শুরু

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে Institute of Eminence হিসেবে উন্নীত করার উদ্যোগ

উত্তরবঙ্গে IIT ও IIM স্থাপন, এডুকেশন সিটি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ।

— জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়
উচ্চ শিক্ষা মন্ত্রী
প: ব: সরকার

শুভেন্দুবাবু পরিচালিত সরকারের ওপর মানুষের ভরসা বাড়ছে

দিদি শুনছেন তো!

সুন্দর মৌলিক

মুখে কুলুপেষু দিদি,

রাজ্যে নতুন সরকারের বয়স খুবই কম। তবু মানুষ ধৈর্য হারাচ্ছে! মানুষের প্রশ্ন, চাকরি কোথায়? শিল্প কোথায়? দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ কোথায়? আর যে পরিবর্তনের আশায় মানুষ ভোট দিয়েছিল— সেই পরিবর্তনটা আদৌ শুরু হয়েছে তো? অল্প সময়ের সরকারকে চূড়ান্ত বিচার করা যায় না। কিন্তু দিদি সমস্যা কোথায় জানেন— সরকারের বয়স যাইহোক, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের অপেক্ষা বহু বছরের।

দীর্ঘ বঞ্চনা, বেকারত্ব, দুর্নীতি, শিল্পহীনতা এবং প্রশাসনিক অব্যবস্থার অবসান চেয়েই মানুষ পরিবর্তনের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল। মানুষ শুধু সরকার বদলাতে চায়নি— মানুষ চেয়েছিল জীবন বদল। তাই মানুষ অধৈর্য। ১০০ দিন পার করার আগে থেকেই সেই সব প্রশ্ন তৈরি করে দিদি আপনার দল সিপিএমকে সঙ্গী করে মানুষকে খ্যাপাতে শুরু করেছে। বেশ করেছে। কিন্তু ততটা সহজ হবে না মনে হয়। কারণ, মানুষ অনেক অপেক্ষা করেছে আর এই সরকারকে অনেক অনেক সময় দেবে। তাই বলে সরকার যে বসে রয়েছে তা তো নয়। প্রথম দিন থেকেই রাজ্যের হারানো গৌরব ফেরানোর কাজ শুরু হয়ে গেছে। সেটা সবাই দেখতে পাচ্ছে।

২০ হাজার পুলিশ এবং ৫০ হাজার শিক্ষক ও অশিক্ষক পদ পূরণের কথাও বাজেটে বলা হয়েছে। তার উদ্যোগও শুরু হয়েছে। মানুষের মনে প্রশ্ন, শিক্ষাক্ষেত্রে পুরনো ক্ষত সারাতে পারবে তো এই সরকার? রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর মানুষের আস্থা ভয়াবহভাবে ধাক্কা খেয়েছে দিদি আপনার আমলে। নিয়োগ দুর্নীতির পর হাজার হাজার পদ নিয়ে সংকট তৈরি হয়েছে। এখন নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট যোগ্য ১৭ হাজার শিক্ষকের চাকরির মেয়াদ ২০২৭ সালের ৩১ মে পর্যন্ত বাড়িয়েছে, যাতে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করার সময় পাওয়া যায়। নতুন করে প্রায় ৩৫ হাজার শিক্ষক পূরণের প্রক্রিয়াও চলছে। মানুষ কিন্তু প্রয়োজনীয় সময় দিতে তৈরি কিন্তু বিজেপির কাছে প্রত্যাশা,— 'দুর্নীতিমুক্ত নিয়োগ চাই'।

এবার আসি শিল্পে। এটাই সম্ভবত বর্তমান সরকারের সবচেয়ে বড়ো পরীক্ষা। কারণ পাঁচ বছরে এক কোটি চাকরি ও self- employment-এর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এক কোটি। সংখ্যাটা বিশাল। তার জন্য কারখানা লাগবে। MSME লাগবে। পরিকাঠামো লাগবে। বিদ্যুৎ লাগবে। জমি লাগবে। বন্দর লাগবে। দক্ষ কর্মী লাগবে। ব্যবসার পরিবেশ লাগবে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ— বিনিয়োগকারীকে বিশ্বাস করতে হবে যে পশ্চিমবঙ্গে ব্যবসা করা নিরাপদ। সরকার ইতিমধ্যেই ৫,০০০ কোটি টাকার শিল্প-উৎসাহ প্যাকেজের কথা বলেছে। বিভিন্ন বড়ো বিনিয়োগের প্রস্তাবও সামনে এসেছে। আপনি দিদি, মুখ বন্ধ রেখে সেগুলো দেখতে থাকুন। মুখে কুলুপ আঁটাই শ্রেষ্ঠ উপায়।

এবার মহিলাদের কথা। নতুন অন্নপূর্ণা যোজনায় মাসে ৩ হাজার টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। মেয়েরা এখন বিনা খরচে সরকারি বাসে সফর করেন। স্বাস্থ্য নিয়ে কোনো সরকারই শুধু বাজেটের অঙ্ক দিয়ে নম্বর পেতে পারে না। ২০২৬-২৭ বাজেটে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণে ২৫,৫৩০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রয়েছে; স্বাস্থ্য খাতে রাজ্যের মোট sectoral expenditure-এর প্রায় ৬.৭ শতাংশ। যা খুবই ভালো। কিন্তু যে পরিস্থিতি তৈরি হয়ে রয়েছে তাতে প্রশ্ন— জেলা হাসপাতালে ডাক্তার আছে? নার্স আছে? ওষুধ আছে? Diagnostic test হচ্ছে? Emergency পরিষেবা কেমন? গ্রামের মানুষকে কলকাতায় ছুটতে হচ্ছে কেন? এ সবের সমাধান এত দ্রুত কি আদৌ সম্ভব! আপনিই বলুন দিদি। ১৫ বছরে যা পারেননি সেটা কি ১০০ দিনেই সম্ভব! কিন্তু দিদি, এই সরকার Ayushman Bharat-কে এরাজ্যে কার্যকর করেছে— এটাও বড়ো পরিবর্তন।

তবে দিদি আসল পরিবর্তন যেটা এই অল্প সময়ে হয়েছে সেটা তো আপনার দলটা উঠে গেছে। আর রাজ্যে একটা সনাতনী পরিবেশ তৈরি হয়েছে। দুর্গাপূজায় আপনার ভাইয়েদের অনাচার বন্ধ। কমিউনিস্টদের গেরুয়া বিরোধিতার একটা পরিবেশ তৈরি হয়েছে। প্রশাসনিক চুরি, ডাকাতি, রাহাজানিতে তালা পড়েছে। বেআইনি এবং জঙ্গিপনার পাঠশালা মাদ্রাসায় তালা ঝুলেছে। অভিন্ন দেওয়ানি বিধিও আসছে। আপনি ঘরে বসে দেখতে থাকুন। অপেক্ষা করুন আপনার হারের দিন আগামী ৪ মে পর্যন্ত। একটা বছর অনেক কথা বলে দেবে দিদি। আমি হলফ করে বলছি। আর তাই তো মানুষ ভরসা করতে শুরু করেছে। ■

নবনির্বাচিত সরকারের ১০০ দিনের যাত্রায় পরিবর্তনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত

আনন্দ মোহন দাস

দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের অপশাসনের পর পশ্চিমবঙ্গে এই প্রথম শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে রাষ্ট্রীয়তাবোধ সম্পন্ন একটি সরকারের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। জনগণের অনেক প্রত্যাশার ডালি মাথায় নিয়ে বিজেপি সরকার গত ৯ মে শপথ গ্রহণ করেছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প ও জাতীয় সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে এই সরকার যাত্রা শুরু করেছে। বর্তমান রাজ্য সরকারের সঙ্গে বিগত দু'টি সরকারের মৌলিক পার্থক্য হলো, কেন্দ্র বিরোধিতা নয়, বরং কেন্দ্র-রাজ্য সমন্বয়ের মাধ্যমে রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন করাই বর্তমান সরকারের মূল লক্ষ্য। বিগত সরকারগুলি নিজেদের অপদার্থতা ঢাকতে কেন্দ্র বিরোধী ভূমিকা নিয়ে রাজ্যের উন্নয়নের গতি রুদ্ধ করেছিল।

বিগত সরকারের অপশাসন ও সর্বস্তরের দুর্নীতি দূর করে জনগণের প্রত্যাশা পূরণ অসম্ভব না হলেও কঠিন কাজ। তবে সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা থাকলে কোনো কাজই অসম্ভব নয়। এই মুহূর্তে রাজ্য সরকারের বয়স মাত্র ১০০ দিন। বলা বাহুল্য যেকোনো নতুন সরকারের কাজের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এই পরিমাণ সময় কোনভাবেই যথেষ্ট নয়, বিশেষ করে যখন রাজ্যে কোনো দল প্রথমবার ক্ষমতাসীন হয়। যদিও এই সময়ের মধ্যে সরকারের সদিচ্ছা, কাজ করার মানসিকতা ও প্রাথমিক উদ্যোগ দেখে আগামী দিনে সরকার রাজ্যকে কোন্ পথে নিয়ে যেতে চায়, তার একটা ধারণা নিশ্চিতভাবে করা যায়। সেক্ষেত্রে শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বর্তমান রাজ্য সরকার অনেকটাই এগিয়ে। বিগত সরকারের পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতি, রাজ্যের আর্থিক দুরবস্থা, আট লক্ষ কোটি টাকা ঋণের বোঝা, নিষ্ক্রিয় প্রশাসন ও টেবিলের তলায় লুকোনো পুলিশি ব্যবস্থার মধ্যে থেকেও এই স্বল্প সময়ে যে পরিমাণ উদ্যোগ মুখ্যমন্ত্রী নিয়েছেন তা ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যের জনগণের নজর কেড়েছে। বিজেপির নীতি অনুযায়ী প্রশাসন ও শিক্ষাক্ষেত্রকে দলীয় হস্তক্ষেপ থেকে দূরে রেখে একটি স্বচ্ছ ও দায়িত্বশীল সরকার দেওয়ার চেষ্টা করছেন। দলমত নির্বিশেষে সমস্ত রকম তোলাবাজি, সিন্ডিকেট ও কাটমানিমুক্ত প্রশাসন গড়ার লক্ষ্যে আপ্রাণ প্রচেষ্টা করে চলেছেন। সমস্ত রকম প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এতো অল্প সময়ের মধ্যে তিনি যে পরিমাণ কাজ করেছেন বা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তা এক কথায় প্রশংসনীয়। আজকের এই প্রতিবেদনে তারই কিছু ঝলক থাকল।

১) বিএসএফ কে জমি হস্তান্তর: এই রাজ্য সরকার দেশের সুরক্ষা ও নিরাপত্তাকে সর্বাগ্রে রেখেছে। তাই দেশকে সুরক্ষিত রাখতে এবং অবৈধ অনুপ্রবেশ রুখতে আন্তর্জাতিক সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার শপথ নেওয়ার পরই মুর্শিদাবাদ, উত্তর ২৪ পরগনা, মালদা, কোচবিহার ও নদীয়া জেলা সংলগ্ন ১০২৪.৮০ একর জমি ইতিমধ্যে বিএসএফ-কে হস্তান্তর করেছে যে বিষয়ে ১৫ বছর ধরে বিগত তৃণমূল সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের

অনেকদিন পর পশ্চিমবঙ্গের জনগণ একজন কর্মঠ, পরিশ্রমী ও যোগ্য মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে রাজ্যের উন্নয়নে আশার আলো দেখতে পেয়েছেন। এই ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে আগামী পাঁচ বছরে রাজ্য নিশ্চিতভাবে পুনরায় হৃতগৌরব ফিরে পাবে।

নির্দেশকে উপেক্ষা করেছিল। কারণ তারা জাতীয় সুরক্ষার চেয়ে অনুপ্রবেশকারীদের ভোটব্যাংকের উপর বেশি নির্ভরশীল ছিল।

২) আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা: রাজ্য সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে প্রধানমন্ত্রী আয়ুষ্মান যোজনা প্রকল্পে যুক্ত হয়েছে ১ জুলাই,২০২৬। এই প্রকল্পের আওতায় যোগ্য পরিবার গুলি বছরে পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্বাস্থ্য বিমার সুবিধা লাভ করবেন। বিনা খরচে এই বিমার মাধ্যমে নির্দিষ্ট হাসপাতাল ও নার্সিং হোমে ক্যাশলেস স্বাস্থ্য পরিষেবা পাবেন। বিগত সরকারের আমলে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গের জনগণ এই কল্যাণকারী প্রকল্প থেকে বঞ্চিত ছিলেন। গত ১৬ আগস্ট মুখ্যমন্ত্রী নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়াম থেকে আনুষ্ঠানিক ভাবে আয়ুষ্মান যোজনার কার্ড বিতরণ করেছেন।

৩) মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমা যোজনা: যে সমস্ত ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী আয়ুষ্মান যোজনার সুবিধা পাবেন না, তাদের জন্য মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমা যোজনার মাধ্যমে বছরে হাসপাতাল ও নার্সিং হোমে চিকিৎসা বাবদ পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্যাশলেস সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। যাদের স্বাস্থ্য সাথী কার্ড রয়েছে তারা এই সুযোগ পাবেন। তবে এর থেকে বাদ পড়বেন যাদের বাৎসরিক আয় ৮ লক্ষ টাকার বেশি, সরকারি পেনশন ভোগী, সরকারি কর্মচারী, প্রধানমন্ত্রী আয়ুষ্মান যোজনার সুবিধাভোগী এবং যারা সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার সুযোগ পেয়ে থাকেন। রাজ্য সরকারের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার এটি একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এই সরকার মানবিকভাবে রাজ্যের জনগণকে বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ করে দিয়েছেন।

৪) অন্নপূর্ণা যোজনা: নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি মতো রাজ্য সরকার পূর্বতন সরকারের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের পরিবর্তে অন্নপূর্ণা যোজনা চালু করেছেন ৩ জুন তারিখে। এই যোজনার মাধ্যমে যোগ্য মহিলারা মাসিক ভাতা হিসেবে ৩০০০ টাকা প্রতি মাসে তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি পেয়ে যাবেন। ইতিমধ্যে প্রায় ১ কোটি ৪৫ লক্ষ মহিলার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা হয়ে গেছে। রাজ্য সরকার বিগত সরকারের আমলের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের প্রাপকদের তথ্য যাচাই করে দেখেছে যে মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট প্রকল্পে প্রায় ৩ লক্ষ পুরুষ মাসিক ১৫০০ টাকা করে এই ভাতার সুযোগ নিয়ে সরকারি অর্থের অপব্যয় করেছিল। কিন্তু বর্তমান সরকার স্বচ্ছভাবে এই সুযোগ সকল যোগ্য মহিলাদের কাছে পৌঁছানোর জন্য তথ্য যাচাইয়ের ব্যবস্থা করেছেন। এক্ষেত্রে যোগ্যতার নিরিখে বাদ গেছেন— যারা আয়কর দেন, চারচাকা গাড়ির অধিকারী,মাসিক আয় ১লক্ষ টাকা বা তার অধিক, সরকারি চাকরি বা পেনশন পেয়ে থাকেন ইত্যাদি।এই সুবিধা গ্রহণ করতে হলে অবশ্যই ভারতীয় এবং এরাজ্যের বাসিন্দা হতে হবে।

৫) ইউনিফর্ম সিভিল কোড : সকলের জন্য সমান আইন প্রণয়ন

করতে ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রঞ্জনা প্রকাশ দেশাইয়ের নেতৃত্বে নয় জনের একটি উচ্চস্তরীয় কমিটি গঠন করে এ বিষয়ে অন্যান্য রাজ্যের চালু আইন যাচাই করা, এরাজ্যের নিরিখে পুনর্বিচার করা এবং ইউনিফর্ম সিভিল কোড,২০২৬ সংক্রান্ত চূড়ান্ত খসড়া রিপোর্ট সরকারের কাছে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। তারপর রাজ্য সরকার রিপোর্ট অনুযায়ী এই সংক্রান্ত আইন প্রণয়নে অগ্রসর হবে। সংবিধানে সকলের জন্য একই ফৌজদারি আইন থাকলেও, কিন্তু অভিন্ন দেওয়ানি (সিভিল) আইন নেই। সেজন্য সাম্যের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের জন্য সমান আইন প্রণয়নে রাজ্য সরকারের উদ্যোগ যথেষ্ট প্রশংসনীয়।

৬) নতুন শিল্পনীতি : রাজ্যের জ্বলন্ত সমস্যা হলো বেকারত্ব নিবারণে কর্ম সংস্থান। এই সমস্যার একমাত্র সমাধান হলো ব্যাপক শিল্পায়ন। সেজন্য রাজ্য সরকার প্রথম ক্ষমতায় এসেই নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি মতো বেকার সমস্যা সমাধানে বিপুল কর্মসংস্থান ও রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা ফেরাতে শিল্পে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। বিগত পঞ্চাশ বছরে বামফ্রন্ট ও তৃণমূল সরকারের আমলে শিল্পের চেয়ে রাজনীতি অগ্রাধিকার ছিল। তাই নতুন শিল্প না এসে শিল্পের পলায়ন ঘটেছে। কারণ দুই সরকারের আমলে শিল্প বান্ধব পরিবেশ ও সুস্পষ্ট কোনো শিল্পনীতি ছিল না। তাই নতুন রাজ্য সরকার বিভিন্ন stakeholders -দের সঙ্গে আলোচনা করে একটি সুস্পষ্ট শিল্পনীতি তৈরি করার উদ্যোগ নিয়েছেন এবং ইতিমধ্যে প্রায় ৫০০০০ কোটি টাকার উপরে রাজ্যে বিনিয়োগ সুনিশ্চিত হয়েছে। বেশ কয়েকজন শিল্পপতি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিনিয়োগে উৎসাহ দেখিয়েছেন। রাজনৈতিক বিরোধিতা থাকলেও শিল্প স্থাপনে সরকার কর্তৃক উপযুক্ত জমির ব্যবস্থা, পরিকাঠামো নির্মাণ,ইনসেনটিভ, শিল্পবান্ধব পরিবেশ নির্মাণ এবং বিনিয়োগে বাধা দূর করতে দ্রুত 'সিঙ্গল উইন্ডো সিস্টেম' প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রচলন শিল্পনীতির মধ্যে রয়েছে। এ আই,জিসিসি ও স্টার্ট আপের জন্যও রাজ্য সরকার পৃথক নীতি তৈরি করছে। খুব শীঘ্রই এই শিল্পনীতি প্রকাশ পাবে বলে সরকার আশ্বস্ত করেছে। বলাবাহুল্য, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার আসার পর রাজ্যের শিল্পক্ষেত্রে আশার আলো দেখা দিয়েছে। বেকার যুবক-যুবতী ও পরিযায়ী শ্রমিকরা নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন।

৭) গুন্ডা বিরোধী আইন : বিগত সরকারের আমলে পশ্চিমবঙ্গের আইন শৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটেছিল এবং গুন্ডারাজ, সিন্ডিকেট,কাটমানি ও তোলাবাজির দাপট বেড়ে মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত ছিল। নারী সুরক্ষা তলানিতে ঠেকেছিল। দেশবিরোধী ও জেহাদি শক্তির আস্ফালন বৃদ্ধি পেয়েছিল। সেজন্য সুষ্ঠুভাবে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার্থে এবং এই সমস্ত অশুভ শক্তি দমন ও নির্মূল করতে একটি কড়া আইনের প্রয়োজন ছিল।

তাই পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিধানসভায় দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সেফটি অ্যান্ড কন্ট্রোল অব এন্টি সোশ্যাল অ্যাকটিভিটিজ্ বিল,২০২৬ অর্থাৎ গুন্ডা দমন আইন পাশ করেছে। এর ফলে সংগঠিত অপরাধ রুখতে ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করতে সরকারের হাতে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা থাকবে। এছাড়াও সরকার অপরাধীদের শাস্তি-সহ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে 'বেঙ্গল মেইন্টেন্যান্স অব পাবলিক অর্ডার বিল' বিধানসভায় পাশ করিয়েছেন। কারণ বিগত রাজ্য সরকারের আমলে আন্দোলনের নামে বিভিন্ন সময়ে সরকারি ও বেসরকারি সম্পত্তি ভাঙচুরের

সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়ার জন্য বিএসএফ-কে জমি হস্তান্তর।

অনেক ঘটনা ঘটেছে। সেজন্য গুন্ডাদমন আইনের আওতায় অপরাধীদের শাস্তি-সহ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে সরকারের সুবিধা হবে। নারী সুরক্ষা ও আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখতে,এটি সরকারের একটি সাহসী পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

৮) ধর্মীয় ভাতার অবসান : রাজ্য সরকার গত ১৮ মে ধর্মের ভিত্তিতে সবরকম ভাতা বন্ধ করে দিয়েছেন। বিগত সরকার ভোট ব্যাংকের স্বার্থে ইমাম, মোয়াজ্জেম ও মন্দিরের পুরোহিতদের ভাতা চালু করেছিল। এই সিদ্ধান্তের ফলে সরকারি ব্যয়, নিরপেক্ষতা ও সম বিচারের উপর নির্ভর করে চলবে এবং এই পরিমাণ টাকা জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যবহৃত হবে। এর ফলে সমস্ত জনগণের কল্যাণ হবে।

৯) ধর্মীয় ক্ষেত্রে লাউডস্পিকার নিয়ন্ত্রণ : রাজ্যব্যাপী বিভিন্ন ধর্মস্থানে ধ্বনিবর্ধক যন্ত্রের শব্দ দূষণ বন্ধ করতে পুলিশ প্রশাসন মন্দির, মসজিদ থেকে লাউডস্পিকার খোলার ব্যবস্থা করেছে। প্রকৃতপক্ষে কলকাতা হাইকোর্ট ও সুপ্রিমকোর্টের রায় কার্যকর করতে লাউডস্পিকারের আওয়াজ ৬৫ ডেসিবেলের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা দরকার। রাজ্য সরকার তা সুনিশ্চিত করেছে। যারা নির্দেশ উল্লঙ্ঘন করেছেন, পুলিশ প্রশাসন তাদের মাইক সরিয়ে দিয়েছে। সাধারণ মানুষ ও রোগীদের দীর্ঘ দিনের দাবি সরকার পূরণ করেছে এবং শব্দদূষণ থেকে জনগন রেহাই পেয়েছে। এছাড়াও রাজ্য সরকার ক্ষমতায় এসে রাস্তা দখল করে নমাজ পাঠ বন্ধ করেছে এবং নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে নির্দিষ্ট ধর্মীয় স্থানেই নামাজ পড়তে হবে।

১০) বিনামূল্যে বাস পরিষেবা : নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি মতো রাজ্য সরকার ১ জুন থেকে মহিলাদের সরকারি বাসে বিনামূল্যে যাত্রার ব্যবস্থা করেছে। এই সুবিধা স্বল্প দূরত্ব ও দূরপাল্লার উভয় বাসেই পাওয়া যাবে। এর ফলে মহিলাদের চাকরিস্থল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও জরুরি পরিষেবার জন্য যাতায়াতে খরচ হ্রাস পাবে। মহিলাদের ক্ষেত্রে সরকারের অগ্রাধিকার সুনিশ্চিত হয়েছে।

১১) পশ্চিমবঙ্গ আবাস যোজনা : রাজ্য সরকার 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পের নাম পরিবর্তন করে 'পশ্চিমবঙ্গ আবাস' করেছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন যে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির অবদান এবং এই রাজ্য সৃষ্টির ইতিহাসকে স্মরণ করে শ্রদ্ধাস্বরূপ 'বাংলা'র পরিবর্তে এরাজ্যের নাম পশ্চিমবঙ্গই থাকবে। এই প্রকল্পের দ্বিতীয় কিস্তি বাবদ রাজ্য সরকার স্বচ্ছভাবে ৬০০০০ টাকা করে ১০,২০, ৩৭৯ জন প্রাপকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা করেছে।

১২) রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের সুবিধা প্রদান : রাজ্য সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক ও পেনশনভোগীদের দীর্ঘ দিনের দাবি ছিল, কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ্য ভাতা প্রদান এবং সপ্তম পে কমিশন গঠন। বিগত রাজ্য সরকার কর্মচারীদের ন্যায্য দাবিকে অস্বীকার করে বারবার আদালতে গিয়ে কেন্দ্রীয় হারে বকেয়া মহার্ঘ্য ভাতা প্রদানের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন এবং সর্বোচ্চ আদালতের আদেশ সত্ত্বেও এই ভাতা দিতে টালবাহানা করেছে। বিভিন্ন আদালতে মামলা চালিয়ে রাজকোষের বিপুল অর্থ ব্যয় করেছে এবং বিষয়টি দীর্ঘায়িত করেছে। এর ফলে কর্মচারীরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ছিলেন। সেজন্য বিগত সরকারের আমলে প্রায় ৪০ শতাংশ মহার্ঘ্য ভাতা বকেয়া থেকে যায়।

বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিগত সরকার সামান্য কিছু বকেয়া মেটালেও বিপুল পরিমাণ মহার্ঘ্য ভাতা বকেয়া থেকে যায়। বিপুল পরিমাণ আর্থিক বোঝা সত্ত্বেও প্রতিশ্রুতি মতো বিজেপি সরকারে এসেই পুজার মাস থেকে ২০ শতাংশ ডিএ বৃদ্ধি ঘোষণা করার ফলে রাজ্য সরকারি কর্মচারী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, কর্মচারী, বিধিবদ্ধ সংস্থার কর্মচারী, সরকারি আন্ডারটেকিং, পঞ্চায়েত, মিউনিসিপ্যালিটি, মিউনিসিপাল কর্পোরেশন ও অন্যান্য স্থানীয় প্রশাসনের কর্মচারীবৃন্দ এবং পেনশন ভোগী, ফ্যামিলি পেনশনার্স সকলেই এই সুবিধা পাবেন। এর ফলে সকল কর্মচারীদের মাহিনা অনেকটাই বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া

সরকারে শপথ নিয়েই শুভেন্দু অধিকারী নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি মতো কর্মচারীদের জন্য সপ্তম বেতন কমিশন গঠন করেছেন। এর ফলে কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হবে।

১৩) বেকার যুবকদের সুবিধা : রাজ্য সরকার গ্র্যাজুয়েট বেকার যুবকদের জন্য মাসিক ৩০০০ টাকা এবং তার নীচে শিক্ষিত বেকার যুবকদের জন্য মাসিক ২০০০ টাকা ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বেকার যুবকরা যতক্ষণ না চাকরি পাচ্ছেন এই ভাতা বজায় থাকবে। এছাড়াও বেকার যুবকদের রাজ্য সরকারের চাকরির দরখাস্ত করার জন্য সমস্ত রকম পরীক্ষা ফি মকুব করা হয়েছে। অর্থাৎ বেকার যুবকরা বিনামূল্যে চাকরির দরখাস্ত করতে পারবেন। বিগত সরকারের আমলে কোনো রকম চাকরির ব্যবস্থা না থাকায় অনেকেরই চাকরি পাওয়ার বয়সের ঊর্ধ্বসীমা পেরিয়ে গেছে। সেজন্য বর্তমান সরকার বেকারদের চাকরির দরখাস্ত করার জন্য বয়সসীমা পাঁচ বছর বৃদ্ধি করেছে। এর ফলে অনেক বেকার যুবক নতুন করে চাকরি পাওয়ার সুযোগ পাবেন।

১৪) ভিবিজিরামজি প্রকল্পের সূচনা : বিগত সরকারের আমলে ভুয়ো জব কার্ড-সহ ব্যাপক দুর্নীতির ফলে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ এলাকায় কেন্দ্রীয় সরকার ১০০ দিনের কাজ বন্ধ করে দিয়েছিল। নতুন সরকার আসার পর আবার সেই কাজ শুরু হয়েছে। বেশ কয়েক লক্ষ ভুয়ো জব কার্ড বাতিল হয়েছে। স্বচ্ছতার সঙ্গে গ্রামগঞ্জের মানুষ আবার কাজ ফিরে পেয়েছে এবং রোজগারের পথ খুলে গেছে। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার সারা দেশে ১০০ দিনের প্রকল্প বন্ধ করে ১২৫ দিনের কাজের জন্য বিকশিত ভারত গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড জীবিকা মিশন (গ্রামীণ) চালু করেছে। বিগত সরকার কেন্দ্র বিরোধিতায় এই প্রকল্প গ্রহণ করেনি। কিন্তু নতুন সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সমন্বয় করে রাজ্যের উন্নয়নে জোর দিয়েছে। এর ফলে গ্রামেগঞ্জে এখন ১২৫ দিনের কাজের প্রকল্প চালু হয়ে যাবে এবং গ্রামীণ রোজগারের পথ খুলে যাবে। গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙ্গা করতে এবং

কন্যারত্ন দিবস উপলক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী

কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে এই প্রকল্পের গুরুত্ব অপরিসীম।

বিরোধী দলের পঞ্চায়েত প্রধানদের অসহযোগিতার ফলে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের অনেক প্রকল্প রূপায়ণ করতে সরকার বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। সেজন্য পঞ্চায়েত প্রধানদের আর্থিক ক্ষমতা পঞ্চায়েত সচিবদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য আইন সংশোধন করতে সরকার বিধানসভায় বিল পাশ করিয়েছে।

১৫) বিদ্যালয়ের মিড ডে মিল ও হাসপাতালে রোগীর খাবারের জন্য আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি : বিগত সরকারের আমলে মিড ডে মিলের মাথা পিছু বরাদ্দ ছিল মাত্র ৬.৭৮ পয়সা। নতুন সরকার তা বৃদ্ধি করে দশ টাকা করেছে এবং সপ্তাহে একদিন ডিমের জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দ করে রাজ্য সরকার বিরোধীদের অপপ্রচার বন্ধ করেছে। এছাড়াও হাসপাতালে রোগীদের মাথা পিছু বরাদ্দ বৃদ্ধি করে ৫৭ টাকা থেকে ১১০ টাকা করেছে। এর ফলে সরকারের মানবিক ভূমিকাও প্রকাশ পেয়েছে।

১৬) বিদেশি অনুপ্রবেশকারী চিহ্নিতকরণ : রাজ্য সরকার অনুপ্রবেশকারী চিহ্নিত করতে বিভিন্ন জেলায় হোল্ডিং সেন্টার নির্মাণ করতে জেলা শাসকদের নির্দেশ জারি করেছে। এর ফলে সন্দেহজনক ব্যক্তিদের বা বিদেশিদের সঠিক ভাবে চিহ্নিত করে বাংলাদেশে ফেরত পাঠাতে সুবিধা হবে।

১৭) কসাইখানার জন্য কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ : রাজ্য সরকার অবৈধ কসাইখানা বন্ধ করতে ১৯৫০ সালের পশু হত্যা নিয়ন্ত্রণ আইন কড়া ভাবে কার্যকর করেছে, যেখানে প্রকাশ্য স্থানে পশু হত্যা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। গোরু ও মহিষ হত্যা করার আগে বাধ্যতামূলক ভাবে নির্ধারিত পশুচিকিৎসকের কাছ থেকে ফিট সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে হবে। এর ফলে নির্বিচারে পশুহত্যা বন্ধ হবে।

১৮) নতুন মেডিক্যাল কলেজ : রাজ্য সরকার উত্তরবঙ্গে ৪টি নতুন মেডিকেল কলেজ, দ্বিতীয় এইমস্ এবং একটি ক্যানসার হাসপাতাল স্থাপন করার প্রস্তাব রেখেছে। দীর্ঘদিন বঞ্চিত থাকার পর নতুন সরকার উত্তরবঙ্গে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য উপরিউক্ত সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় এই প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন এবং জনগণের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হবে।

১৯) বিদ্যালয়ের সিলেবাসে পরিবর্তন : কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন শিক্ষা নীতি ২০২০-কে ভিত্তি করে রাজ্য সরকার বর্তমান স্কুল সিলেবাসকে পরিবর্তন করতে ইতিমধ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। প্রাইমারি থেকে হায়ার সেকেন্ডারি স্তর পর্যন্ত নতুন শিক্ষা নীতি অনুযায়ী বিষয় অনুসারে সিলেবাস পরিবর্তন করতে একটি নতুন প্যানেল গঠিত হয়েছে। এর ফলে নতুন সিলেবাস ২০২৮ শিক্ষাবর্ষে কার্যকর হতে পারবে। বিগত সরকারের আমলে স্কুল সিলেবাসের রাজনীতীকরণও বন্ধ করতে সরকার উদ্যোগী হয়েছে। বিগত সরকারের বস্তাপচা সিলেবাসের ফলে আমাদের রাজ্যের ছাত্র ছাত্রীরা সর্বভারতীয় স্তরে অনেক পিছিয়ে গেছে। সঠিকভাবে সিলেবাস পরিবর্তন হলে রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীদের বহুদিনের দাবি পূরণ হবে।

এছাড়া সরকার ১ সেপ্টেম্বর থেকে সরকারি কাজে বাংলা ভাষা ব্যবহার বাধ্যতামূলক করেছে। যারা বাংলাভাষা নিয়ে রাজনীতি ও বড়াই করে থাকেন, তারা সরকারে আসীন থাকাকালীন এই কাজটি করার সাহস দেখাননি। নতুন সরকার মাতৃভাষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে বাংলাভাষাকে প্রকৃত মর্যাদা দিয়েছে।

২০) 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত : নতুন সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে শিক্ষা দপ্তর সার্কুলার জারি করে সমস্ত সরকারি বা সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয়-সহ মাদ্রাসায় পূর্ণাঙ্গ বন্দে মাতরম্ সঙ্গীত গাওয়া বাধ্যতামূলকভাবে চালু করেছে। বলাবাহুল্য, কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশমতো পূর্ণাঙ্গ বন্দে মাতরম্ সঙ্গীত গাওয়া বাধ্যতামূলক এবং এ বিষয়ে সমস্ত পুরানো নির্দেশ বাতিল করে ক্লাস শুরু হওয়ার পূর্বে সমস্ত স্টাফ, ছাত্র-ছাত্রীদের এই সঙ্গীত গাইতে হবে। এর ফলে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও বন্দে মাতরম্ সঙ্গীতের প্রতি উপযুক্ত শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে।

২১) দুর্গা বাহিনী গঠন : রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কলকাতা ও রাজ্য পুলিশ, মহিলা পুলিশদল নিয়ে নারী ও শিশু সুরক্ষার জন্য একটি দুর্গা শক্তি বাহিনী গঠন করেছে। এর ফলে বিশেষ করে উৎসব ও শোভাযাত্রায় বিপদগ্রস্ত নারী ও শিশুদের রক্ষা করতে এই বাহিনী দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সরকার মহিলাদের অভিযোগ জানাতে প্রত্যেক থানায় একটি করে মহিলা হেল্পডেস্ক চালু করতে নির্দেশ জারি করেছে।

এছাড়াও মা আহার কেন্দ্র, এনআইএ পুলিশ স্টেশন, কলকাতা ও হাওড়া কর্পোরেশনের ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়া, সংশোধিত ওবিসি সংরক্ষণ এবং অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দেওয়ার প্রক্রিয়া এই সরকার ইতিমধ্যে শুরু করেছে।

পরিশেষে বলা যায়, অনেকদিন পর পশ্চিমবঙ্গের জনগণ একজন কর্মঠ, পরিশ্রমী ও যোগ্য মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে রাজ্যের উন্নয়নে আশার আলো দেখতে পেয়েছেন। এই ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে আগামী পাঁচ বছরে রাজ্য নিশ্চিতভাবে পুনরায় হৃতগৌরব ফিরে পাবে। ■

উত্তরকন্যায় প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী

সরকারের ১০০ দিনে নতুন বার্তা

স্বস্তি, স্বচ্ছতা ও উত্তরবঙ্গের নতুন স্বপ্ন

শতদিন শেষের হিসাব নয় এটি নতুন সরকারের প্রথম অধ্যায়। সেই নতুন সরকারের সবচেয়ে শক্তিশালী বার্তা হতে পারে ‘উত্তরবঙ্গ আর উন্নয়নের প্রান্ত নয়; উত্তরবঙ্গই হবে আগামীদিনের সমৃদ্ধ পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রধান শক্তিকেন্দ্র।’

সাধন কুমার পাল

স্বচ্ছতা, কর্মসংস্থান, নারীকল্যাণ, স্বাস্থ্যসুরক্ষা ও উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন প্রথম শতদিনেই নতুন সরকারের অগ্রাধিকারের ছবি স্পষ্ট। পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার প্রথম শতদিন পূর্ণ করেছে। একশো দিন কোনও সরকারের দীর্ঘমেয়াদি সাফল্যের চূড়ান্ত বিচার করার সময় নয়; কিন্তু একটি সরকার কোন পথে হাঁটতে চায়, তার অগ্রাধিকার কী এবং মানুষের কাছে তার প্রথম বার্তা কী তা বোঝার জন্য এই সময় যথেষ্ট।

এই শতদিনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বার্তাটি মানুষের কাছে পৌঁছেছে তা হলো দলতন্ত্রের পরিবর্তে গণতন্ত্র, দুর্নীতির পরিবর্তে স্বচ্ছতা, স্বজনপোষণের পরিবর্তে যোগ্যতা এবং হতাশার পরিবর্তে নতুন সম্ভাবনা।

নিয়োগে স্বচ্ছতা : চাকরিপ্রার্থীদের মনে নতুন আশার আলো। পশ্চিমবঙ্গের তরুণ সমাজের সবচেয়ে বড়ো ক্ষত ছিল নিয়োগ-ব্যবস্থাকে ঘিরে অনিশ্চয়তা ও দুর্নীতির অভিযোগ। সেই জায়গায় School Service Commission কে UPSC-র আদলে স্বচ্ছ ও রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করার উদ্যোগ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আরও তাৎপর্যপূর্ণ হলো, কমিশনে রামকৃষ্ণ মিশনের তিনজন সন্ন্যাসী এবং IIM Calcutta-র একজন অধ্যাপককে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উদ্দেশ্য স্পষ্টনিয়োগ ব্যবস্থায় রাজনৈতিক প্রভাবের বদলে সততা, যোগ্যতা ও পেশাগত দক্ষতার জায়গা তৈরি করা।

একজন চাকরিপ্রার্থী যদি বিশ্বাস করতে পারেন চাকরি পেতে দলীয় পরিচয় নয়, মেধাই শেষ কথা, তবে সেটিই হবে প্রশাসনের উপর আস্থা ফেরানোর সবচেয়ে বড়ো পদক্ষেপ।

১০০ নয়, এবার ১২৫ দিনের কর্মসংস্থান : গ্রামীণ ক্ষেত্রের জন্য আর একটি বড়ো পরিবর্তন এসেছে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে। নতুন VB-G RAM G ব্যবস্থায় বছরে ১২৫ দিনের মজুরিভিত্তিক কাজের নিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে পুরনো ১০০ দিনের তুলনায় ২৫ দিন বেশি। এর তাৎপর্য শুধু অতিরিক্ত ২৫ দিনের মজুরি নয়। গ্রামীণ পরিকাঠামো, জলসংরক্ষণ, জীবিকা-সহায়ক সম্পদ নির্মাণের সঙ্গে কর্মসংস্থানকে যুক্ত করা হলে কাজের পাশাপাশি গ্রামেও স্থায়ী সম্পদ তৈরি হবে। অর্থাৎ নতুন কর্মসংস্থানের বার্তা শুধু ভাতা নয়, কাজ; শুধু কাজ নয়, কাজের মাধ্যমে গ্রামের উন্নয়ন।

অন্নপূর্ণা ও নারীকল্যাণে সরাসরি স্বস্তি নারীদের জন্য অন্নপূর্ণা যোজনায় মাসিক সহায়তা ১,৫০০ থেকে ৩,০০০ টাকা করা হয়েছে। এর সঙ্গে রয়েছে সরকারি বাসে মহিলাদের বিনামূল্যে যাতায়াতের সুবিধা।

একজন গ্রামীণ মহিলা চিকিৎসা, শিক্ষা, কাজ কিংবা প্রশাসনিক প্রয়োজনে শহরে যেতে পারছেন বিনা বাসভাড়ায় এর অর্থ শুধু অর্থসাশ্রয় নয়; এটি নারীর চলাচলের স্বাধীনতা ও আত্মনির্ভরতারও একটি বার্তা।

অন্যান্য সামাজিক ভাতা বৃদ্ধির ফলে নিম্নআয়ের পরিবারগুলির মধ্যেও নতুন আর্থিক স্বস্তি ও প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে।

আয়ুষ্মান ভারত : স্বাস্থ্যসুরক্ষায় নতুন আস্থা পশ্চিমবঙ্গে আয়ুষ্মান ভারত কার্যকর হওয়াও একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যসুরক্ষা ব্যবস্থার সুবিধা রাজ্যের মানুষের কাছে পৌঁছানোর ফলে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত পরিবারের চিকিৎসা-নিরাপত্তার ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। রাজ্য সরকারের নিজস্ব পোর্টালেও আয়ুষ্মান দিবস ও স্বাস্থ্যবিমা উদ্যোগের উল্লেখ রয়েছে।

এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা হলো কেন্দ্র-রাজ্যের রাজনৈতিক মতপার্থক্যের ঊর্ধ্বে উঠে মানুষের স্বার্থে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। পাড়ায় পাড়ায় ভয় নয়, আইনের শাসন। মানুষের স্বস্তির সবচেয়ে বড়ো জায়গা সম্ভবত এখানেই। দীর্ঘদিনের অভিযোগ ছিল পাড়ায় পাড়ায় রাজনৈতিক দাদাগিরি, তোলাবাজি, ভয়ভীতি ও দলীয় প্রভাবের।

নতুন সরকারের কাছে মানুষের প্রত্যাশা তাই—পুলিশ হবে আইনের, প্রশাসন হবে নিরপেক্ষ এবং সরকারি পরিষেবা হবে নাগরিকের অধিকার। মানুষ যদি রাজনৈতিক পরিচয় ছাড়াই থানায় যেতে পারেন, ব্যবসা করতে পারেন, সরকারি অফিসে কাজ করাতে পারেন এবং রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারেন তবেই গণতন্ত্র মানুষের জীবনে বাস্তব অর্থ পাবে।

গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করা মানুষদের সম্মান : ১৯৭৫ সালের জরুরি অবস্থার সময়ে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য যারা কারাবরণ করেছিলেন, তাঁদের 'পশ্চিমবঙ্গ লোকতন্ত্র সেনানী সম্মান' প্রদানও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতীকী পদক্ষেপ। রাজ্য সরকারের ওয়েবসাইটেও এই সম্মানের উল্লেখ রয়েছে।

এটি শুধু অতীতের মানুষদের সম্মান নয়; নতুন প্রজন্মের কাছে একটি বার্তা-- গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও নাগরিক অধিকার রক্ষার মূল্য আছে।

উন্নয়নের কেন্দ্রে এই শতদিনের মূল্যায়নে উত্তরবঙ্গকে আলাদা করে দেখা জরুরি। দীর্ঘদিনের আঞ্চলিক বঞ্চনা ও প্রশাসনিক দূরত্বের অভিযোগের প্রেক্ষিতে নতুন সরকারের উত্তরবঙ্গ-কেন্দ্রিক পরিকল্পনা বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

আর উত্তরবঙ্গের মানুষের কাছে সবচেয়ে বড়ো প্রত্যাশা উন্নয়ন যেন আর কলকাতাকেন্দ্রিক না থাকে; উত্তরবঙ্গ যেন নিজস্ব শক্তি ও সম্ভাবনা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। উত্তরবঙ্গের জন্য AIIMS– IIT ও IIM-এর মতো জাতীয় মানের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পরিকল্পনা শুধু শিক্ষা ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রেই পরিবর্তন আনবে না; গবেষণা, দক্ষ মানবসম্পদ, ব্যবসা ও কর্মসংস্থানের নতুন পরিবেশ তৈরি করতে পারে।

চা-বাগান ও শ্রমিককল্যাণ : উত্তরবঙ্গের অর্থনীতির প্রাণ চা-বাগান। বন্ধ ও অসুস্থ চা-বাগান পুনরুজ্জীবন, শ্রমিকদের বকেয়া পাওনা, PF, গ্র্যাচুইটি ও কল্যাণের বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য Pradhan Mantri Cha Shramik Protsahan Yojana-র মাধ্যমে চা-শ্রমিক কল্যাণে ৩১৩.৩০ কোটি টাকার প্যাকেজ। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শ্রমিককল্যাণে এই অর্থের ব্যবহার উত্তরবঙ্গের হাজার হাজার পরিবারকে সরাসরি উপকৃত করার সম্ভাবনা রাখে।

উত্তরবঙ্গের অর্থনীতির নতুন রূপরেখা উত্তরবঙ্গকে শুধু একটি প্রশাসনিক অঞ্চল নয়, চা, পর্যটন, কৃষি, সীমান্ত-বাণিজ্য, লজিস্টিক্স ও শিক্ষার সম্মিলিত অর্থনৈতিক অঞ্চল হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়োজন। দার্জিলিং-কালিম্পংয়ের পাহাড়, ডুয়ার্সের পর্যটন, তরাইয়ের কৃষি, চা-বলয়ের অর্থনীতি এবং কোচবিহার - আলিপুরদুয়ার-সহ সীমান্তবর্তী অঞ্চলের বাণিজ্য প্রতিটি ক্ষেত্রের নিজস্ব সম্ভাবনাকে একসঙ্গে কাজে লাগাতে পারলে উত্তরবঙ্গ কলকাতামুখী নয়, নিজস্ব কর্মসংস্থান ও অর্থনীতির শক্তিশালী কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে। প্রথম শতদিনের সবচেয়ে বড়ো অর্জন তাই হয়তো কোনও একটি প্রকল্প নয়, মানুষের মনে নতুন করে আস্থা ও প্রত্যাশার জন্ম দেওয়া। চাকরিপ্রার্থীর মনে স্বচ্ছ নিয়োগের আশা, মহিলাদের হাতে ৩০০০ টাকা, বিনামূল্যে সরকারি বাসযাত্রা, গ্রামীণ মানুষের জন্য ১২৫ দিনের কাজ, আয়ুষ্মান ভারতের স্বাস্থ্যসুরক্ষা, গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করা মানুষদের সম্মান এবং উত্তরবঙ্গকে উন্নয়নের বিশেষ অগ্রাধিকার সব মিলিয়ে একটি নতুন দিশার ছবি তৈরি হচ্ছে।

শতদিন শেষের হিসাব নয় এটি নতুন সরকারের প্রথম অধ্যায়। আর সেই নতুন সরকারের সবচেয়ে শক্তিশালী বার্তা হতে পারে 'উত্তরবঙ্গ আর উন্নয়নের প্রান্ত নয়; উত্তরবঙ্গই হবে আগামীদিনের সমৃদ্ধ পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রধান শক্তিকেন্দ্র।'

নতুন সরকারের ১০০ দিন পূর্ণ করা শুধু নয়, এ হলো বাঙ্গালির প্রত্যাশা পূরণের ১০০ দিন

> “পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ১০০ দিনের সাফল্য যেমন রাজ্যবাসীকে আশার আলো দেখাচ্ছে, ঠিক তেমনি রাজ্যের মানুষদেরও সংকল্প নিতে হবে শাসককে সঠিক পথে পরিচালিত করতে জনশক্তিকে আরও জাগ্রত ও সুসংহত করার।”

শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী

বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা গল্পের কথা অনেকের মনে আছে। নায়ক নবকুমার নৌকাবক্ষে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের অপূর্ব সৌন্দর্য ও রূপ চাক্ষুস করে বিস্ময় ও মুগ্ধতা প্রকাশ করতে গিয়ে বলে উঠেছিলেন, ‘‘আহা কি দেখিলাম জন্ম জন্মান্তরেও ভুলিব না।’’ হিন্দু বাঙ্গালিও বুঝি আজ ১০০ দিন পার করা নতুন সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা দেখে আপন মনে সেই একই কথা বলে উঠছে।

হিন্দু বাঙ্গালিকে মৃত্যুর দোরগোড়া থেকে বাঁচিয়ে এনেছে বিজেপি। বিগত ৫০ বছর ধরে বাম ও তৃণুরা ভারতবর্ষের বুকে বাঙ্গালি হিন্দুর একমাত্র হোমল্যান্ড পশ্চিমবঙ্গকে বৃহত্তর বাংলাদেশের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে তলে তলে সেদেশের আনসারুল্লা, হুজি, জামাত জেহাদিদের সঙ্গে একযোগে কাজ করে চলছিল। শেষ পনেরো বছরেতো তা সহ্যের সীমা ছাড়িয়েছিল। মনে হচ্ছিল পাঁচ বছরের মধ্যে এই রাজ্য আর ভারতে থাকবে না, পশ্চিম বাংলাদেশ হয়ে যাবে। বাঁচতে হলে হিন্দু বাঙ্গালিকে তার জমিজমা-ঘরবাড়ি ছেড়ে স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে নতুন কোনো গন্তব্যের খোঁজে যেতে হবে। ঠিক এমনই সময় বাঙ্গালির ত্রাতা হিসেবে বিজেপির আবির্ভাব। আমাদের সামনে কত প্রতিশ্রুতি— জীবন-জীবিকা রক্ষা, কর্মসংস্থান, নারী সুরক্ষা, দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন, কঠোর আইনের শাসন, সর্বোপরি হিন্দুত্ব রক্ষার অঙ্গীকার। বাঙ্গলি চিরকাল অপরকে বিশ্বাস করেছে। প্রায় ৩০ বছর তারা বিশ্বাস করেছিল কংগ্রেসকে, ৩৪ বছর বামফ্রন্টকে, ১৫ বছর তৃণমূলকে। ২০২৬-এ তারা ভাবল দেখি না একবার বিজেপিকে বিশ্বাস করে ৫টা বছর। অবশেষে ৪৬ শতাংশ ভোটে দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে ২০৮ আসন জিতে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির শাসন ক্ষমতা দখল।

দেখতে দেখতে প্রায় ১০০ দিন পেরিয়ে গেল। যে বাঙ্গালি বিজেপির উপরে আস্থা রেখে তাকে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে ক্ষমতায় আনল, ১০০ দিন পরে আজ সেই বাঙ্গালি কোথায় দাঁড়িয়ে?

ফ ঃ ৩

সেকি তার স্বপ্নকে বাস্তব হতে দেখা শুরু করেছে? সে কি তার প্রত্যাশা পূরণের আভাস পাচ্ছে?

কোনো সরকারের কাছে ১০০ দিন কোনো সময়ই নয়। তবু হিসেব করে দেখলে এই ১০০ দিনে বাঙ্গালির পাওয়ার তালিকাটা নেহাত ছোটো নয়। অন্নপূর্ণা যোজনা, আয়ুষ্মান ভারত এসব ভাতার কথা ছেড়েই দিলাম। এই ১০০ দিনের মধ্যে প্রথম যেটি হয়েছে সেটি হলো কয়লা-গোরু-বালি-পাথর, কাটমানিখোর পিসি-ভাইপো জব্দ হয়েছে। পাঁচ বছর ধরে 'খেলা হবে খেলা হবে' বলতে বলতে আজ তারা শুধু মাঠের বাইরেই নয়, আঙ্গুলে ভোটের কালি উঠতে না উঠতে তাদের তৃণমূল দলটা লাটে উঠে গেছে।

বিগত প্রায় ৫০ বছরে র‍্যাডিক্যাল ইসলামিক ফান্ডামেন্টালিজম-এর কাছে নতজানু ছিল বাম-তৃণু সরকার। বাম সরকারের খোঁয়াড়ে চাষ করা জেহাদি উগ্রপন্থী, যারা সবার অলক্ষ্যে বংশবৃদ্ধি করে চলেছিল, তৃণু সরকার সিংহাসনে বসতেই সেই হায়নার দল খোঁয়াড় ভেঙে সারা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। ব্লক ভোটের লোভে তাদের কেশাগ্র স্পর্শ করার সাহস দেখায়নি তৃণু সরকার। বরং তাদের বেশি দুধ দেওয়া 'দুধেল গাই' হিসাবে বর্ণনা করে তাদের সযত্নে খোল-ভুষি খাইয়ে চলেছিল তারা। তার ফলে পুলিশকে লুকোতে হতো টেবিলের তলায়, ফাইলের আড়ালে; ছুটন্ত লুঙ্গির উড়ন্ত লাথির কাছে তারা ছিল অসহায়। মাত্র ১০০ দিন পার হয়নি এই সরকারের আমলে আমরা দেখলাম এক অসাধারণ দৃশ্য। গত ১৭ মে রাস্তায় নমাজ না পড়ার নির্দেশিকার বিরুদ্ধে পার্ক সার্কাসের সেভেন-পয়েন্টে রাস্তা অবরোধে নামা জেহাদিরা তাদের পূর্ব অভ্যাস মতো রাস্তা অবরুদ্ধ করেছিল। পূর্বেকার অভ্যাস মতো সেদিন তারা পুলিশের উপর ইটবৃষ্টি করে, সিআরপিএফের গাড়ি ভাঙচুর করে তাদের এতদিনের দেখানো ক্ষমতা জাহির করার চেষ্টা করছিল। অতঃপর শুরু হয় পুলিশের মনোমুগ্ধকর ব্যাটিং। তারপর দৌড়-দৌড়-দৌড়। ১৫ মিনিটেই রাস্তা ফাঁকা। জেহাদিরা ভেবেছিল এ বুঝি বুদ্ধদেব বা মমতা ব্যানার্জির সরকার। তাদের গায়ে হাত দেওয়ার সাহস কারও হবে না। কিন্তু তখন মাত্র ৯ দিনের রাজ্য সরকার তাদের মনে জমে থাকা এই ভুল ধারণা পাল্টে দিতে পেরেছে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে এরাজ্যের মানুষকেও এই বার্তা দিয়েছে যে, এই সরকার প্রয়োজনে দাঙ্গাবাজ জেহাদিদের বিরুদ্ধে কঠোর থেকে কঠোরতম সিদ্ধান্ত নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না।

এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে অনেক কিছুই বন্ধ হয়ে গেছে। বন্ধ হয়েছে মুসলমান তোষণ। মুসলমান আধিপত্য। বন্ধ হয়েছে ব্যস্ত রাস্তায় পথিকের পথচলা স্তব্ধ করে যেখানে সেখানে প্লাস্টিক বিছিয়ে নমাজ পড়া। বন্ধ হয়েছে হেলমেট না পরে মাথায় ফেজটুপি পরে মোটরসাইকেলে চেপে পুলিশকে বুড়ো আঙ্গুল দেখানো। বন্ধ হয়েছে কথায় কথায় ৩০ শতাংশ হিন্দুকে কেটে ভাগীরথীর জলে ভাসিয়ে দেওয়ার ভাষণবাজি।

মুখ্যমন্ত্রীর এক ধমকেই হুমায়ুন কবির ঠাণ্ডা মেরে গেছে। বন্ধ হয়েছে সন্দেশখালিতে শাজাহান-আলমগিরের নেতৃত্বে পিঠে বানাবার ইন্ডাস্ট্রি। সবকিছুই এই সরকার আসার কয়েক দিনের মধ্যে রাজ্যবাসী প্রত্যক্ষ করেছে।

আমরা কদিন আগে পুলিশকে ফলতার ত্রাস দোর্দণ্ডপ্রতাপ জাহাঙ্গিরকে হাফপ্যান্ট পরিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে রাজপথে ঘোরাতে দেখেছি। আবার তার দু'দিন পরে সেই জাহাঙ্গিরকে পুলিশের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে আসা তার বিবি ও সাঙ্গোপাঙ্গদের পুলিশের লাঠি থেকে বাঁচতে খানাখন্দ, পুকুরে ঝপাঝপ ঝাঁপ দিয়ে পালাতেও দেখেছি। পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে আজ গোরুপাচার বন্ধ। প্রকাশ্যে গোহত্যা বন্ধ। হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় গায়ের জোরে ভয় দেখিয়ে খুলে ফেলা গোমাংসের দোকানগুলিতে ঝাঁপ পড়েছে। মন্দির-মসজিদ-সহ সমস্ত ধর্মীয় স্থানে শব্দবিধি চালু হয়েছে। এক-একটি মসজিদে চারটি পাঁচটি করে চোঙ লাগিয়ে ভোর চারটে থেকে রাত্রি দশটা পর্যন্ত পাঁচবার উচ্চৈঃস্বরে নমাজ পড়ে হিন্দুর জীবন দুর্বিষহ করে দেওয়ায় ব্রেক লেগেছে। তৃণমূল জমানার বেআইনি ওবিসি তালিকা সম্পূর্ণ বাতিল করে (যেখানে ৯৫ শতাংশ মুসলমানকে অন্যায়ভাবে ঢোকানো হয়েছিল) প্রকৃত হিন্দু ওবিসিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের অনুপ্রবেশ সমস্যার বিষয়ে দীর্ঘদিনের বাম নেতারাও প্রকাশ্যে স্বীকার করতেন যে, পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশ ঘটছে। মমতা ব্যানার্জি তো একসময় এক কোটি অনুপ্রবেশকারীর তথ্য সংবলিত কাগজ লোকসভায় স্পিকারের মুখে ছুঁড়ে মেরেছিলেন। কিন্তু তারা কেউই অনুপ্রবেশ বন্ধ হোক চায়নি। তাই সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার জন্য বিএসএফ-কে প্রয়োজনীয় জমি দেয়নি। অনুপ্রবেশের আড়ালে অহরহ ইসলামি জঙ্গিদের অনুপ্রবেশ ঘটছিল। কিন্তু ভোটব্যাংকের স্বার্থে এরা প্রত্যেকে চুপ ছিল। নতুন সরকার ক্ষমতায় এসেই তার প্রথম ক্যাবিনেট মিটিঙে সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার জন্য বিএসএফ-কে প্রয়োজনীয় জমি হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিজেপি অনুপ্রবেশ রোধে তার অঙ্গীকার অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে।

তৃণমূলের জমানায় পশ্চিমবঙ্গ ধীরে ধীরে মোগলিস্তান হয়ে উঠছিল। বেলডাঙ্গায় গড়ে উঠছিল বাবরি মসজিদ, বারাসাতের মাটিতে তিতুমির বাস টার্মিনাল, আর রাজারহাটে হজ হাউস। 'বাবার হইল আবার জ্বর সারিল ঔষধে'---এই সিকুয়েন্সেই তৃণমূলি শাসনে এক-এক করে গড়ে উঠেছিল জলঙ্গিতে বাবর আলি, নওদায় হুমায়ুন কবির, হুগলিতে আকবর আলি, ফলতায় জাহাঙ্গির, ক্যানিঙে শওকত মোল্লা, সন্দেশখালিতে শাজাহান ও আলমগির শেখের রাজত্ব। এ যেন পশ্চিমবঙ্গে মোগল শাসন। এদের দাপটে এরাজ্যের কোণে কোণে জেগে উঠেছিল মিনি পাকিস্তান। এদের অঙ্গুলিহেলনে সংঘটিত হয়েছিল বাসন্তী, উস্তি, বাদুড়িয়া, ক্যানিং, মুর্শিদাবাদ, কালিয়াচক, মোথাবাড়ি, বসিরহাটে হিন্দু নির্যাতন। এদেরই নির্দেশে CAA-র বিরুদ্ধে জেহাদি সন্ত্রাসীরা হিন্দুর ঘর পুড়িয়েছে, ট্রেন-বাস জ্বালিয়েছে, হরগোবিন্দ ও চন্দন দাসকে তারা হত্যা করেছে। এদেরই মদতে কলকাতার মহেশতলায় শিবলিঙ্গ তুলসীমঞ্চ ভাঙা হয়েছিল, গার্ডেনরিচে মহালয়ায় চণ্ডীস্তোত্র বাজানোর বিরোধিতা করা হয়েছিল,

নতুন সরকারের ১০০ দিন

মানুষের প্রত্যাশা পূরণের এক নতুন ভোরের সূচনা

পানীয় জলের সরবরাহ উন্নত করা, নিকাশি ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ, গ্রিন সিটি মিশনের কাজকে গতিশীল করা এবং প্রশাসনিক জটিলতা কমানোই আমাদের মূল লক্ষ্য।

আগামী দিনে আমরা রাজ্যের প্রতিটি শহরের সামগ্রিক উন্নয়ন ও রূপান্তরের মাধ্যমে মানুষের আস্থার মর্যাদা রাখতে সম্পূর্ণ দায়বদ্ধ।

— অগ্নিমিত্রা পাল
— পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী
প: ব: সরকার

শ্যামপুরে দুর্গা প্রতিমা-সহ মণ্ডপে আগুন লাগানো হয়েছিল, কাকদ্বীপে মা কালীর মূর্তি ভেঙে তাকে পুলিশের প্রিজন ভ্যানে তোলা হয়েছিল। সেদিনের মুখ্যমন্ত্রী কোনো প্রতিবাদ করেননি। এদেরই দৌরাত্ম্যে 'জাগো মা', 'তোমরা কুঞ্জ সাজাও গো'— সাম্প্রদায়িক গান হয়ে গিয়েছিল। শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী হয়েই হুঙ্কার দিয়ে বলেছিলেন—'জেহাদিরা সাবধান হয়ে যাও। সনাতন ধর্মের বিরুদ্ধে যারা চক্রান্ত করবে তাদের ভয়ংকর পরিণতির জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে'। এর আগে কোনো সরকার হিন্দু বিরোধীদের বিরুদ্ধে এমন কঠোর অবস্থান দেখায়নি।

মমতা ব্যানার্জি ক্ষমতায় এসে পশ্চিমবঙ্গের নাম পরিবর্তন করে 'বাংলা' রাখার বিল পাশ করিয়েছিলেন। পয়লা বৈশাখকে 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টির ইতিহাস ও তার স্রষ্টা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে বাঙ্গালির মন থেকে মুছে দিতে চেয়েছিলেন। দেশভাগের সময়ে তৎকালীন বঙ্গপ্রদেশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়া অবধারিত ছিল। ১৯৪৭ সালের ২০ জুন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পাকিস্তানের গ্রাস থেকে ছিনিয়ে এনে হিন্দু বাঙ্গালির হোমল্যান্ড হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ পশ্চিমবঙ্গের জনক। অথচ মমতা ব্যানার্জি পশ্চিমবঙ্গের জনক ও তার জন্মদিনকে ভুলিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। নতুন সরকার ক্ষমতায় এসেই ২০ জুনকে পশ্চিমবঙ্গের জন্মদিন হিসেবে ঘোষণা করে এবং তার স্রষ্টা শ্যামাপ্রসাদকে যোগ্য সম্মান দিয়েছে। শুধু তাই নয়, এবছর সরকারি নির্দেশে এই প্রথম রাজ্যের সমস্ত বিদ্যালয়ে শ্যামাপ্রসাদের জন্মদিন সাড়ম্বরে পালিত হয়েছে।

বিগত কয়েক বছরে নারীনিগ্রহ পশ্চিমবঙ্গে বিভীষিকার রূপ নিয়েছিল। আরজি কর হাসপাতালে ডাঃ অভয়ার বলাৎকার ও হত্যা বাঙ্গালি হৃদয়কে উদ্বেলিত করেছিল। কিন্তু এর সমস্ত তথ্য প্রমাণ লোপাটের ব্যবস্থা করেছিল তৎকালীন তৃণমূল সরকার। হিন্দু ঘরের মেয়েরা যেন খেলনা, যখন খুশি ছুঁড়ে

SURYA
Shaping Structures That Shape Tomorrow
Steel is what turns plans into lasting structures. Surya provides high-quality steel solutions that support construction, infrastructure, and development. Engineered for strength and consistency, they help projects move forward with confidence.
Because the future is built on what holds firm today.
PRAKASH
SURYA
SURYA HAI TOH BHAROSA HAI
Lighting | Wires and Cables | Professional Lighting | Fans | Appliances | Water Pumps | PVC and Water Tanks | Steel Pipes
I am SURYA
50 YEARS OF TRUST
DURABLE PRODUCTS
ASSURED QUALITY
SURYA ROSHNI LIMITED | consumercare@surya.in | www.surya.co.in |
TOLL FREE 1800 102 5657

ফেলা যায়, যখন খুশি ভেঙে ফেলা যায়। বিজেপি ঘোষণা করেছিল তারা সরকারে এলে ডা: অভয়া হত্যার নতুন করে তদন্ত হবে। কথা রেখেছে বিজেপি। ক্ষমতায় এসেই সরকার ডা: অভয়া হত্যার ফাইল শুধু ওপেনই করেনি, তৃণমূলের যে বিধায়ক তৎপরতার সঙ্গে উপযুক্ত পোস্টমর্টেম ছাড়াই জোর করে ডা: অভয়ার শরীর পুড়িয়ে দিয়েছিল সেই নির্মল ঘোষ ও তার সঙ্গীদের গ্রেপ্তার করেছে। শুধু তাই নয়, বারুইপুর ধর্ষণ ও মার্ডার কেসের আসামি সুভাষ মণ্ডলকে পুলিশ এনকাউন্টার করে মেরেছে, যা এরাজ্যের ইতিহাসে প্রথম।

এসএসসি, প্রাইমারি টেট দুর্নীতির পাঁকে তৃণমূল দুর্গন্ধময়। বিজেপি বলেছিল তারা ক্ষমতায় এলে স্বচ্ছভাবে পরীক্ষা হবে, স্বচ্ছভাবে নিয়োগও হবে। বিজেপি সেই লক্ষ্যে কাজ শুরু করেছে। স্কুল সার্ভিস কমিশনে স্বচ্ছতা ও আস্থা ফেরাতে চারজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে এই কমিটির সদস্য হিসাবে মনোনীত করা হয়েছে। রামকৃষ্ণ মিশনের তিন প্রবীণ সন্ন্যাসী স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দ, যিনি রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক, স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ, যিনি নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক এবং স্বামী তত্ত্বসারানন্দ, যিনি গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সম্পাদক। এছাড়াও রয়েছেন কলিকাতা আইআইএম এর অধ্যাপক প্রফেসর রাম্যা তারকড় বেঙ্কটেশ্বরণ।

পশ্চিমবঙ্গের বহু পথঘাট জায়গার নাম আজও বিদেশি আক্রমণকারী পাঠান-মুঘল-ইংরেজ ও বহু বিদেশির অত্যাচারীর নামে নামাঙ্কিত, যার সঙ্গে এই দেশের বা পশ্চিমবঙ্গের কোনো সম্পর্কই নেই। এতদিন সুরাবর্দির নামে কলকাতার একটি রাস্তা ছিল। কিন্তু গ্রেট ক্যালকাটা কিলিঙের হাত থেকে যিনি হিন্দুদের বাঁচিয়েছিলেন সেই গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নামে কোনো রাস্তা ছিল না। এই সরকার এই প্রথম সুরাবর্দির নাম হটিয়ে সেখানে গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নামে নামকরণ করেছে। এই সরকার এই রাজ্যের মহাপুরুষদের নামে রাস্তা ও স্থানের নাম পরিবর্তন করে তাদের সম্মান জানাতে চায়। এর উদ্দেশ্যে সরকার একটি কমিটি তৈরি করেছে। যার সভাপতি হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ। পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্য ও হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনতে এ এক সাধু উদ্যোগ।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কপাল পুড়িয়ে ভাগ্য করে গত ১৫ বছরে এমন একটি সরকার পেয়েছিল যারা শুধু কয়লা-বালি-গোরু-পাথর-চাকরি এবং গরিবদের জন্য প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার টাকা খেয়েই শান্ত হয়নি, আমাদের ঘরের ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েদের স্কুলের মিড ডে মিলের টাকাও খেয়ে ফেলছিল। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রান্না, নিম্নমানের খাবার, শিশুদের ধীরে ধীরে মিড ডে মিলের খাদ্য খেতে অনীহা তৈরি হচ্ছিল। সেই সুযোগে এর অর্থ আত্মসাৎ করে নিচ্ছিল তৃণমূল কর্মীরা। এই সরকার ক্ষমতায় এসে মিড ডে মিলের দায়িত্ব তুলে দিয়েছে ইসকনের হাতে, যাঁরা সারা বিশ্বকে কৃষ্ণ নামে মাতোয়ারা করে তুলেছেন। আমাদের ঘরের সরলমতি শিশুরা উপযুক্ত পুষ্টিকর খাবার পাক, সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই উদ্যোগ অবশ্যই প্রশংসার।

কোনো দেশের সাহিত্য ও ইতিহাস সেই দেশের আগামী প্রজন্ম নির্মাণের সোপান। কমিউনিস্টরা ক্ষমতায় এসে ভারতীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও পরম্পরা ভুলিয়ে দিতে ইতিহাস বদলে দেওয়ার কাজ শুরু করেছিল। স্বদেশি ঠাকুরকে ছেড়ে বিদেশি কুকুরের ভক্ত হয়ে উঠেছিল তারা। শিশুপাঠ্য থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিল বিদেশি কাহিনি। ধীরে ধীরে বিদায় দিয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনা সম্ভার। পাঠান-মুঘল যুগকে মহিমান্বিত করে আমাদের দেশের বীর যোদ্ধা মহাপুরুষদের অচ্ছুত করে রেখেছিল। এই সরকার আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের এদেশের প্রকৃত ইতিহাস পড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। স্কুলপাঠ্যে পড়ানো হবে পশ্চিমবঙ্গের জনক ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জীবনী। অন্তর্ভুক্ত হবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছত্রপতি শিবাজীর গুরু ভক্তির ঘটনা অবলম্বনে রচিত কবিতা 'প্রতিনিধি' এবং আরও অনেক মহাপুরুষের জীবনী। রাজ্যের ঐতিহ্য পুনর্জাগরণে এ এক মহতী প্রয়াস।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বন্দে মাতরম্ রচনার ১৫০ তম বর্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যের সব বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় সম্পূর্ণ বন্দে মাতরম্ গাওয়া আবশ্যিক করেছে। যারা একসময় বলেছিল দেশকে মা বলা, তাকে দেবীর দুর্গার সঙ্গে তুলনা করে প্রণাম জানানো তাদের মজহবে হারাম, তাই তারা বন্দে মাতরম্ গাইবে না। তারাও আজ স্কুলের প্রার্থনা কক্ষে দাঁড়িয়ে বন্দে মাতরম্ গাইছে। এই সরকারের আমলে তসলিমা নাসরিন ১৯ বছর পর কলকাতায় পা রাখতে পেরেছেন। আরবান নকশালের আঁতুড়ঘর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বামপন্থীদের বুকের উপর পা দিয়ে 'দ্য গ্রেট কলিকাতা কিলিং' অবলম্বনে সিনেমা 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস্' দেখানো হয়েছে। এও কি বঙ্গবাসী হিসেবে আমাদের কম পাওয়া?

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ শতবর্ষ পার করেছে। এই বঙ্গভূমিতে ১৯৩৯ সাল থেকে অবিরল ধারায় বয়ে চলেছে সঙ্ঘ-গঙ্গা। ৮৫ বছরের সাধনায় আজ আংশিক সিদ্ধি এসেছে মাত্র। ৪৬ শতাংশ হিন্দু বর্তমানে একজোট হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে প্রথম প্রকৃত দেশভক্ত সরকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে। শুধু এটুকুই। ১০০ দিনে কতটুকুই-বা কাজ করা যায়? কিন্তু কথায় বলে 'মর্নিং শোজ দ্য ডে'। 'ভোর বলে দেয় দিনটি কেমন যাবে'। এই সরকারের ১০০ দিনের সাফল্য আগামী দিনের পথ চলার দিশা নির্দেশ করেছে। পথ এখনো অনেক বাকি। যে পথে গেলে আমাদের পূর্ণ বিজয় আসবে সে এখনো অনেক দূর। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ১০০ দিনের সাফল্য যেমন রাজ্যবাসীকে আশার আলো দেখাচ্ছে, ঠিক তেমনি রাজ্যের মানুষদেরও সংকল্প নিতে হবে শাসককে সঠিক পথে পরিচালিত করতে জনশক্তিকে আরও জাগ্রত ও সুসংহত করার। ■

প্রবীণ সাংবাদিক রণজিৎ রায়কে সম্মান জানাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী।

পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমতায় এসেই গুটিকয়েক ‘দলদাস’ সাংবাদিক ছাড়া বাকিদের কথা ভুলে যান। বন্ধ হয়ে যায় সাংবাদিকদের স্বাস্থ্যবিমাও। জানিয়ে দেওয়া হয়, সাধারণ মানুষের মতোই এবার থেকে রাজ্য সরকারের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সাংবাদিকদেরও ‘স্বাস্থ্যসাথী’ প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করতে হবে।

সাংবাদিকদের মনে রাখার জন্য

মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ

রক্তিম দাশ

আজ পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই— আমাদের, অর্থাৎ সাংবাদিকদের কথা মনে রাখার জন্য। জানি, আপনাকে এই ধন্যবাদ জানানোর অপরাধে এই প্রতিবেদকের মতো অনেকেই আবারও ‘গোদি মিডিয়া’ কিংবা ‘চাড্ডি সাংবাদিক’-এর মতো কটূক্তিতে ভূষিত হবেন। কিন্তু তাতে কী আসে যায়? আপনার নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার সাংবাদিকদের জন্য যে নতুন স্বাস্থ্যবিমা ফিরিয়ে আনল, তা থেকে সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করার পর সমালোচকরা কী বলবেন, তা এই প্রতিবেদকের বিলক্ষণ জানা আছে।

বিগত বাম জমানায় কেবল সরকারি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সাংবাদিকদের জন্য একটি স্বাস্থ্যবিমা প্রকল্প চালু ছিল। সেখানে সাংবাদিকরা নিজেরা যেমন সুফল পেতেন, তেমনই তাঁদের পরিবারের সদস্যরাও সুযোগ পেতেন। কিন্তু সেই ব্যবস্থার প্রধান দুটি সীমাবদ্ধতা ছিল :

প্রথমত, সরকারি স্বীকৃতিপ্রাপ্তদের বাইরে থাকা একটি বিরাট অংশের সাংবাদিক এই সুবিধার বাইরেই থেকে যেতেন।

দ্বিতীয়ত, অসুস্থ হলে চিকিৎসার জন্য আগে নিজের পকেট থেকে টাকা খরচ করতে হতো। পরবর্তীতে সমস্ত বিল ও কাগজপত্র জমা দিলে মিলত অর্থ ফেরত। বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখেছি, বহু সাংবাদিকের পক্ষেই আগে থেকে এত টাকা যোগাড় করা সম্ভব হতো না।

এরপর রাজ্যে এল তথাকথিত ‘পরিবর্তনের শাসন’। স্বাভাবিকভাবেই বদলে গেল অনেক কিছু। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, সিঙ্গুর থেকে নন্দীগ্রাম— যে সাংবাদিকদের কাঁধে ভর দিয়ে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমতায় এসেছিলেন, গুটিকয়েক ‘দলদাস’ সাংবাদিক ছাড়া বাকিদের কথা তিনি ভুলেই গেলেন। বন্ধ হয়ে গেল সাংবাদিকদের সেই স্বাস্থ্যবিমাও। জানিয়ে দেওয়া হলো, সাধারণ মানুষের মতোই এবার থেকে রাজ্য সরকারের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সাংবাদিকদেরও ‘স্বাস্থ্যসাথী’ প্রকল্পে নথিভুক্ত হতে হবে।

‘স্বাস্থ্যসাথী’ প্রকল্পের আসল হাল কী ছিল, তা নতুন করে না বলাই ভালো। যে প্রকল্পে সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে সাধারণ মানুষই ঠিকমতো পরিষেবা পেতেন না, সেখানে

প্রবীণ সাংবাদিক রথীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্মান জানাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী।

সাংবাদিকদের কী অবস্থা হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। তবে হ্যাঁ, যাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর অত্যন্ত 'ঘনিষ্ঠ' ছিলেন, তাঁদের কথা আলাদা। শোনা যায়, তাঁরাই বারবার মুখ্যমন্ত্রীর বিদেশ সফরের সঙ্গী হতেন এবং প্রত্যেক পূজায় তাঁদের ভাগ্যে জুটত বিশেষ উপহার।

যাক, সে সব এখন অতীত। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড. সৌমিত্র মোহন একটি সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী স্বীকৃতিপ্রাপ্ত, অস্বীকৃতিপ্রাপ্ত এবং ফ্রিল্যান্স— সকল সাংবাদিকদের কাছ থেকে 'মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিমা যোজনা'-র অধীনে নথিভুক্তকরণের আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে।

প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও ডিজিটাল মিডিয়ার সমস্ত স্বীকৃতিপ্রাপ্ত, অস্বীকৃতিপ্রাপ্ত ও ফ্রিল্যান্স সাংবাদিকরা এই স্বাস্থ্যবিমার জন্য আবেদন করতে পারবেন। তবে যাঁরা ইতিমধ্যেই 'আয়ুষ্মান ভারত'-এর অধীনে নথিভুক্ত রয়েছেন, তাঁদের নতুন করে আবেদন করার প্রয়োজন নেই।

সাংবাদিকদের জন্য এই স্বাস্থ্যবিমা ফিরিয়ে আনার জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শুধু তাই নয়, আপনি কেবল সরকারি স্বীকৃতিপ্রাপ্তদের নয়, ভেবেছেন অগণিত প্রান্তিক সাংবাদিক ও নতুন যুগের ডিজিটাল মাধ্যমের সাংবাদিকদের কথাও। পাশাপাশি, প্রবীণ সাংবাদিকদের কথা মাথায় রেখে আপনি যে মাসিক পেনশন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তার জন্য কৃতজ্ঞতা না জানালে তা হবে চরম অকৃতজ্ঞতা। রাজ্য সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী, ৬০ বছর বা তার বেশি বয়সি প্রবীণ, অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিকদের মাসিক পেনশন আড়াই হাজার টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৫ হাজার টাকা। এছাড়াও দুর্গাপূজার সময় প্রবীণ সাংবাদিকরা তিন হাজার টাকা উৎসব ভাতাও পাবেন। গত ১ সেপ্টেম্বর থেকে উপরোক্ত পেনশন বৃদ্ধির বিষয়টি কার্যকর হয়েছে। 'মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিমা যোজনা'র অধীনে নথিভুক্ত সাংবাদিক ও তাঁদের পরিবারবর্গ ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা পরিষেবার সুবিধা পাবেন। সমগ্র ভারতের ৩৮ হাজার হাসপাতাল ও পশ্চিমবঙ্গের ১৯০০ হাসপাতাল ও চিকিৎসা পরিষেবা কেন্দ্রে সাংবাদিকরা ও তাঁদের পরিবারবর্গ 'মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিমা যোজনা' প্রকল্পের সুবিধা পাবেন।

আজ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী যেভাবে এরাজ্যে নিরপেক্ষ ও দায়িত্বশীলভাবে রাজধর্ম পালনে ব্রতী হয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের কাছে একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। ■

সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাকের
অত্যাধুনিক গয়নার
ডিজাইনের ক্যাটালগ
সুপার
যে কোন স্বর্ণকারকে দেখাতে বলুন
ক্যাটালগের জন্য যোগাযোগ করুন
9830950831

Today's Choice.....
Vandana®
SAREES • SUITS • BEDSHEETS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidory
Sarees & Bedsheets (Always Exclusive)
Cont. No. 033-2270 0476, 9432290475

স্বশক্তিকরণ

- কন্যা রত্ন দিবসে রাজ্যের 10 লক্ষ ছাত্রীকে ডিরেক্ট বেনিফিট গ্রান্ট প্রদান করা হয়েছে যার জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে 400 কোটি টাকার একটি ডেডিকেটেড ফান্ড বরাদ্দ করা হয়েছে।

- যোগ্য মহিলাদের সরাসরি মাসিক 3,000 টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে 'অন্নপূর্ণা যোজনা' চালু করা হয়েছে যা 2026 সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত প্রায় 1.30 কোটি পরিবারের কাছে পৌঁছেছে।

- অন্নপূর্ণা যোজনা বজায় রাখতে এবং মহিলাদের ধারাবাহিক আর্থিক ক্ষমতায়ন সুনিশ্চিত করতে 36,000 কোটি টাকার এক বিশাল বার্ষিক বাজেটের সংস্থান করা হয়েছে।

- অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং হেল্পারদের মাসিক সাম্মানিক 5,000 টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে যার ফলে তাঁদের মাসিক বেতন যথাক্রমে 14,000 টাকা এবং 11,800 টাকায় উন্নীত হয়েছে।

- ডব্লিউবিটিসি (WBTC), এসবিএসটিসি (SBSTC) এবং এনবিএসটিসি (NBSTC) বাস নেটওয়ার্ক জুড়ে মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে সরকারি বাস পরিসেবা চালু করা হয়েছে এবং 1.61 কোটিরও বেশি জিরো-ভ্যালু টিকিট ইস্যু করা হয়েছে।

- স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনগুলিতে মহিলাদের বিনামূল্যে যাতায়াতের এই উদ্যোগ বজায় রাখতে রাজ্য সরকার 54.54 কোটি টাকার আর্থিক ব্যয়ভার বহন করেছে।

- স্বাস্থ্যবিধি এবং মর্যাদা রক্ষার্থে রাজ্যের সমস্ত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্যানিটারি ন্যাপকিন ভেন্ডিং মেশিন বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

- স্যানিটারি ন্যাপকিন ভেন্ডিং মেশিন স্থাপনের এই উদ্যোগকে প্রসারিত করে 250টি সরকারি ও সরকারি-সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ, 8টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং 31টি বিশ্ববিদ্যালয়কে এর আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

- সাংবিধানিক ন্যায্যতা বজায় রাখতে ওবিসি (OBC) তালিকার অননুমোদিত এবং নিয়ম-বহির্ভূত এন্ট্রিগুলি বাতিল এবং অবৈধ ঘোষণা করতে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

- আইসিডিএস (ICDS) স্কিমের অধীনে থাকা মায়েদের এবং শিশুদের হেলথ ট্র্যাকিংয়ের (Health Tracking) সুবিধার্থে ৭৬ শতাংশ বেনিফিশিয়ারিকে আভা আইডির (ABHA ID) সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।

- বিভিন্ন জেলায় ব্লক অফিসের প্রাঙ্গণে মহিলা সেলফ হেল্প গ্রুপ (SHG) পরিচালিত 38টি নতুন মাইক্রো-ক্যান্টিন অনুমোদন করা হয়েছে।

- প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের সাথে কনভার্জেন্স করে 2,604টি মহিলা সেলফ হেল্প গ্রুপের (SHG) সুবিধার্থে মাইক্রো প্রজেক্ট তৈরির অ্যানুয়াল অ্যাকশন প্ল্যান চূড়ান্ত করা হয়েছে।

- গ্রামীণ জীবিকা সুদৃঢ় করতে কো-অপারেটিভ ক্ষেত্রের মাধ্যমে 5,28,352 জন কৃষক সদস্যকে 1,486.10 কোটি টাকার শর্ট-টার্ম কিষাণ ক্রেডিট কার্ড (KCC) ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

সত্যমেব জয়তে
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ADVT.

মুখ্যমন্ত্রীর ‘শিল্পে ভরিয়ে দেব’ উক্তি রাজ্যের মানুষের মনে আশা জোগাচ্ছে

মণীন্দ্রনাথ সাহা

সম্প্রতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর— ‘শিল্পে ভরিয়ে দেব’ মন্তব্য জনমানসে খুশির হাওয়া বইয়ে দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর সেই মন্তব্যের কারণ হলো— সরকারি তথ্য অনুযায়ী, পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরে প্রায় ১,৯২৪ একর জমিতে শিল্পপার্ক গড়ে তোলার সিদ্ধান্তকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার চেষ্টা। জানা গিয়েছে, এর মধ্যে অন্যতম অমিত মেটালিক্সের প্রকল্প। প্রায় চার হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগে ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট, ফেরো অ্যালয় এবং স্পঞ্জ আয়রন-সহ ইন্টিগ্রেটেড গ্রিনফিল্ড শিল্প প্রকল্প তৈরির কথা রয়েছে। ১৪৮ একর জমিতে প্রকল্পটি হওয়ার কথা। সংস্থার তথ্য অনুযায়ী সেখানে ১.২ মিলিয়ন টন ইস্পাত উৎপাদন ক্ষমতার ইন্টিগ্রেটেড স্টিলপ্ল্যান্টের কাজও চলছে। এই প্রকল্প কর্মসংস্থানের বড়ো আশা জোগাচ্ছে। এমনকী মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছেন যে— জঙ্গলমহলের প্রায় ১০ হাজার শ্রমিককে কাজে নেওয়ার কথা জানিয়েছে অমিত মেটালিক্স।

শিল্পায়নের প্রসঙ্গে মেজিয়ায় শ্যাম স্টিল গ্রুপ ২০২৬ সালে রাজ্যে প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের পরিকল্পনার কথা জানিয়েছে। তার মধ্যে খড়্গপুরে প্রায় চার হাজার এবং জামুড়িয়ায় প্রায় ছয় হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের কথা শ্যাম মেটালিক্স সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে। জঙ্গলমহলের এই শিল্প প্রস্তাবে এত খুশির কারণ কী এবং কেন? এর উত্তরে জানা যায়— দীর্ঘদিন ধরে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া-সহ জঙ্গলমহলের বহু মানুষ কাজের খোঁজে ভিনরাজ্যে পাড়ি দেন। নির্মাণশিল্প ও অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করেন তাঁরা। পরিবার ছেড়ে মাসের পর মাস বাইরে থাকতে হয় অনেককে। সেই ছবি বদলাতে স্থানীয়স্তরে কাজ তৈরির ওপর জোর দিচ্ছে সরকার। আর এতেই সবার মনে খুশির হাওয়া বইছে।

যে পশ্চিমবঙ্গ একসময় শিল্পে অগ্রগণ্য ছিল সেই পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের খরা সৃষ্টি হলো

কীভাবে সেটাই একটু দেখে নেওয়া যাক। বিদেশি শাসকের হাত থেকে ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির নামে যে তিনটি রাজনৈতিক দল সবচেয়ে বেশি পরিশ্রম করে ১১টি দেশের সমর্থন পাওয়া নেতাজীর স্বাধীন ভারতকে স্বাধীনতার নামে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে টুকরো টুকরো করেছিল সেই দলগুলি হলো— (১) মুসলিম লিগ, (২) জাতীয় কংগ্রেস এবং (৩) ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। এবং এদের সঙ্গে ছিলেন কংগ্রেসের চারআনার সদস্য না হওয়া সত্ত্বেও বিপুল পরাক্রমশালী মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। এই চারের মিলিত প্রচেষ্টায় দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে সফলভাবে দেশভাগ হলো--- গঙ্গা-যমুনা, সিন্ধু-বিপাশা, পদ্মা-মেঘনা, কর্ণফুলি-বুড়িগঙ্গা দিয়ে বয়ে যাওয়া অজস্র-অসংখ্য হিন্দুর রক্তস্রোতের বিনিময়ে। যাঁরা বেঁচে রইলেন তারা শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্য প্রাণ হাতে করে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এবং এই পশ্চিমবঙ্গে এসে আশ্রয় নিলেন। এইসব দেশত্যাগী মানুষদের বাঁচানোর লক্ষ্যে সেই সময়ের মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের শিল্প সমৃদ্ধ পশ্চিমবঙ্গ গড়ার পরিকল্পনায় স্থাপিত হলো দুর্গাপুর ইস্পাতনগরী, চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন কারখানা, বাসস্থানের জন্য তৈরি হলো কল্যাণী উপনগরী, লেকটাউন, লবণ হ্রদনগর।

দুগ্ধ সরবরাহের জন্য তিনি গড়ে তুললেন হরিণঘাটা দুগ্ধ প্রকল্প। শিক্ষিত বেকার যুবকদের কাজের জন্য সৃষ্টি করলেন কলকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা প্রভৃতি। চিকিৎসার জন্য গড়ে তুললেন চিত্তরঞ্জন সেবাসদন, যাদবপুর টিবি হাসপাতাল, চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হাসপাতালের মতো প্রতিষ্ঠান। এছাড়া গঙ্গার দুইপাড়ে বিধান রায়ের শাসনের আগে এবং তাঁর শাসনে গড়ে উঠেছিল অসংখ্য শিল্প সংস্থা। সেইসব বিপুল শিল্পসম্ভারে পূর্ণ ভারতের অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গের বুকে গত শতকের ষাটের দশকে কমিউনিস্ট পার্টি নামক এক কালো হাতের ছায়া পড়তে শুরু করে। ধীরে ধীরে সেই কালো ছায়া সমগ্র পশ্চিমবঙ্গকে গ্রাস করে ১৯৭৭ সালে। তারপর শুরু হলো শুধু ধ্বংস আর ধ্বংস।

পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের কফিনে প্রথম পেরেক পোঁতা হয়েছিল ১৯৬৮ সালে কলকাতার রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে আয়োজিত অশোক কুমার নাইট-এ। সেই রাত্রে সেই অনুষ্ঠানে স্ত্রী-পুরুষ-সহ কয়েক হাজার দর্শক ছিল। কিন্তু সেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি পরিণত হয় বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি আর হুড়োহুড়িতে। সেই সুযোগে বহু নারীকে বিশৃঙ্খলার মধ্যে থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের পর হত্যা করে রবীন্দ্র সরোবরের ধারে ফেলে দেওয়া হয়। পরেরদিন তাদের মৃতদেহ পাওয়া যায় আর এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছিল সেই সমস্ত যুবতীদের ছেঁড়া শাড়ি আর অন্তর্বাস। মহান জ্যোতি বসু আর তার হার্মাদ গ্যাঙের এই গণধর্ষণ আর হত্যার স্বপক্ষে যুক্তি ছিল— 'the rise of the Proletariat against the bourgeoisie.' অর্থাৎ ধনী বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর উত্থান।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে হার্মাদদের

স্থানীয় প্লাইউড দেখে প্রতারিত হবেন না,
বাড়িতে নিয়ে আসুন
SAINIK 710
by CENTURYPLY®
আসল ওয়াটারপ্রুফ প্লাই
@₹122 /UNIT* (INCL. GST)
*UNIT= 929 SQ. CM. APPROX
LOCAL PLY
SAINIK 710
AFTER
1 HR
WATERPROOF TEST
AFTER
72 HRS
ফুটন্ত জল নিরোধক
পোকা ও উইপোকা প্রতিরোধী
১০ বছর ওয়ারেন্টী

গ্যাং বিড়লা গ্রুপের চেয়ারম্যান আদিত্য বিড়লাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে মারধর করে জামাকাপড় ছিঁড়ে ফেলে তাঁকে অর্ধনগ্ন করে তাঁর অফিস পর্যন্ত হেঁটে যেতে বাধ্য করে প্রকাশ্য রাস্তায়। আর তাঁর পিছনে ওরা হাসি-ঠাট্টা- তামাশা করতে থাকে। সেদিন সন্ধ্যার বিমানে আদিত্য বিড়লা বোম্বে ফিরে যান এবং হেডকোয়ার্টার সমেত সমস্ত দপ্তর ও বিনিয়োগ কলকাতা থেকে সরিয়ে নেন। তিনি আর কোনোদিন কলকাতায় আসেননি। একজন শিল্পপতির প্রতি শাসকের এরকম আচরণ দেখে জে কে গ্রুপ, থাপার গ্রুপ এবং আরও অনেকেই সেই একই সিদ্ধান্ত নেয়।

কমিউনিস্টরা শুধু রাজ্যের শিল্প ধ্বংস করেনি, এরা বিশ্বাস করে 'শত্রুর রক্তে হাত না রাঙালে বিপ্লবী হওয়া যায় না।' ফল? রাস্তার কাগজ কুড়ানি, ভুজিওয়ালা, ফেরিওয়ালা যাকে খুশি 'শ্রেণীশত্রু' বানিয়ে কুপিয়ে মারো। খুন করতে না পারলে তুমি 'দ্বিতীয় শ্রেণীর বিপ্লবী।'

উদাহরণ : ১. বীথি। ডিভোর্সি মহিলা। বাস থেকে নামতেই চারজন ক্যাডার টেনে নিয়ে গিয়ে রেললাইনের ধারে ভোজালি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে। রক্তে লাল হয়ে যায় রেললাইনের পাথর। তারপর পুকুরে অস্ত্র ধুয়ে নাচতে নাচতে বলে, 'বিরাট বিপ্লব হয়েছে'।

উদাহরণ : ২. হেমন্ত কুমার বসু। ৭৬ বছরের প্রবীণ নেতা। ১৯৭১-এর ২০ ফেব্রুয়ারি বিধান সরণির মোড়ে ছুরি দিয়ে কুপিয়ে, খুঁচিয়ে তাঁকে হত্যা করা হয়।

উদাহরণ : ৩. বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়কে প্রাণে বাঁচার জন্য শৌচাগারে লুকোতে হয়েছিল।

উদাহরণ : ৪. যাদবপুরের উপাচার্য গোপালচন্দ্র সেনকে কর্মজীবনের শেষ দিনে ক্যাম্পাসের ১০ মিটারের মধ্যে হত্যা করা হয়। কারণ তিনি পরীক্ষা বয়কট মানেননি।

সিপিএমের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ পরিবর্তন চেয়েছিলেন এবং পরিবর্তন এনে এক মুখোশধারী মহিলা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে রাজ্যের শাসনক্ষমতা তুলেও দিয়েছিলেন। কিন্তু সিপিএমের শিল্পধ্বংস কর্মসূচি যেখানে শেষ হয়েছিল, মমতা সেখান থেকেই পুনরায় শিল্পধ্বংস শুরু করেছিলেন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় আসার আগে থেকেই পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলোকে তাড়ানোর কাজ শুরু করেন। ইনফোসিস, উইপ্রো, জিন্দাল গ্রুপের মতো কোম্পানিও রেহাই পায়নি। শুধু জিন্দাল গ্রুপেই ১ লক্ষ চাকরির সংস্থান হতো। এছাড়া জেনব্যাক, পসকো, বহুদিনের পুরোনো টায়ার কোম্পানি 'ডানলপ'-কে ২০১২ সালে তাড়িয়ে ২৫ হাজার কর্মীর মুখের ভাত কেড়ে নেয় তৃণমূল সরকার। হাওড়া জেলার উত্তরপাড়ায় অবস্থিত ব্রিটিশ আমলের একমাত্র গাড়ি কারখানা হিন্দুস্থান মোটর্স কোম্পানি। যে কোম্পানি তৈরি করতো অ্যাম্বাস্যাডার গাড়ি। যা দেশের মন্ত্রীদের অত্যন্ত পছন্দের গাড়ি ছিল। সেই মোটর কারখানা মমতা ব্যানার্জির আমলে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। দীর্ঘদিনের পুরোনো আর এক জুতো কোম্পানি— 'বাটা'। সেই বাটা কোম্পানিও এই পোড়া রাজ্য থেকে অন্য কোম্পানির মতো তৃণমূলের তোলাবাজির অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে চলে গেছে অন্য রাজ্যে। কোনো কোম্পানি গিয়েছে ওড়িশায়, কেউ গিয়েছে হায়দরাবাদ, কেউ গিয়েছে তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক বা অন্য রাজ্যে।

সিঙ্গুর থেকে টাটা কোম্পানিকে তাড়ানোর ঘটনা তো সকলের মনে এখনও দগদগে ঘায়ের মতো হয়েই রয়েছে। টাটাকে তাড়ানোর পর ৯০ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হওয়া একটা কারখানা ডিনামাইট দিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়ে মমতা তার বিশ্বস্ত, প্রভুভক্ত স্তাবকবৃন্দকে সঙ্গে করে সেই সিঙ্গুরে ফোটো তুলতে গিয়ে কারখানার জমিতে সর্ষে ছিটিয়ে কৃষকদের চোখে সর্ষে ফুল দেখার ব্যবস্থা করেছিলেন। সেখানে কৃষকরা প্রকৃত অর্থেই এখন চোখে সর্ষে ফুল দেখছে। সেই টাটা কোম্পানি পশ্চিমবঙ্গ থেকে চলে গিয়ে গুজরাটের সানন্দে মহানন্দে মোটর কারখানা স্থাপন করেছে। টাটার সঙ্গে সঙ্গে সানন্দে আরও অনেক গাড়ি কোম্পানি তাদের কারখানা স্থাপন করে নিশ্চিন্তে ব্যবসা করছে এবং অজস্র শ্রমিকের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করছে। আর এই রাজ্যের শিক্ষিত, স্বল্প শিক্ষিত হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ তরুণ বুকে 'পরিযায়ী শ্রমিক' ট্যাগ লাগিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কাজের জন্য ছুটে যাচ্ছেন।

সব কিছুরই শেষ আছে বলে একটা কথা আছে। সেই অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পধ্বংস যজ্ঞের অবসানও হয়েছে। বঙ্গবাসী তাদের আসল শত্রুকে চিনতে পেরে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিয়েছেন। শুরু হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে নতুন শাসনকাল। মানুষ যেমন অনেক আশা নিয়ে তাঁকে ক্ষমতায় বসিয়েছেন, শুভেন্দুবাবুও তাঁর কাজের মধ্যে দিয়ে মানুষের মনে আশার সঞ্চার করছেন। তাঁর সেই আশার বাণী— 'শিল্পে ভরিয়ে দেব' যদি সঠিকভাবে রূপায়িত করতে পারেন, তাহলে রাজ্যের মানুষের কাছে এর চেয়ে বড়ো প্রাপ্তি আর কিছু হবে না। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী যে সেটা করতে পারবেন, তা একশো দিনের শাসনেই পরিষ্কার হয়েছে। ■

নতুন সরকারের প্রথম ১০০ দিনে মহিলা কল্যাণ, অনুদান ও সুরক্ষা

দেবযানী ভট্টাচার্য

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি পরিচালিত সরকারের ১০০ দিন সম্পূর্ণ হওয়ার প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর একটি বক্তব্য স্মরণে এলো, ''সদিচ্ছা-প্রসূত সুশাসনই আমাদের সরকারের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সততার সঙ্গে তা বাস্তবায়ন করাই আমাদের মূল লক্ষ্য ও অঙ্গীকার।'' গত একশো দিনে বিজেপি নেতৃত্বাধীন পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই সুশাসনের সূচনা করেছে।''

এরাজ্যে মহিলা কল্যাণের ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হলো নারী সুরক্ষার নিশ্চিতকরণ। এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় পাশ হওয়া গুন্ডাদমন আইনটি পরোক্ষে অত্যন্ত কার্যকরী একটি আইন। এই আইনের অস্তিত্বই যে নারীসুরক্ষার জন্য আবশ্যক ও রাজ্যজোড়া গুন্ডামির বিরুদ্ধে একখানি অ্যান্টিডোট সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। উপরন্তু, মহালয়ার দিন পশ্চিমবঙ্গ সরকার চালু করতে চলেছে নারী সুরক্ষার কেন্দ্রীয় হেল্পলাইন নম্বর ১১২। দাবি করা হচ্ছে যে প্রতিটি থানায় খোলা হচ্ছে মহিলাদের অভিযোগের ডেস্ক এবং প্রতিটি মহকুমায় থাকতে চলেছে কমপক্ষে একটি মহিলা থানা। পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যের মোট ৬৫০টি থানার জন্য থানাপিছু কিনতে চলেছে আপাতত একটি করে গাড়ি যাতে মহিলাদের প্রতি অপরাধের অভিযোগমাত্রই পুলিশ অকুস্থলে পৌঁছতে পারে মিনিট ছয়েকের মধ্যে। গাড়ি ক্রয় খাতে পশ্চিমবঙ্গের এবছরের বাজেটে বরাদ্দ হয়েছে ১০০ কোটি টাকা এবং ভবিষ্যতে গাড়ির সংখ্যা আরও বাড়বে বলে ইঙ্গিত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মহিলা পুলিশ বাহিনী নিয়ে গঠিত 'দুর্গা সুরক্ষা স্কোয়াড' নারীসুরক্ষা হেতু রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে করবে নিয়মিত টহলদারি এবং মাতঙ্গিনী হাজরা ও রানি শিরোমণির নামে রাজ্য পুলিশের রিজার্ভ ফোর্সে থাকবে দু'টি মহিলা ব্যাটালিয়ন। সরকারের এহেন পরিকল্পিত পদক্ষেপগুলির সফল রূপায়ণ হলে মহিলাদের প্রতি অপরাধের সংখ্যা কমবে এবং পশ্চিমবঙ্গের নারী সুরক্ষার চিত্রটি বদলাবে এমন আশা রাখাই যায়।

মহিলা কল্যাণের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অপর একটি তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ হলো দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে কর্মরত মহিলাদের গর্ভাবস্থায় ও প্রসবের পর দৈনিক মজুরি-বন্ধের ক্ষতির পূরণার্থে এবং মা ও শিশুর সুস্বাস্থ্য ও পুষ্টিকর খাদ্যের জন্য মহিলা পিছু ২১ হাজার টাকা বরাদ্দ করা। এই খাতে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে মায়েরা পেয়ে থাকেন 'প্রধানমন্ত্রী মাতৃবন্দনা যোজনা' বাবদ ৫০০০ টাকা। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই আর্থিক সহায়তাকে বাড়িয়ে করতে চলেছে ২১ হাজার টাকা এবং সেইসঙ্গে গর্ভবতী মায়েদের দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ছ'টি পুষ্টি উপাদানের সরঞ্জাম। এর ফলে দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে কর্মরত মহিলাদের মধ্যে প্রজনন হারের বৃদ্ধি ঘটবে এমন

আশা রাখা অযৌক্তিক নয়, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের জন্মহার যেখানে অসম্ভব হ্রাস পেয়ে হয়েছে ১.৩ শতাংশ। রাজ্যের ডেমোগ্রাফিক ভারসাম্যের পুনস্থাপনায় এহেন পদক্ষেপ উপযোগী হবে বলে মনে হয়। অপর একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হলো কর্মরতা মায়েদের সুবিধার্থে এবং রাজ্যের শ্রমশক্তিতে মহিলাদের যোগদান বৃদ্ধি করতে। অঙ্গনওয়াড়ি ও কিছু ক্রেশের যৌথ উদ্যোগে ‘পালনা’ নামক একটি শিশুপ্রতিপালন উদ্যোগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিতে চলেছে বলে জানা গিয়েছে। ‘পালনা’ হতে চলেছে শিশুদের ক্রেশ যেখানে সুরক্ষিত ব্যবস্থার মধ্যে শিশুরা থাকবে দিনের বেলায় (মা যখন কর্মস্থলে), পাবে পুষ্টিকর খাদ্য এবং ঘটবে তাদের বৌদ্ধিক বিকাশ। এটি মহিলা কল্যাণের একটি অত্যুৎকৃষ্ট পদক্ষেপ।

মহিলা কল্যাণের প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রে গভর্ন্যান্সের পশ্চাতে উদ্দেশ্যের সততা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশের সুযোগ অদ্যাবধি নেই যদিও ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’র গ্রহীতা হওয়ার জন্য যোগ্যতার মাপকাঠি স্থির করার বিষয়টি বহু মানুষেরই পছন্দ হয়নি। এ রাজ্যের মানুষ দীর্ঘ পনেরো বছর যাবৎ নির্বিচারে সরকারি অর্থের নয়ছয় দেখে অভ্যস্ত। ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’-এর নামে প্রথমে মাথাপিছু ৫০০ টাকা, পরে ১০০০ টাকা এবং তারও পরে বিধানসভা নির্বাচনের পূর্বে মাত্র ২ মাস যাবৎ ১৫০০ টাকা করে সরকার বিতরণ করেছিল শুধু মহিলাদের নয়, পুরুষদেরও এবং এমনকী মৃত মানুষদেরও। জনকোষের এহেন তছরুপের রাজ্যে মাসে তিন হাজার টাকা পাওয়ার জন্য যোগ্যতার মাপকাঠি স্থিরীকৃত হওয়ার বিষয়টি নিয়ে জনমনে যে অসন্তোষ থাকবে তা অপ্রত্যাশিত ছিল না। কিন্তু ধীরে ধীরে পশ্চিমবঙ্গের মানুষও নিশ্চয়ই উপলব্ধি করবেন যে ভাতার যোগ্যতামান থাকা আদতে জনস্বার্থেই আবশ্যক।

অন্নপূর্ণা যোজনা কার্যকর হওয়ার পূর্বে যে বিস্তারিত ফর্ম রাজ্যের মহিলাদেরকে পূরণ করতে হয়েছে তা রাজ্যের প্রশাসনিক সততার পরিচায়ক বলেই ধরতে হবে, যদিও দীর্ঘ ফর্ম পূরণ নিয়ে মহিলাদের হেনস্থা করার অভিযোগও এ রাজ্যে কম ওঠেনি। তথাপি এ কথা বলতেই হবে যে আবেদনকারী মহিলাদের সমস্ত তথ্য ব্যতীতই যদি অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা সরকার বিতরণ করত, তাহলেই বরং প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সততা এবং সরকারের ফিসক্যাল ডিসিপ্লিন বা আর্থিক অনুশাসন সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক হতো। জনকোষের অর্থের ব্যয় সম্পর্কে সততার সঙ্গে বাস্তবায়ন নীতির পালন জনস্বার্থেই অনিবার্য।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী অবশ্য থেমে থাকেননি। নিজের দলের মহিলা মোর্চার সদস্যদের তিনি নির্দেশ দিয়েছেন অন্নপূর্ণা যোজনার প্রাপকদের ঘরে ঘরে গিয়ে তাঁদের প্রকৃত আর্থ-সামাজিক অবস্থানের মূল্যায়ন করতে এবং কোনো ক্ষেত্রে যদি মনে হয় যে যোজনাপ্রাপ্তি ঘটেছে কোনো অযোগ্য ব্যক্তির, সেক্ষেত্রে সরকার তা সংশোধন করবে এবং তাঁর প্রাপ্য অর্থ প্রদান করবে কোনো প্রকৃত যোগ্য আবেদনকারীকে যাঁর আবেদন অদ্যাবধি রয়েছে সরকারি নির্ণয়াধীন অবস্থায়। লেজিসলেটরদের দ্বারা এক্সিকিউটিভ কার্যাবলীর পুনর্যাচাইকরণের এই পদক্ষেপকেও সঠিক সুশাসনের উদাহরণ হিসেবেই চিহ্নিত করতে হবে।

মহিলা সশক্তিকরণের জন্য কেবলমাত্র ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’ নয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার চালু রেখেছে অন্য সেই সকল যোজনাও যা চলে আসছিল তৃণমূল আমল থেকেই। ‘কন্যাশ্রী’ প্রকল্পের বর্তমান নামকরণ করা হয়েছে ‘কন্যারত্ন’ যে প্রকল্পের অধীনে ১৩ থেকে ১৮ বছর বয়সের

ছাত্রীরা পান বছরে ১০০০ টাকার সরকারি বৃত্তি।

গত ১৪ আগস্ট ‘কন্যারত্ন’ দিবসে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী ২০২৭ থেকে বৃত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে হবে ২০০০ টাকা। বিজেপি পরিচালিত সরকারের ১০০ দিন উপলক্ষ্যে গত ১৪ আগস্ট পালিত হয়েছে ‘কন্যারত্ন দিবস’। যে দিবসে রাজ্যের ১০ লক্ষ ৭৭ হাজার ছাত্রীর অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়েছে মোট ৪১৮ কোটি টাকা—যাদের মধ্যে ৯ লক্ষ ৪৮ হাজার ছাত্রী পেয়েছেন ১০০০ টাকা করে আর ১ লক্ষ ২৯ হাজার ছাত্রীর অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়েছে এককালীন ২৫ হাজার টাকা।

এতদ্ব্যতীত, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ‘কন্যারত্ন’-এর অংশ হিসেবে এ রাজ্যে রূপায়িত হতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকারের ‘বেটি বঁচাও বেটি পড়াও’ যোজনাও যার মাধ্যমে কন্যাসন্তানদের উৎসাহিত করা হবে শিক্ষায়, স্কুলছুট না হওয়ায়, ঋতুস্রাবকালীন সময়ে স্বাস্থ্যবিধি ও পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে, লিঙ্গবৈষম্য দূরীকরণে এবং গৃহের পরিবর্তে কোনো প্রসব প্রতিষ্ঠানে সন্তানপ্রসবে মায়েদের উদ্বুদ্ধ করায়। এহেন প্রকল্পের যথাযথ রূপায়ণ অবশ্যই কন্যাদের জন্য সুফলদায়ী যদি প্রধানমন্ত্রীর সততার সঙ্গে বাস্তবায়নের বার্তাটি লেটার অ্যান্ড স্পিরিটে অনুসরণ করা হয়।

উপরন্তু, এই দিনে মহিলাদের সহায়তার জন্য চালু হয়েছে একটি হেল্পলাইন নম্বর ১৮১। নানা সরকারি প্রকল্পের খুঁটিনাটি জানতে এবং রাস্তাঘাটে প্রয়োজনে কোনো জরুরি পরিষেবা পেতেও কাজে আসার কথা এই ১৮১ হেল্পলাইন নম্বরটির। উদ্যোগের সাধুতা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই কিন্তু এই জাতীয় হেল্পলাইন এ রাজ্যে কতখানি দায়বদ্ধতার সঙ্গে কাজ করবে, সে বিষয়টি আজও পরীক্ষিত নয়।

আগামী বছরকে নির্ধারণ করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ১ লক্ষ পদে নিয়োগের বছর হিসেবে এবং কর্মক্ষেত্রে মহিলা সংরক্ষণকে নিশ্চিত করতে তন্মধ্যে ৩৩ হাজার চাকরি মহিলাদেরকে দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। উপরন্তু, পশ্চিমবঙ্গের বাজেটে অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত রেখেছেন স্নাতক স্তরের শিক্ষায় সরকারি ও সরকারি অনুদান প্রাপ্ত কলেজে ভর্তি হওয়ার কালে অবিবাহিত কন্যাদের এককালীন ৫০ হাজার টাকা অনুদান দেওয়ার ব্যবস্থা। নাবালিকা বিবাহ রোধ করতে এবং মেয়েদের মধ্যে উচ্চশিক্ষার প্রসারার্থে এই প্রকার কল্যাণ-অনুদানের বন্দোবস্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার করেছে।

এতদ্ব্যতীত যে নারীরা পেতেন অন্য কোনো প্রকার ভাতা যথা বিধবা ভাতা বা বার্ধক্য ভাতা, অন্নপূর্ণা যোজনার ভাতার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে সেই সকল ভাতাকেই অনেকখানি বাড়িয়ে করা হয়েছে মাথাপিছু ৩০০০ টাকা। উপরন্তু, আশা কর্মীদের মাসিক ভাতা ৫০০০ টাকা বৃদ্ধি করে ৬,২৫০ টাকা থেকে করা হয়েছে ১১,২৫০ টাকা এবং অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের মাসিক সম্মানভাতা ৫০০০ টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৯০০০ টাকা থেকে হয়েছে ১৪০০০ টাকা এবং অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকারা পেতে চলেছেন ৬,৮০০ টাকার পরিবর্তে মাসিক ১১,৮০০ টাকা। এই প্রকার মাসিক সম্মানভাতা বৃদ্ধির ফলে আশা কর্মী ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা অন্নপূর্ণা যোজনার গ্রহীতা হওয়ার যোগ্যতা মানের বাইরে বেরিয়ে গিয়েছেন। ফলে আশা কর্মীদের একাংশ হয়ে পড়েছিলেন ক্ষুব্ধ। যদিও তৃণমূলের সময় মাসিক সম্মানভাতা ও ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’-এর সম্মিলিত উপার্জন অপেক্ষাও বর্তমানে তাঁদের মাসিক সম্মানভাতা হয়েছে আগের চাইতে ৩,৫০০ টাকা অধিক (আগে পেতেন মাসিক ভাতা হিসেবে ৬,২৫০ টাকা এবং লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ১৫০০ টাকা মিলিয়ে মোট ৭,৭৫০ টাকা আর বর্তমানে হয়েছে শুধু মাসিক ভাতা হিসেবে মোট ১১,২৫০ টাকা। অর্থাৎ বৃদ্ধি ১১,২৫০ — ৭,৭৫০ = ৩,৫০০ টাকা)। তৎসত্ত্বেও কিছু আশাকর্মী জড়ো হয়েছিলেন আয়ুষ্মান ভারতের কেওয়াইসি’র ফর্ম পূরণের কাজ না করার দাবি নিয়ে যদিও সেই দাবি জনসমর্থন পায়নি একেবারেই। নতুন সরকার পশ্চিমবঙ্গের নারীদের সকল অংশকেই দিয়েছে কোনো না কোনো প্রকার অনুদান যা কিনা পূর্ববর্তী বিধানসভার কার্যকালে (তৃণমূল আমলে) প্রাপ্ত অনুদান অপেক্ষা অনেকখানি বেশি। এছাড়াও রয়েছে সরকারি বাসে মহিলাদের জন্য বিনামূল্যের পরিবহণের ব্যবস্থা। যদিও বহু মহিলা এহেন বিনামূল্যের পরিষেবা গ্রহণে রাজি হননি। ফলে বর্তমানে এহেন পরিষেবাটি চালু রয়েছে কেবলমাত্র ইচ্ছুক মহিলাদের জন্য। যাঁরা বিনামূল্যে ভ্রমণ করতে চাইবেন, সরকারি বাসে তাঁদের ভ্রমণে দেওয়া হবে জিরো ভ্যালুর টিকিট। এই খাতে এ বছরে সরকারের বরাদ্দ রয়েছে ৫৫০ কোটি টাকা। অন্যদিকে থাকছে ভাড়া দিয়ে চড়তে পারার স্বাধীনতাও। অর্থাৎ মহিলা হওয়ার কারণে বিনে পয়সায় পরিষেবা নিতে কাউকে বাধ্যও সরকার এক্ষেত্রে করছে না।

কল্যাণমূলক অনুদান প্রদানের পাশাপাশি মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য রাজ্যের মহিলাদের মধ্যে উৎপাদনমূলক কর্মসংস্কৃতির প্রচার, সন্তান প্রতিপালনে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে মায়েদের উপযুক্ত, দক্ষ ও শিক্ষিত হয়ে ওঠার উপর জোর দেওয়াও সরকারের জন্য আবশ্যক। কারণ নব্যযুব প্রজন্মের এক অংশকে প্রতিবাদের নামে যে জঘন্য গালিগালাজ করতে গোটা ভারতবর্ষ সাম্প্রতিক অতীতে শুনল, তার পশ্চাতে শৈশব থেকে তাদের সঠিক পারিবারিক প্রতিপালনের অভাব ও মা-বাবার নিজেদের জীবনের অবক্ষয়িত মূল্যবোধ ও নীতিহীনতাই মূল কারণ বলে প্রতিভাত হয়েছে। অতএব অনুদান গ্রহণের পর কোনো নারী সেই অনুদানকে কীভাবে ব্যবহার করছেন সেই তথ্য সংগ্রহের একটি পরিকল্পনা ও প্রক্রিয়াও পশ্চিমবঙ্গ সরকার তৈরি করলে এই সকল অনুদানের চূড়ান্ত ফলাফল কেমন হলো তার পরিমাপ করতে ও নিজেদের কাজের মূল্যায়ন করতে ভবিষ্যতে সরকারের সুবিধা হবে। অনুদান উত্তম। কিন্তু অনুদানের অর্থের ব্যয়ের প্যাটার্নের উপর নজর রাখাও সরকারের উচিত বলে মনে হয়। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি পরিচালিত সরকারের প্রথম ১০০ দিনের সারসংক্ষেপ করলে দেখা যায় যে সদিচ্ছা-প্রসূত সুশাসন প্রশ্নাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে, যদিও ‘সততার সঙ্গে বাস্তবায়ন’ নিঃসন্দেহে প্রমাণ করতে এখনও সরকারকে চলতে হবে বেশ কিছুটা পথ। অবশ্য তা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করার জন্য ১০০ দিনের সময়কালটি আদৌ যথেষ্ট নয়। ■

পশ্চিমবঙ্গের নতুন সরকারের ১০০ দিন

রাজ্যবাসীর ভরসা পূরণের সূচনা ঃ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী

যোগ্য রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও সংকল্পপত্রে আস্থা-ভরসা ব্যক্ত করে, বিপুল প্রত্যাশা- সহ ভারতীয় জনতা পার্টিকে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন করেছে রাজ্যবাসী। গত ৯ মে মুখ্যমন্ত্রী-সহ রাজ্য মন্ত্রীসভার শপথগ্রহণের মধ্য দিয়ে পথচলা শুরু হওয়ার পর গত ১৭ আগস্ট ১০০ দিন পূর্ণ করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি পরিচালিত পশ্চিমবঙ্গ সরকার। নবনির্বাচিত রাজ্য সরকার কাজ শুরু করার ১০০ দিন পর রাজ্যবাসীর প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যে কতখানি এগোতে সক্ষম হয়েছে; এরাজ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নযজ্ঞ-সহ রাজ্যকে ঢেলে সাজাতে আগামীদিনে রাজ্য সরকারের কী পরিকল্পনা— গত ১৯ আগস্ট জাতীয়তাবাদী সংবাদ সাপ্তাহিক ‘স্বস্তিকা’র প্রতিনিধি সুকেশচন্দ্র মণ্ডল ও অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায়কে সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে সেই বিষয়গুলি উপস্থাপন করলেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়।

সাফল্যের সঙ্গে নবনির্বাচিত সরকারের ১০০ দিন পূরণ উপলক্ষ্যে আপনাকে জাতীয়তাবাদী অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। আজ অনেক দশক পর পশ্চিমবঙ্গবাসী প্রকৃত ‘পরিবর্তন’-এর অনুভূতি লাভ করেছে। এরাজ্যকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নবনির্বাচিত সরকারের পরিকল্পনা এবং তা কার্যকর করার বিষয়ে যদি আলোকপাত করেন।

—গণতন্ত্রের মহোৎসবের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে এবার ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আদর্শে পরিচালিত, রাষ্ট্রবাদী সরকার স্থাপিত হয়েছে ৯ মে, ২০২৬। ভারতীয় জনতা পার্টি পরিচালিত এবং প্রকৃতপক্ষে ডবল ইঞ্জিন এই সরকার ১০০ দিন অতিক্রান্ত করেছে এবং রাষ্ট্রবাদী ভাবধারার প্রচারক হিসাবে যে পত্রিকা পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেক দেশপ্রেমিক নাগরিকের হৃদয়ে রয়েছে, সেই জাতীয়তাবাদী সংবাদ সাপ্তাহিক ‘স্বস্তিকা’— তারা আমার কিছু বাক্য, কিছু শব্দ এই ১০০ দিন পূরণ উপলক্ষ্যে প্রকাশ করছে জেনে অত্যন্ত আনন্দিত বোধ করছি। এই ১০০ দিনের সময়কালে আমরা সংকল্পপত্র সম্পূর্ণ পূরণ করেছি, পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রীর মতো ২০০ শতাংশ কাজ হয়ে গিয়েছে, সবকিছু পাল্টে গিয়েছে— এই ধরনের অতিশয়োক্তি করব না। আমরা যেটা মনে করি--- সামগ্রিকভাবে যে লক্ষ্য, যে উদ্দেশ্য নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের জনগণ পরিবর্তন এনেছেন, সেই ‘পরিবর্তন’ সাধনের লক্ষ্যে এই সরকার সংকল্পবদ্ধ। সেই উদ্দেশ্যে আমরা প্রধানত চারটি বিন্দুতে গুরুত্ব দিয়েছি।

রাজ্যে পরিবর্তনের সরকার প্রতিষ্ঠার পর সরকারি কাজের

ফঃ ৫

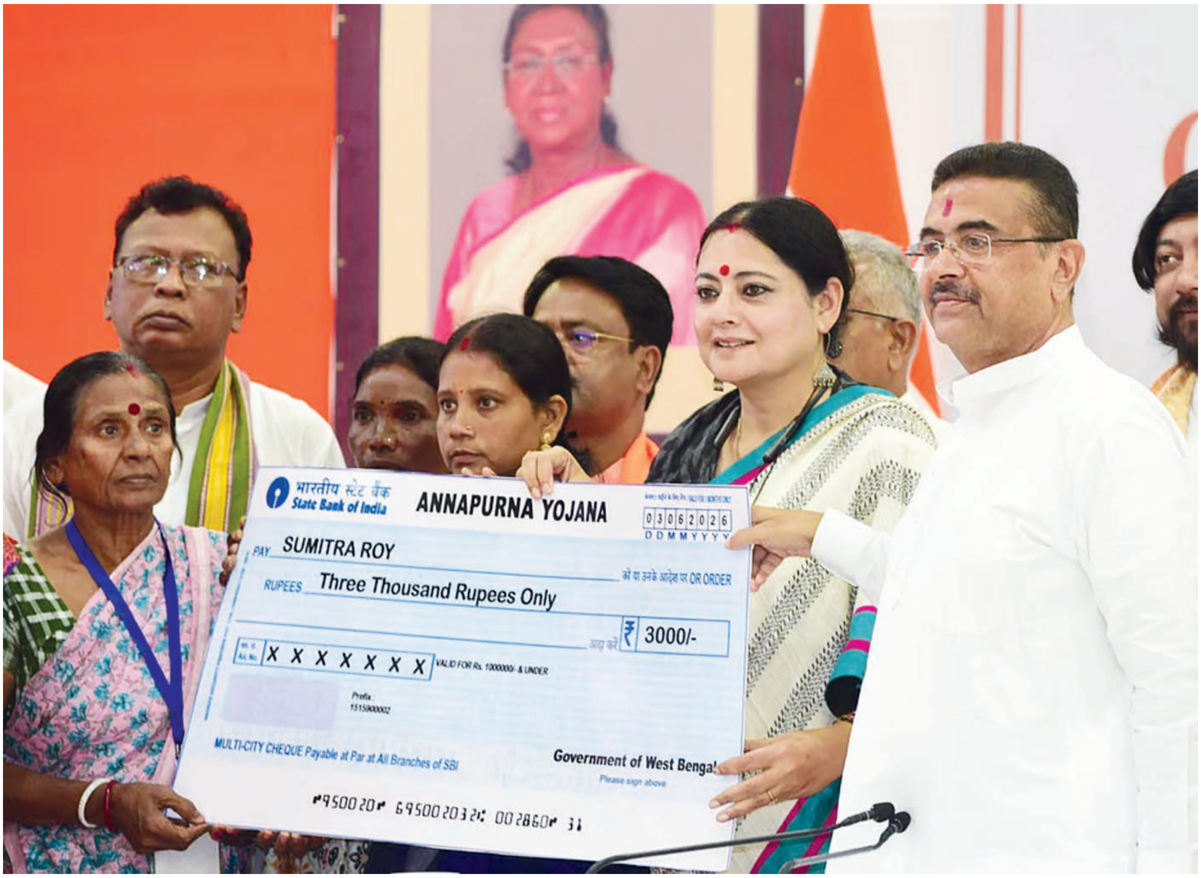

অন্নপূর্ণা যোজনা প্রকল্পের চেক প্রাপকের হাতে তুলে দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী।

অগ্রাধিকার তালিকায় কী কী বিষয় রয়েছে?

—যে বিষয়গুলিকে রাজ্য সরকার বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করছে এবং সেই বিষয়গুলি বাস্তবায়নে সরকার বদ্ধপরিকর তার প্রথম বিন্দু হচ্ছে দেশের সুরক্ষা, অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা, পশ্চিমবঙ্গের অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী হওয়ার কারণে আমাদের সীমান্তকে সুরক্ষিত করা। ইতিমধ্যে এই অল্প সময়ে আমরা ২৪১ কিলোমিটার সীমান্তের জমি বিএসএফ-কে হস্তান্তর করেছি। আরও ৫৪ কিলোমিটার জমি হস্তান্তরের লক্ষ্যে সরকারি প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে, কয়েকদিনের মধ্যেই দিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে। এর ফলে এরাজ্যের যে জনবিন্যাস বদলে যাচ্ছিল, ডেমোগ্রাফিক চেঞ্জ, লাভ জেহাদ, ল্যান্ড জেহাদ, বলপূর্বক ধর্মান্তরণ, নারী ও শিশুকন্যাদের ওপর অত্যাচার ও মজহবি জেহাদ— এই জায়গা থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদেরকে রোখার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এর সঙ্গে যুক্ত করতে চাই যে— আগের সরকার অনুপ্রবেশকারীদের গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠাতো, তারা সরকারি পয়সায় জেলের ভিতরে বছরের পর বছর থাকতো, আনন্দ করত, খেতো, পরতো, ওষুধপত্র সবই পেত। এরাজ্যের নবনির্বাচিত সরকার ভারত সরকার প্রণীত আইনকে মর্যাদা দিয়ে তাদের ধরে ১২টি হোল্ডিং স্টেশনে রাখার ব্যবস্থা করেছে এবং বাংলাদেশি নাগরিক পরিচয় সুনিশ্চিত করে তাদের বিজিবি-র হাতে হস্তান্তর করার প্রক্রিয়া চালাচ্ছে। ইতিমধ্যে এমন কয়েক হাজার জনকে বাংলাদেশ নিতে বাধ্য হয়েছে, কারণ তারা বাংলাদেশি নাগরিক এবং এদেশে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী। এর সঙ্গে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার লক্ষ্যে গুন্ডা দমন আইন প্রণয়ন; নারী সুরক্ষা, কন্যা সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ, বারুইপুরের মতো মর্মান্তিক ঘটনার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ— এর মধ্য দিয়ে রাজ্যে শাসকের আইন নয়, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা রাজ্য সরকারের লক্ষ্য। নারী সুরক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিটি থানায় মহিলা হেল্প ডেস্ক, প্রতিটি কমিশনারেট এবং জেলা পুলিশে দুর্গা স্কোয়াড বানানো, কিছুদিনের মধ্যেই মাতঙ্গিনী হাজরা ও রানি রাসমণির নামে দু'টি মহিলা পুলিশ ব্যাটেলিয়ন তৈরি আমাদের লক্ষ্যের মধ্যে রয়েছে।

রাজ্য সরকারের অগ্রাধিকার তালিকায় দ্বিতীয় বিষয়টি কী?

—দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে— জাতীয় বা সাংবিধানিক কর্তব্য। বর্তমান রাজ্য সরকার পশ্চিমবঙ্গে ভারত সরকারের সমস্ত আইন গ্রহণ করেছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোতে এটা খুবই বাধ্যতামূলক। নিয়মানুযায়ী, প্রত্যেকটা রাজ্য ভারতীয় সংবিধান মেনে চলবে এবং দেশের স্বার্থে যেসব সিদ্ধান্ত নেওয়ার নেবে। ১৬ মে, ২০২৫ মাননীয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-জী পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এরাজ্যে সেন্সাস বা জনগণনা শুরু করার বিষয়টি জানিয়ে চিঠি লেখা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার তার প্রত্যুত্তর দেয়নি। জনগণনার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ শুরু করতে দেয়নি পূর্বতন সরকার। আমরা এ কাজ গত ১ আগস্ট থেকে শুরু করেছি এবং সেল্ফ-ইনিউমারেশনের ক্ষেত্রে ‘পশ্চিমবঙ্গ’ ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম হয়েছে। এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা বা বিএনএস। ব্রিটিশ প্রণীত আইপিসি, সিআরপিসি ২০২৪ সালেই পরিবর্তন হয়ে গিয়ে ‘বিএনএস’ ও ‘বিএনএসএস’ হয়ে গিয়েছে। গোটা দেশে বিএনএস কার্যকর থাকলেও পশ্চিমবঙ্গে বিএনএস কার্যকর হয়নি। ভারতীয় জনতা পার্টি পরিচালিত পশ্চিমবঙ্গ সরকার এরাজ্যে বিএনএস কার্যকর করেছে এবং ব্রিটিশের সিআরপিসি, আইপিসি আইনের বদল ঘটিয়ে জাতীয় কর্তব্য পালন করেছে। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে চাওয়া যত তথ্য এতদিন পেন্ডিং ছিল— অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা, বাল্য বিবাহের সংখ্যা, নারী পাচার ও শিশু পাচারের ক্ষেত্রে সংখ্যা এবং মহিলাদের ওপর নানা ধরনের শারীরিক অত্যাচার— সেসবের যে ডেটা ভারত সরকার স্বীকৃত মহিলা ও শিশু কমিশন, মাইনরিটি কমিশন, শিডিউলড্ কাস্ট কমিশন, শিডিউলড্ ট্রাইব কমিশন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পক্ষ থেকে চাওয়া হয়েছিল— তাদেরকে সেই সমস্ত তথ্য প্রদানের কাজ এই সময়কালে রাজ্য সরকার করেছে।

> একটি সরকারের প্রথম ১০০ দিন কেবল সময়ের হিসাব নয়, এটি মানুষের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের প্রথম পরীক্ষা। পশ্চিমবঙ্গে আমাদের সরকারের প্রথম ১০০ দিনে আমরার সেই পরীক্ষায় প্রশাসনকে মানুষের আরও কাছে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি উন্নয়নের একটি সমন্বিত দিশা দেওয়ার চেষ্টা করছি।
>
> —ড. কল্যাণ চক্রবর্তী
> বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী
> প: ব: সরকার

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত তৃতীয় বিষয়টি সম্পর্কে যদি একটু বলেন।

—তৃতীয় উল্লেখযোগ্য যে বিষয়টি আমাদের লক্ষ্য ছিল তা হলো ভারত সরকারের সমস্ত সামাজিক সুরক্ষা যোজনা ও জনকল্যাণমূলক প্রকল্প পশ্চিমবঙ্গে চালু করা। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প এবং এই প্রকল্পের অধীনে দরিদ্র মানুষদের পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ফ্রী চিকিৎসা। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, গোটা ভারতবর্ষে ৩৮ হাজার প্রাইভেট ও সরকারি হাসপাতালে পশ্চিমবঙ্গবাসীরা এর সুযোগ পাবেন। পরিযায়ী শ্রমিকরা এই প্রকল্পের মাধ্যমে উপকৃত হবেন। যেহেতু ‘আয়ুষ্মান ভারত’-এর সুবিধা এরাজ্যের ৬ কোটির মতো মানুষ পাচ্ছেন, আমরা হিসাব করে দেখেছিলাম যে, আরও ২ কোটির মতো মানুষ তাঁরা সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা চান। তাই এমন ৮০ লক্ষ পরিবারকে ‘মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিমা যোজনা’র আওতায় এনেছে রাজ্য সরকার, যাতে তারা ‘আয়ুষ্মান ভারত’-এর সমান সুযোগ ভারতবর্ষব্যাপী পায় এবং পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্যাশলেস, পেপারলেস ফ্রী চিকিৎসার সুযোগ পায়।

প্রধানমন্ত্রী সূর্যঘর, জল জীবন মিশন, বিশ্বকর্মা যোজনা, উজ্জ্বলা যোজনা ৩.০, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা এবং গ্রামাঞ্চলের মানুষদের জন্য বছরে ১২৫ দিনের কাজ সুনিশ্চিত করতে ‘বিকশিত ভারত— গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ)’— এই প্রকল্পগুলি এরাজ্যে কার্যকর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ আমরা নিয়েছি এবং প্রধানমন্ত্রী ক্রপ ইনশিওরেন্স বা প্রধানমন্ত্রী ফসলবিমা যোজনাতে যুক্ত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। এরাজ্যের চারটি কৃষিপ্রধান জেলা ভারত সরকারের ‘ধনধান্য কর্মসূচি’তে যুক্ত হয়েছে এবং বেশ কয়েকটি জেলা ‘প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঁচাই কর্মসূচি’তে যুক্ত হয়েছে যেখানে সেচের ব্যবস্থাকে আরও উন্নত

ও গতিশীল করার ক্ষেত্রে আমরা কাজ করব।

রাজ্য সরকারের অগ্রাধিকার-ভিত্তিক কর্মসূচির অন্তর্গত চতুর্থ বিষয়টি কী?

—রাজ্য সরকারের কাছে চতুর্থ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—জনকল্যাণমূলক কাজ। এই জনকল্যাণমূলক কাজে জোর দেওয়ার ক্ষেত্রে এই সময়কালে আমরা কলকাতার ২ লক্ষ ৪৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে ইসকনের দ্বারা শুদ্ধ ও উন্নত মানের পুষ্টিকর খাদ্য বিতরণ শুরু করেছি। ইসকন যেহেতু সাত্ত্বিক আহার পরিবেশন করে থাকে, সেই কারণে অভিভাবকদের আবেদনকে মর্যাদা রেখে ছাত্র-ছাত্রীদের আহারে আলাদা করে দু'দিন ডিম দেওয়ার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। একটা ন্যারেটিভ প্রচার করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস যে এরাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি ক্ষমতাসীন হলে বাঙ্গালির মাছ খাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। তাদেরও মুখের ওপর জবাব দেওয়া হয়েছে। পাঁচ টাকায় খাবার পরিবেশনকারী যে ক্যান্টিন চালু ছিল রাজ্য সরকারের, যার পূর্বতন নাম 'মা ক্যান্টিন'— তার নাম খানিকটা বদল করে 'মা আহার' নামকরণ করা হয়েছে। খাবারের দাম পাঁচ টাকাই রয়েছে। এই ক্যান্টিনের মাধ্যমে সপ্তাহে দু'দিন সকলকে মাছ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মৎস্যপ্রিয় বাঙ্গালির সঙ্গে যাতে এরাজ্যের প্রান্তিক মানুষও পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবে মাছ পান সেই জন্য সপ্তাহে দু'দিন তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই খাতে রাজ্য সরকারের অতিরিক্ত ১৩৪ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। সরকারি বাস ডব্লুবিটিসি, এনবিএসটিসি, এসবিএসটিসি-তে মহিলাদের জন্য জিরো ভ্যালু টিকিট চালু করে আমরা সংকল্পপত্রের প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছি। এই খাতে অতিরিক্ত ৫০০ কোটি টাকা রাজ্য সরকারের খরচ হচ্ছে। ফ্রী-তে সরকারি বাসে যাতায়াতের অপশন সব মহিলাদের জন্য। অনেক কর্মরতা মহিলা নিজেরা ভাড়া দিয়ে চলতে চান। তাঁদের এই সেন্টিমেন্টকে মর্যাদা দিয়ে 'পিঙ্ক কার্ড' আনতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। যে মহিলারা বা ছাত্রীরা ফ্রী-তে সরকারি বাস avail করতে চান তাঁরা এই পিঙ্ক কার্ড সংগ্রহ করবেন।

এইভাবে অনেকগুলি ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিয়েছে নবনির্বাচিত সরকার। শিক্ষাক্ষেত্রে 'জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০' গ্রহণ করা, প্রায় ৮০০ বিদ্যালয়কে 'পিএম শ্রী' (পিএম স্কুলস্ ফর রাইজিং ইন্ডিয়া) যোজনার আওতায় এনে আধুনিক ক্লাসরুম তৈরি করা, নতুন সিলেবাস কমিটি তৈরি করা এবং শিক্ষাক্ষেত্রে আরও অনেকগুলো যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিচ্ছে, যাতে আগামীদিনে এরাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা ঠিকঠাক হয়। এর

ডানকুনিতে লক্ষ কোটি কারখানার ভূমিপূজন।

> ১০০ দিন পূর্তি উপলক্ষ্যে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। সুশাসন, জনকল্যাণ ও দেশসেবার লক্ষ্যে যে নিরলস প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে তা আগামী দিনে আরও শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ হবে। 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্রয়াস'— এই মন্ত্রে এগিয়ে যাবে পশ্চিমবঙ্গের নতুন সরকার।
>
> —দুধকুমার মণ্ডল
> কৃষি মন্ত্রী, প: ব: সরকার

আগে রাজ্যের প্রাইমারি স্কুল স্তরে প্রতিটি মিড ডে মিলে ছাত্র-পিছু ৬ টাকা ৭৮ পয়সা সরকারি বরাদ্দ ছিল। কিন্তু উচ্চ প্রাইমারি ও স্কুলগুলিতে ১০ টাকা বরাদ্দ ছিল। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রাইমারি স্তরেও প্রতিটি মিড ডে মিলে ছাত্র-প্রতি ১০ টাকা বরাদ্দ করে দিয়েছে। আইসিডিএস প্রকল্পের অধীনে শিশুদের খাদ্যের জন্য বরাদ্দ ছিল ৮ টাকা। সেই বরাদ্দ বাড়িয়ে ১০ টাকা করা হয়েছে। গর্ভবতী মায়েদের খাদ্যের জন্য ১২ টাকা বরাদ্দ ছিল, সেটা ১৪ টাকা করা হয়েছে। হাসপাতালগুলিতে ডায়েটের ক্ষেত্রে তিন বেলা খাবারে মাত্র ৫৬ টাকা ৪০ পয়সা বরাদ্দ ছিল। গত ১ আগস্ট থেকে সেটা বাড়িয়ে করা হয়েছে ১১০ টাকা। এর বাইরেও বার্ধক্য, বিধবা ও দিব্যাঙ্গ ভাতার ক্ষেত্রে— গত ১ আগস্ট থেকে এই প্রকল্পগুলির সুবিধাপ্রাপকরা এক হাজারের বদলে ১৫০০ টাকা করে পেনশন পাচ্ছেন। এই মাস শেষ হলে সেপ্টেম্বর মাস থেকে তারা এটা পেয়ে যাবেন।

অবসরপ্রাপ্ত আইএএস আধিকারিক নবীন প্রকাশের নেতৃত্বে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের সপ্তম পে কমিশন গঠিত হয়েছে। বর্তমানে রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা ১৮ শতাংশ ডি.এ. পান। ডি.এ.-র ক্ষেত্রে কেন্দ্রের সঙ্গে এরাজ্যের পার্থক্য ছিল ৪২ শতাংশ। ২০ শতাংশ অর্থ আমরা রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের অক্টোবর মাসের বেতনে দিচ্ছি। বাকি রইল ২২ শতাংশ ডি.এ.। ১৮ শতাংশ ও ২০ শতাংশ মিলে মোট ৩৮ শতাংশ ডি.এ. রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা পেয়ে যাচ্ছেন। যে ২২ শতাংশ গ্যাপ থাকল, ধীরে ধীরে রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা ঠিক হলে সেই গ্যাপটাও আমরা মেক-আপ করব। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে পূর্বতন সরকার সরকারি কর্মচারী ও পেনশনারদের এরিয়ার ডি.এ. কিছুটা দিয়ে গিয়েছে; বর্তমান সরকার এসে তাঁদের ২০১৯ পর্যন্ত এরিয়ার ডি.এ.-র অনেকটাই পূরণ করে দিয়েছে। এই খাতে পূর্বতন সরকারের পর আরও প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকার মতো অতিরিক্ত ফান্ড সরকারি কর্মচারী ও পেনশনারদের এরিয়ার ডি.এ. বা বকেয়া মহার্ঘ্য ভাতা-র জন্য দিয়েছে বর্তমান সরকার। ফলে কেন্দ্র ও রাজ্যের কর্মচারীদের ডি.এ.-র পার্থক্য অনেকটাই কমে এসেছে।

গত ১৪ আগস্ট এরাজ্যে 'কন্যারত্ন দিবস' পালন হয়েছে। ২০ লক্ষ ১৩ হাজার ছাত্রীর অ্যাকাউন্টে এক হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়েছে। আগামী বছর কন্যারত্ন দিবসে ছাত্রীদের ক্ষেত্রে এক হাজার টাকার পরিবর্তে দু'হাজার টাকা করে দেওয়া হবে— এই ঘোষণা আমরা করেছি।

গত জুন মাস থেকে এরাজ্যে 'অন্নপূর্ণা যোজনা' চালু হওয়ার পর থেকে অনেকের বিভিন্ন অভাব-অভিযোগ সামনে এসেছে। অনেকে এই প্রকল্পের ন্যায্য অধিকারী হয়েও অজানা কারণে আর্থিক সুবিধালাভে বঞ্চিত হয়েছেন। এই বিষয়গুলির ক্ষেত্রে আগামীদিনে কী ধরনের পরিকল্পনা করতে চলেছে রাজ্য সরকার?

—'অন্নপূর্ণা যোজনা' হলো আমাদের সংকল্পপত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি। ২৫ থেকে ৬০ বছর বয়সি মহিলাদের হাতে অন্নপূর্ণা যোজনা তুলে দিতে চায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সেই লক্ষ্যে একটি স্বচ্ছ, পরিচ্ছন্ন তালিকা তৈরি করতে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকার। গত জুন মাসে ২৮ লক্ষ মহিলার হাতে দিতে পেরেছি। সব মহিলা তখন পাননি। গত জুলাই মাসে ১ কোটি ১৯ লক্ষ মহিলার হাতে আমরা এই প্রকল্পের তিন হাজার টাকার আর্থিক সাহায্য তুলে দিতে পেরেছি এবং এই তালিকা আরও সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন করে এই আগস্ট মাসে আমরা এরাজ্যের ১ কোটি ৪৫ লক্ষ মহিলার হাতে অন্নপূর্ণা যোজনা তুলে দিতে পেরেছি। 'অন্নপূর্ণা পোর্টাল' চালু হবে, যেখানে অনুপযুক্ত যারা, অর্থাৎ বিত্তশালী লোক কিন্তু কোনোভাবে অর্থ পেয়ে গিয়েছেন, তাদের নাম delete করার ক্ষেত্রেও অভিযোগ করা যাবে, আর যাঁরা

পাননি এখনও, কিন্তু এই যোজনার প্রাপক হওয়ার উপযুক্ত— তাঁরাও এই পোর্টালে আবেদন করতে পারবেন। প্রত্যেক মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ১০ থেকে ১৫ তারিখের মধ্যে মা-বোন-দিদিদের অ্যাকাউন্টে 'অন্নপূর্ণা যোজনা'র অর্থ পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ।

এরাজ্যে শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের পরিকল্পনার বিষয়ে যদি আলোকপাত করেন।

--- জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে রাজ্য সরকারের লক্ষ্য হলো--- শিল্পায়ন, বিনিয়োগ এবং ব্যবসাবাণিজ্যের উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা। ইতিমধ্যে এই ১০০ দিনের অল্প সময়ে লাক্ষ কোজির হোসিয়ারি শিল্প কারখানার ভূমিপূজন হয়েছে ডানকুনিতে। এই কারখানায় লগ্নি হতে চলেছে ৬০০ কোটি টাকা। ৭০০ কোটি টাকা লগ্নি হতে চলা আমুলের নতুন প্রোজেক্টের ভূমি পূজন হয়েছে হাওড়া জেলার সাঁকরাইলে। মেজিয়াতে শ্যাম স্টিল কোম্পানির ১৫ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগের শুভারম্ভ হয়েছে এবং পুরুলিয়া জেলার রঘুনাথপুরে অমিত মেটালিক্স লিমিটেডের ৪ হাজার কোটি টাকা লগ্নিতে তৈরি হতে চলা ইন্টিগ্রেটেড স্টিল ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট বা ইস্পাত উৎপাদন কারখানার ভূমি পূজন আমরা এই ১০০ দিন কার্যকালের মধ্যে করতে পেরেছি। ১০ লক্ষ ২০ হাজার দরিদ্র মানুষ বিগত সরকারের সময় বাড়ি তৈরির অর্ধেক টাকা পেয়েছিলেন। তাঁরা বাড়ি তৈরি করে অর্ধেক অবস্থায় ফেলে রেখেছিলেন। সেই বাড়িগুলির নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে এই ১০ লক্ষ ২০ হাজার মানুষকে রাজ্যের নিজস্ব তহবিল থেকে আরও ৬ হাজার কোটি টাকা দিয়েছে বর্তমান সরকার। দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থানকারী মানুষের প্রাপ্য ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকার পাকা বাড়ি, যে বাড়ির নাম বর্তমানে 'পশ্চিমবঙ্গ আবাস যোজনা' রয়েছে, সেই বাড়িগুলির অধিকাংশই ইতিমধ্যে নির্মিত হয়েছে। নবনির্বাচিত সরকারের পক্ষ থেকে অব্যাহত থাকা জনকল্যাণমূলক কাজের এমন অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আগামীদিনের পরিকল্পনায় স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থান অগ্রাধিকার পাবে।

নতুন রাজ্য সরকারি নিয়োগের নোটিফিকেশনের ক্ষেত্রে আমাদের একটু সময় লেগেছে। তার কারণ— অবৈধ ওবিসি তালিকা। একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে খুশি করতে গিয়ে একটা অবৈধ ওবিসি তালিকা তৈরি হয়েছিল। সেই তালিকার বিষয়ে কলকাতা হাইকোর্টের রায়ও বিগত সরকার মানেনি। আমরা

> **পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্য ও গরিমা অক্ষুণ্ণ রাখা, আধ্যাত্মিক জাগরণ এবং দেশের সাংস্কৃতিক রাজধানী কলকাতা— তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আমরা আগামীদিনে আরও বেশি করে কাজ করব। এটাই আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার।**
>
> **— মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী**

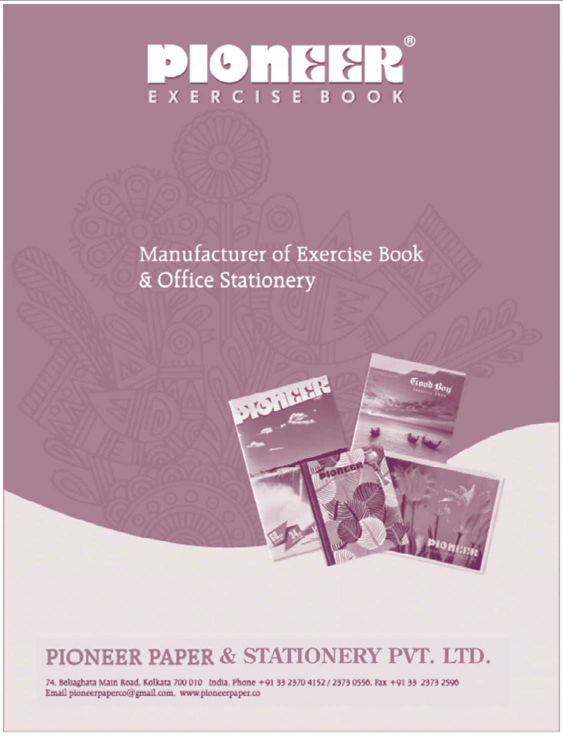

বিধানসভায় আইন এনে এই ৭৮টা অবৈধ ওবিসি সম্প্রদায় সংবলিত তালিকা বাতিল করেছি। সুপ্রিম কোর্টে পূর্বতন সরকারের দায়ের করা মামলা থেকে বেরিয়ে এসেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। রাজনীতিমুক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত আইএএস আধিকারিক অনিল ভার্মা। স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছেন আইএএস আধিকারিক দুষ্মন্ত নারিয়ালা। সেখানে রামকৃষ্ণ মিশন ও আইআইএম-এর প্রতিনিধিদের রাখা হয়েছে যাতে সততার সঙ্গে মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ হয়। পূর্বতন সরকারের চাকরি চুরি যাতে চিরকালের মতো অতীত হয়ে যায়— এটাই বর্তমান ভারতীয় জনতা পার্টি পরিচালিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষার ক্ষেত্রে, কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে গৃহীত নীতি। আমাদের বিশ্বাস পুলিশ, শিক্ষক ও অন্যান্য সরকারি দপ্তর মিলিয়ে ৩১ মার্চ, ২০২৭-এর মধ্যে এসসি-এসটি-ওবিসি, ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড্, ইডব্লুএস— সবরকম সংরক্ষণ কার্যকর করা-সহ সরকারি স্তরে আমরা এক লক্ষ কর্মসংস্থান অর্থাৎ অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার তুলে দিতে পারব মেধার ভিত্তিতে, পরীক্ষার ভিত্তিতে। আমাদের বিশ্বাস টাটা গোষ্ঠী-সহ অনেকগুলি বড়ো শিল্পগোষ্ঠীকে আমরা এই সময়কালে পশ্চিমবঙ্গে আনতে পারব এবং সংকল্পপত্রে এরাজ্যের যুবকদের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, কৃষকদের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, সুশাসনের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে— তার সার্বিক বাস্তবায়ন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লক্ষ্য। এরাজ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে শাসকের আইন বদলে দেওয়া হলো পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লক্ষ্য। শুধু মুখ, নাম, দল, পতাকার পরিবর্তন নয়— ব্যবস্থার পরিবর্তন পশ্চিমবঙ্গের মানুষ চায়। ভারতীয় জনতা পার্টি পরিচালিত পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেটা করবে। 'আমি' নীতিতে নয়, 'আমরা' নীতিতে বিশ্বাস করি। রাষ্ট্রবোধ ও দেশপ্রেম-সহ রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা আমাদের অগ্রাধিকারে থাকবে। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে ভুলিয়ে দেওয়ার জন্য পয়লা বৈশাখ 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' ঘোষণা করা হয়েছিল। সেটা বাতিল করে— যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের আশীর্বাদে, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ১৯৪৭-এর ২০ জুন যেদিন প্রকৃতপক্ষে 'পশ্চিমবঙ্গ' সৃষ্টি হয়েছিল, তার আগে

নিউটাউনে ইকো পার্কে ড. শ্যামাপ্রসাদের ১২৫ ফুট উচ্চতার মূর্তি স্থাপনের ভূমি পূজন।

‘তারকেশ্বর’-এ হিন্দু মহাসম্মেলনের মধ্য দিয়ে এরাজ্য গঠনের লক্ষ্যে রেজোলিউশন পাশ করানো হয়েছিল, সেই তারকেশ্বরে গত ২০ জুন ভারতের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদাজীর উপস্থিতিতে ‘পশ্চিমবঙ্গ দিবস’ আমরা পালন করেছি। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন, ইকো পার্কে তাঁর ১২৫ ফুট উঁচু মূর্তি প্রতিষ্ঠার প্রকল্পের ভূমি পূজন-সহ বর্ষব্যাপী অনুষ্ঠান, পুস্তক প্রকাশ, সিলেবাসে ভারতকেশরীর অবদানকে উল্লেখ করে তাঁর জীবনী নতুন প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চারিত করা— এই ধরনের অনেকগুলি কাজ আমরা করেছি, যা রাষ্ট্রবাদী বিচারধারা ও আদর্শকে পশ্চিমবঙ্গে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করবে। রাজ্যজুড়ে এবারের ‘তিরঙ্গা যাত্রা’ ঐতিহাসিক হয়েছে। যেমন আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে এই প্রথমবার ‘পশ্চিমবঙ্গ’ যুক্ত হয়েছে, গত ২১ জুন কলকাতায় অনুষ্ঠিত ‘আন্তর্জাতিক যোগ দিবস’-এর কর্মসূচিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নেতৃত্ব দিয়েছেন; একইভাবে এই প্রথম পশ্চিমবঙ্গ সরকার সরকারিভাবে ‘হর ঘর তিরঙ্গা’-তে যুক্ত হয়েছে। ৭০ লক্ষ জাতীয় পতাকা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে বিতরণ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি এলাকাতে, প্রত্যেকটি বিধানসভা কেন্দ্রে এবং সর্বোপরি ৪৫ হাজার মানুষকে নিয়ে কলকাতায় ‘তিরঙ্গা যাত্রা’ আমরা পালন করেছি। পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্য ও গরিমা অক্ষুণ্ণ রাখা, আধ্যাত্মিক জাগরণ এবং দেশের সাংস্কৃতিক রাজধানী কলকাতা— তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আমরা আগামীদিনে আরও বেশি করে কাজ করব। এটাই আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার। ■

পশ্চিমবঙ্গের নতুন সরকার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দৃঢ়চিত্তে এগিয়ে চলেছে। বিশেষ করে জোর দেওয়া হয়েছে জনজাতি সমাজের উন্নয়নে।

১. জাল এসসি/এসটি সার্টিফিকেট চিহ্নিতকরণ ও বাতিল করা।

২. এসসি/এসটি ছাত্র-ছাত্রীদের বন্ধ হয়ে যাওয়া হোস্টেলগুলি পুনরায় চালু ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।

৩. জনজাতিদের সংস্কৃতি ও ধর্মীয়স্থল সুরক্ষিত করা।

৪. মুকুটমণিপুরকে পর্যটকদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে ব্যবস্থা গ্রহণ।

—ক্ষুদিরাম টুডু
— জনজাতি উন্নয়ন মন্ত্রী
প: ব: সরকার

জনমতের ডিজিটাল তরঙ্গে

সাফল্যের অধিকারী পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ড. অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়

২০২৬ সালের মে মাসে প্রশাসনিক ক্ষমতার পালাবদলের মাধ্যমে রাজ্য রাজনীতিতে এক নতুন রাজনৈতিক অধ্যায়ের সূচনা করেছে পশ্চিমবঙ্গের জনগণ। লোকভবন থেকে নবান্ন পর্যন্ত শাসনকাঠামো বদলের সঙ্গে সঙ্গে কেবল সরকারি ফাইল বা নীতির অভিমুখ বদলায়নি বরং রাজ্য জুড়ে গণমাধ্যম, স্যাটেলাইট টেলিভিশন, ইউটিউব স্পেস এবং সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে এক নজিরবিহীন জনমত প্রবাহ সৃষ্টি হয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনে ২০৮টি আসনে নিরঙ্কুশ জয়লাভ করে এরাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি পরিচালিত সরকার গঠিত হওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রথম ১০০ দিনের প্রশাসনিক গতিবিধি, নীতি ঘোষণা ও রাজনৈতিক বক্তব্য জনমানসে কী ধরনের প্রতিফলন ঘটিয়েছে— তা গভীরভাবে নিরীক্ষণযোগ্য। মুদ্রণ মাধ্যম (প্রিন্ট মিডিয়া), ব্রডকাস্ট নিউজ, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং জেলাভিত্তিক গ্রাউন্ড-লেভেল রেসপন্সের সমন্বয়ে গঠিত এই বিশ্লেষণে স্পষ্ট যে, নতুন সরকারের প্রারম্ভিক মেয়াদের জনমত একদিকে যেমন আশা ও উদ্দীপনা দ্বারা চালিত, অন্যদিকে তেমনই কয়েকটি প্রশাসনিক কৌশলকে ঘিরে জনমানসে চলছে নানা ভাবনাচিন্তার আবর্তন।

টেলি-সম্প্রচারের প্রাইম-টাইম : জাতীয় ও আঞ্চলিক নিউজ পোর্টাল ও টেলিভিশন চ্যানেলগুলির তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম দিন থেকেই 'নবান্ন'-সম্পর্কিত সংবাদ পরিবেশনায় এক তীব্র গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে। দ্য হিন্দু, দ্য টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া, দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, এবিপি আনন্দ, জি ২৪ ঘণ্টা, নিউজ ১৮ বাংলা ও রিপাবলিক বাংলার মতো শীর্ষস্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলিতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রথম ১০০ দিনের কাজ 'দ্রুত প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত' ও 'কেন্দ্র-রাজ্য আর্থিক যোগসূত্র' হিসেবে প্রাধান্য পেয়েছে। বিশেষ করে, দায়িত্ব গ্রহণের মাত্র ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে মন্ত্রীসভার বৈঠকে গৃহীত কয়েকটি বড়ো সিদ্ধান্ত— দীর্ঘ

ফ ঃ ৬

আট বছর ধরে আটকে থাকা 'আয়ুষ্মান ভারত' প্রকল্পের রূপায়ণ, দেশের সীমান্ত সুরক্ষার জন্য বিএসএফ-কে দ্রুত জমি হস্তান্তর, ভারতীয় ন্যায় সংহিতা কার্যকর করা এবং জাতীয় জনসংখ্যা গণনার অনুমতি— টেলিভিশনের প্রাইমটাইম টকশো এবং ব্রেকিং নিউজে বিশাল সাড়া ফেলেছিল।

ইলেকট্রনিক মাধ্যমের প্রচার তরঙ্গে সরকারের ভাবমূর্তিকে স্বচ্ছতার সঙ্গে উপস্থাপন করেছে সি-ভোটার-সহ বিভিন্ন সংবাদ সংস্থার পক্ষ থেকে পরিচালিত প্রারম্ভিক জনমত জরিপ। এনডিটিভি-সি-ভোটার দ্বারা প্রকাশিত প্রথম মাসের জনমত সমীক্ষা অনুযায়ী— প্রায় ৫৭.৭ শতাংশ উত্তরদাতা মুখ্যমন্ত্রীর প্রারম্ভিক কার্যক্ষমতাকে 'চমৎকার' বা 'ভালো' বলে মূল্যায়ন করেছেন। এর মধ্যে ৪৫ শতাংশ সরাসরি 'চমৎকার' এবং ১২.৭ শতাংশ 'ভালো' বলে মতপ্রকাশ করেন। অন্যদিকে ১৪.১ শতাংশ মানুষ একে 'গড়পড়তা' এবং ১২.৪ শতাংশ 'খারাপ' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সংবাদ চ্যানেলগুলির সামাজিক বিশ্লেষণে উঠে এসেছে যে, শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জড়িত উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে সিবিআই-কে চার্জশিট পেশের প্রশাসনিক ছাড়পত্র প্রদান এবং পূর্বতন আমলের প্রাতিষ্ঠানিক অনিয়ম ও মহিলাদের ওপর অত্যাচারের তদন্তে প্রাক্তন বিচারপতিদের নেতৃত্বে দু'টি পৃথক উচ্চপর্যায়ের বিচারবিভাগীয় কমিশন গঠন— রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে গৃহীত দুর্নীতিবিরোধী অবস্থানের কঠোর বার্তা জনমানসে পৌঁছে দিয়েছে।

বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের সম্পাদকীয় থেকে শুরু করে সোশ্যাল মিডিয়ার ডিজিটাল মন্তব্য পর্যন্ত— সর্বত্রই একটি বিষয় স্পষ্ট যে, সরকার 'প্রথম ১০০ দিনে প্রতিশ্রুতির বড় অংশ পূরণ' করার যে ন্যারেটিভ তৈরি করেছে, তা প্রারম্ভিক জনমতে এক ইতিবাচক তরঙ্গ তৈরি করতে সফল হয়েছে।

সমাজ মাধ্যমের সেন্টিমেন্ট : এক্স (সাবেক ট্যুইটার) হ্যাশট্যাগ, ফেসবুক, ইউটিউব, ইনস্টাগ্রাম এবং হোয়াট্‌স্‌অ্যাপ গ্রুপগুলিতে তৈরি হওয়া লক্ষাধিক ডেটা পয়েন্ট এবং মেটা-ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে জনমতের এক গতিশীল ও ত্রিস্তরীয় রূপ ফুটে ওঠে। প্রথম ১০০ দিনে এক্স প্ল্যাটফর্মে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত প্রধান হ্যাশট্যাগগুলির ওপর পরিচালিত অ্যালগোরিদম্‌ সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, মোট পোস্ট ও

এনগেজমেন্টের আনুমানিক ৫৫ থেকে ৬০ শতাংশ ইতিবাচক, ২০ থেকে ২৫ শতাংশ তথ্যমূলক বা নিরপেক্ষ এবং ১৫ থেকে ২০ শতাংশ বিরোধী মনোভাবাপন্ন বা সমালোচনামূলক। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ইতিবাচক সেন্টিমেন্টের চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে সরাসরি আর্থিক সুবিধা ও কর্মসংস্থানের ঘোষণাগুলি। পূর্বতন 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-এর স্থলাভিষিক্ত হওয়া 'অন্নপূর্ণা যোজনা'র অধীনে প্রতি মাসে ৩,০০০ টাকা সরাসরি সুবিধাপ্রাপক মহিলাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পৌঁছানোর ডিজিটাল স্ক্রিনশট এবং সাধারণ মহিলাদের সাক্ষাৎকার নেটপাড়ায় ব্যাপক ভাইরাল হয়েছে। প্রায় ১.৪৫ কোটি মহিলার কাছে এই সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার প্রশাসনিক ক্ষিপ্রতা ফেসবুক ও বিভিন্ন ইউটিউব চ্যানেলে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে। পাশাপাশি, সরকারি কর্মচারীদের ডি.এ. বৃদ্ধি করে ৩৮ শতাংশে উন্নীত করা, রাজ্য সরকারের ১ লক্ষ শূন্যপদে স্বচ্ছ নিয়োগের রূপরেখা পেশ এবং রাজপথে রাজ্য পরিবহণ নিগমের বাসে মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে 'জিরো-ভ্যালু টিকিট' পরিষেবা ফেসবুক পেজগুলিতে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে।

তবে ডিজিটাল মাধ্যমে কিছু বিতর্ক এবং বিপরীত স্রোতও পরিলক্ষিত হয়েছে। সরকার-পোষিত স্কুলগুলিতে মধ্যাহ্নভোজ (মিড-ডে মিল) প্রকল্পে ইসকন পরিচালনায় সাত্ত্বিক আহারের পাশাপাশি ডিম আলাদাভাবে দেওয়ার নানারকম ব্যাখ্যা এবং স্কুলে মোবাইল ফোন ব্যবহারে কড়াকড়ি কিংবা পাঠ্যক্রমে ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অবদান অন্তর্ভুক্তির মতো নীতিগত সিদ্ধান্তগুলি ডিজিটাল স্পেসকে আদর্শগতভাবে দ্বিখণ্ডিত করেছে। একদল নেটিজেন একে 'ঐতিহ্য ও শৃঙ্খলার পুনঃপ্রতিষ্ঠা' বলে সমর্থন করলেও বিরোধী মনোভাবাপন্ন অংশ একে 'রাজনৈতিক এজেন্ডা' হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ইউটিউবে মুখ্যমন্ত্রীর বিভিন্ন জনসভা ও সাংবাদিক সম্মেলনের লাইভ স্ট্রিমিং পর্যালোচনায় দেখা গিয়েছে— তাঁর বক্তব্যের স্পষ্টতা ও তাঁর পক্ষ থেকে দেওয়া সামাজিক সুরক্ষাকেন্দ্রিক বার্তা তরুণ ও মধ্যবিত্ত দর্শকমণ্ডলীর একাংশের মধ্যে উচ্চ ভিউয়ারশিপ এবং সমর্থন এনে দিয়েছে।

১০০ দিনের সাফল্য

প্রতিশ্রুতি মতো এই সরকার নারী সুরক্ষা, নারীর মর্যাদা এবং নারী ক্ষমতায়নের বিষয়টিকেও অগ্রাধিকার দিয়েছে। মা-বোন, মহিলাদের স্বনির্ভর করে না তুললে তাদের সামাজিক মর্যাদা ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত না করতে পারলে সমাজ শক্তিশালী ও স্বনির্ভর হবে না। নারীর সার্বিক উন্নয়ন এই সরকারের প্রাথমিকতা।

— মালতী রাভা রায়
মহিলা ও শিশু
কল্যাণ মন্ত্রী
প: ব: সরকার

ভৌগোলিক ও অঞ্চলভিত্তিক জনমতের প্রবাহ : ইন্টেলিজেন্স ও জেলাভিত্তিক গ্রাউন্ড সমীক্ষার সমন্বয়ে দেখা গিয়েছে যে, সরকারের প্রতি সামাজিক প্রতিক্রিয়া সমগ্র রাজ্যে একরকম নয়; বরং তা ভৌগোলিক নিরাপত্তা, আঞ্চলিক অর্থনীতি ও সামাজিক বিন্যাসের ওপর ভিত্তি করে স্পষ্টভাবে বিভক্ত।

প্রথমত, **উত্তরবঙ্গ ও পূর্ব মেদিনীপুর অঞ্চল :** এই দুই ভৌগোলিক অঞ্চল সরকারের প্রধান সমর্থন কেন্দ্র হিসেবে সোশ্যাল মিডিয়া ও গ্রাউন্ড মিডিয়ায় প্রতিভাত হয়েছে। নন্দীগ্রাম-সহ পূর্ব মেদিনীপুরে ব্যক্তিগত নেতৃত্বের প্রতি আস্থা এবং স্থানীয় উন্নয়ন কর্মসূচির কারণে প্রায় ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ ইতিবাচক জনমত দেখা গেছে। অন্যদিকে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে (কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, আলিপুরদুয়ার) সীমান্ত নিরাপত্তাকে প্রাধান্য দিয়ে বিএসএফ-কে ১,১২৯ একর জমি হস্তান্তর এবং ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত কাঁটাতার দিয়ে ঘেরার সিদ্ধান্ত সর্বোচ্চ ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পেয়েছে। দীর্ঘদিনের অনুপ্রবেশ ও চোরাচালান সংক্রান্ত আশঙ্কার প্রেক্ষাপটে এই পদক্ষেপ স্থানীয় সংবাদমাধ্যম ও সাধারণ মানুষের কাছে গভীর সুরক্ষাবোধ এনে দিয়েছে।

দ্বিতীয়ত, **জঙ্গলমহল ও পশ্চিমাঞ্চল :** পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও ঝাড়গ্রামের মতো জনজাতি অধ্যুষিত জেলাগুলিতে জনমতের

ধরন প্রধানত উন্নয়নকামী ও আশাব্যঞ্জক। পুরুলিয়ায় ৪,০০০ কোটি টাকার 'অমিত মেটালিক্স' ও ১০০০ কোটি টাকার 'শ্যাম স্টিল'-এর প্রস্তাবিত কারখানা, আমুল ডেয়ারি প্ল্যান্ট এবং বন্ধ হয়ে যাওয়া চটকলগুলি খুলে দেওয়ার ঘোষণাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় স্তরে সমাজ মাধ্যমে এবং আঞ্চলিক সংবাদপত্রে কর্মসংস্থানের ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি হয়েছে। জনজাতি নেতা ক্ষুদিরাম টুডুকে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী হিসেবে রাজ্য মন্ত্রীসভায় অন্তর্ভুক্ত করা সামাজিক মেলবন্ধনের বার্তা দিয়েছে।

তৃতীয়ত, **কলকাতা ও দক্ষিণবঙ্গের শহরাঞ্চল :** কলকাতা, হাওড়া ও সংলগ্ন শহর অঞ্চলে জনমত অত্যন্ত সতর্ক ও মিশ্র ইতিবাচক। স্বাস্থ্যবিমা প্রকল্প 'আয়ুষ্মান ভারত'-এর সুবিধা লাভ, স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়া এবং কল্যাণীতে গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দর ও জুনপুটে ডিআরডিও মেগা প্রকল্পের ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছে শহুরে শিক্ষিত ও পেশাদার মধ্যবিত্ত সমাজ। তবে শহরাঞ্চলের সোশ্যাল মিডিয়া গ্রুপগুলিতে সিভিক পরিষেবা, কিছু প্রশাসনিক পরিবর্তন এবং অন্নপূর্ণা যোজনার প্রাথমিক খসড়ায় যাচাইকরণ সংক্রান্ত জটিলতা নিয়ে সমালোচনামূলক আলোচনাও স্থান পেয়েছে।

চতুর্থত, **সীমান্তঘেঁষা ও মুসলমান-অধ্যুষিত অঞ্চল :** মুর্শিদাবাদ, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার কিছু সীমান্তবর্তী এলাকায় ওবিসি তালিকার পুনর্বিন্যাস এবং সীমানা প্রাচীর নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণকে কেন্দ্র করে সোশ্যাল মিডিয়া ও স্থানীয় মিডিয়ায় নানারকম উদ্বেগ ও মেরুকরণের চিত্র ফুটে উঠেছে। তবে সেখানেও সরাসরি আর্থিক অনুদান পৌঁছে যাওয়া এবং স্বাস্থ্যের সুযোগ পাওয়ার বিষয়টি একটি ব্যালেন্সিং অ্যাক্ট হিসেবে কাজ করেছে।

একটি সরকারের কাছে ১০০ দিন হয়তো খুব দীর্ঘ সময় নয়, কিন্তু মানুষের প্রত্যাশা পূরণের পথে একটি দৃঢ় সূচনা করার জন্য এই সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আইন ও বিচার বিভাগের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, প্রতিটি মানুষের জন্য দ্রুত, সহজলভ্য ও নিরপেক্ষ ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা।

১০০ দিনে সব প্রত্যাশা পূরণ সম্ভব নয়, কিন্তু এই ১০০ দিন প্রমাণ করেছে— পরিবর্তনের শুরু হয়েছে এবং আগামীদিনে সেই পরিবর্তন আরও দৃশ্যমান হবে।

— বিরাজ বিশ্বাস
আইন প্রতিমন্ত্রী,
প: ব: সরকার

মিডিয়া ন্যারেটিভের প্রভাব : মূলধারার সংবাদমাধ্যম ও অনলাইন মিডিয়ার সামগ্রিক তথ্য পুনর্মূল্যায়ন করলে দেখা যায়, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রথম ১০০ দিনের মিডিয়া ন্যারেটিভ প্রধানত তিনটি শক্ত স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে— জাতীয়তাবোধ প্রতিষ্ঠা, জাতীয় নিরাপত্তা ও সীমান্ত সুরক্ষার কঠোরতা; কেন্দ্রীয় সহায়তায় বিশালাকার সামাজিক সুরক্ষা যোজনা এবং শিল্প ও কর্মসংস্থানের পুনরুজ্জীবন।

বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের সম্পাদকীয় থেকে শুরু করে সোশ্যাল মিডিয়ার ডিজিটাল মন্তব্য পর্যন্ত— সর্বত্রই একটি বিষয় স্পষ্ট যে, সরকার 'প্রথম ১০০ দিনে প্রতিশ্রুতির বড় অংশ পূরণ' করার যে ন্যারেটিভ তৈরি করেছে, তা প্রারম্ভিক জনমতে এক ইতিবাচক তরঙ্গ তৈরি করতে সফল হয়েছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ-সহ সমমনোভাবাপন্ন বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনসমূহ দীর্ঘদিন ধরে উত্তরবঙ্গের চা-বাগান থেকে শুরু করে জঙ্গলমহলের জনজাতি জনপদ এবং বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবামূলক কাজের মাধ্যমে যে গভীর জনসম্পর্ক স্থাপন করেছে, তা এই ডিজিটাল তরঙ্গে জোয়ার আনতে অনুঘটকের কাজ করেছে। তবে এই ডিজিটাল ও সামাজিক ইতিবাচকতা দীর্ঘমেয়াদে ধরে রাখা নির্ভর করবে দুর্বৃত্তের দমন, জাতীয়তাবোধের পরিচর্যা, ঘোষিত সরকারি চাকরির পরীক্ষার স্বচ্ছ বাস্তবায়ন, প্রস্তাবিত শিল্প বিনিয়োগগুলিকে বাস্তবে রূপায়ণ এবং রাজকোষের ওপর চাপ সামলে সামাজিক ভাতাগুলির নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ বজায় রাখার ওপর। ▮

যাদবপুরে রাখিবন্ধন ও ‘দশ সহস্র কণ্ঠে বন্দে মাতরম্’

গত ২৮ আগস্ট রাখিপূর্ণিমার দিন দক্ষিণ কলকাতায় যাদবপুরের এইট বি বাসস্ট্যান্ডের মোড়ে রাখিবন্ধন এবং প্রায় ১০ হাজার মানুষের কণ্ঠে একসঙ্গে জাতীয় সঙ্গীত ‘জনগণমন অধিনায়ক’ ও রাষ্ট্রগীত ‘বন্দে মাতরম্’ গাওয়ার একটি বিশেষ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। চলমান সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আপামর জনসাধারণের সম্মুখে দেশাত্মবোধক ভাবধারা তুলে ধরার লক্ষ্যে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এরাজ্যের অনেক বিশিষ্টজন। গত ১৯ আগস্ট মধ্যরাত থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে জাতীয়তাবাদী ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর রাষ্ট্রবিরোধী শক্তির আক্রমণের পরিস্থিতির মধ্যে জনমানসে ভ্রাতৃত্ববোধ, সামাজিক সংহতি, জাতীয়তাবোধের বার্তা পৌঁছে দেওয়া ও রাষ্ট্রবিরোধীদের কার্যকলাপের ব্যাপারে জনসচেতনতা প্রসারের উদ্দেশ্যে এই কর্মসূচি। এদিন সকাল থেকেই অসংখ্য মানুষ জাতীয় পতাকা হাতে এইট বি বাসস্ট্যান্ডের মোড়ে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে যোগ দিতে এগিয়ে আসতে থাকেন। নিরাপত্তাজনিত কারণে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে মোতায়েন করা হয় কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী।

এদিনের এই মহতী কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়। মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে অপেক্ষমান ছিলেন অগণিত মানুষ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিরোধী শক্তির দাপাদাপির মধ্যেই যাদবপুরের মাটিতে অনুষ্ঠিত হয় ‘দশ সহস্র কণ্ঠে বন্দে মাতরম্’-এর মেগা ইভেন্ট। রাখিপূর্ণিমার দিনে অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার পর এইট বি বাসস্ট্যান্ড চত্বরে প্রায় ১০ হাজার মানুষের কণ্ঠে শোনা যায় পূর্ণাঙ্গ ‘বন্দে মাতরম্’। মঞ্চ থেকেই যাবদপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ঘাঁটি গেড়ে থাকা দেশবিরোধী জঞ্জাল সাফের বিষয়ে কড়া সতর্কবার্তা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যাবতীয় অশান্তি ও অরাজকতার পিছনে বামপন্থী অধ্যাপক সংগঠন জুটা-র পরিকল্পনা ও ইন্ধন কাজ করে বলে দীর্ঘদিনের অভিযোগ। একশ্রেণীর ছাত্র পাশ করে যাওয়ার পরেও হোস্টেল দখল করে থেকে দেশবিরোধী কার্যকলাপ চালায় বলেও বিভিন্ন তথ্য সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমে উঠে এসেছে। রাষ্ট্রবিরোধীদের আস্ফালন ও দৌরাত্ম্যের বিষয়টি তাঁর বক্তব্যে উপস্থাপন করে তিনি বলেন--- ‘হায়ার এডুকেশন ডিপার্টমেন্টও বিষয়টি দেখছে। আমিও দেখছি জুটা-র নেতাবাবুরা কতক্ষণ এদের বাঁচায়? আমিও দেখব, এক্স স্টুডেন্ট হওয়ার পরও কী করে এরা হোস্টেলে থাকেন? হিসেবের শেষ পর্যায় এসে গিয়েছে। নয় এরা থাকবে, নয় আমরা থাকব। মাঝখানে আর কিছু হবে না। ড্রোন ওড়ানো হবে। ফেন্সিডিল, গাঁজা, হেরোইন কোথায় কোথায় কে নিয়ে যাচ্ছে আর কারা কোথায় কোথায় পাতা পুড়িয়ে টানছেন— সব বের করা হবে। আমি পুলিশমন্ত্রী, জঞ্জাল সাফাই করতে জানি।’

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে বিভিন্ন দেওয়ালে বহু বছর ধরে দেখা যায় নানা রাষ্ট্রবিরোধী, বাম-জেহাদি দেওয়াল লিখন— ‘ফ্রি কাশ্মীর’, ‘ফ্রি প্যালেস্তাইন’, ‘কিষেণজী রেড স্যালুট’, ‘আফজল হাম শরমিন্দা হ্যায়— তেরে কাতিল জিন্দা হ্যায়’, ‘ফ্যাসিস্টস্ ডু নট ডিজার্ভ ডেমোক্রেসি! দে ডিজার্ভ আ বুলেট ইন দ্য হেড’ ইত্যাদি। এদিনের রাষ্ট্রবিরোধীদের উদ্দেশে চরম হুঁশিয়ারি দেন মুখ্যমন্ত্রী। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, যুগাচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের পুণ্যভূমি পশ্চিমবঙ্গের বুক থেকে রাষ্ট্রবিরোধীদের চিরতরে মুছে দেওয়ার শপথগ্রহণের মধ্য দিয়ে এদিনের কর্মসূচির পরিসমাপ্তি ঘটে। ■

গোলপার্ক থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

‘গেরুয়া সম্মান যাত্রা’

গত ৯ সেপ্টেম্বর গোলপার্ক থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত আয়োজিত হয় ‘গেরুয়া সম্মান যাত্রা’ কর্মসূচি। এদিনের কর্মসূচির নেতৃত্বদান করেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ, স্বামী সর্বানন্দজী মহারাজ, হিরণ্ময় গোস্বামী মহারাজ প্রমুখ বিশিষ্ট সাধুসন্ত। রাষ্ট্রবিরোধী শক্তি ও সেই শক্তির মুখপাত্র হিসেবে আবির্ভূত হওয়া সংবাদমাধ্যমের একাংশের উদ্দেশে এদিন ফের সতর্কবার্তা ধ্বনিত হয় মুখ্যমন্ত্রীর কণ্ঠে। অসংখ্য সনাতনী এদিনের পদযাত্রায় যোগদান করেন। পদযাত্রা শেষে আয়োজিত এক জনসভায় তাঁর রাখা বক্তব্যে ভারতবর্ষের ঐতিহ্যবাহী গৈরিক ধ্বজের মর্যাদা রক্ষা ও দেশের অখণ্ডতা বজায় রাখার বিষয়ে প্রখরভাবে সরব হন মুখ্যমন্ত্রী। সাম্প্রতিক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিরোধীদের দৌরাত্ম্যের একাধিক ঘটনা এবং একটি সংবাদপত্রের শিরোনামে ব্যবহৃত শব্দচয়নের বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানান— ‘গেরুয়া সনাতন সংস্কৃতির প্রতীক। গেরুয়ার অপমান বরদাস্ত নয়। তার কোনো অপমান হলে দেশবিরোধীদের শিকড় থেকেই উপড়ে ফেলা হবে।’

এদিনের কর্মসূচিতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে দেশবিরোধী শক্তির কার্যকলাপের কঠোর সমালোচনা করে তাদের উদ্দেশে কড়া বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন— ‘বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বসে যারা কাশ্মীর বা প্যালেস্তাইন-কেন্দ্রিক দেশবিরোধী স্লোগান তোলে কিংবা লাল সেলামের বার্তা দেয়, সেই গ্যাংকে কীভাবে সাফ করতে হয় তা বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভালোভাবেই জানে।’ রাষ্ট্রবিরোধী মানসিকতাকে রুখতে আধ্যাত্মিক ও জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রসারের মাধ্যমে প্রত্যুত্তর দেওয়ার ইঙ্গিত দেন তিনি। সেই লক্ষ্যে আগামীদিনে যাদবপুরে তিনদিনব্যাপী গীতাপাঠ শ্রীহনুমান চালিশা পাঠের আয়োজন করা হবে এবং সেই কর্মসূচিতে যোগদান করবেন বলেও তিনি এদিন ঘোষণা করেন। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের অভিযাত্রার স্মৃতি ও এরাজ্যে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন— ‘যেমন ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট শাসনের পতনের সংকল্প নেওয়া হয়েছিল, তেমনই ২০২৬ সালে এরাজ্যে জনবিরোধী সরকারের পতন ঘটিয়ে সাধারণ মানুষের সরকার গড়ার যে অঙ্গীকার করা হয়েছিল, তা জনগণের সমর্থনে বাস্তবে রূপ নিয়েছে।’

১০ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে শিক্ষা সংক্রান্ত প্রস্তাবিত বিল নিয়ে আলোচনার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে দেন যে, ঋষি অরবিন্দ ও জাতীয়তাবোধের পুণ্যভূমি যাদবপুর থেকে দেশবিরোধী কার্যকলাপ ও সমাজবিরোধীদের প্রশ্রয়দাতাদের শিকড়সমেত উপড়ে ফেলতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সম্পূর্ণ বদ্ধপরিকর। গত আগস্ট রাখিপূর্ণিমার দিন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে যাদবপুর থানা পর্যন্ত আয়োজিত ‘১০ হাজার কণ্ঠে বন্দে মাতরম্’ কর্মসূচিতেও উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেদিনের দ্বিতীয় দফার এই ‘গেরুয়া সম্মান যাত্রা’ কর্মসূচি থেকে রাষ্ট্রবিরোধী শক্তির উদ্দেশে পুনরায় সতর্কবার্তা উচ্চারণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন যে, কমিউনিস্টদের আমলে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কিংবা কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছবি স্থান পেত না, বরং বরেণ্য মনীষীদের নিয়মিত অপমান করা হতো। বর্তমানেও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলগুলিতে যে ‘থ্রেট কালচার’ বা ভীতিপ্রদর্শনের পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে, তা দ্রুত পরিবর্তন করার আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বার্তা দেন যে, দেশবিরোধী কার্যকলাপ কোনো অবস্থাতেই বরদাস্ত করা হবে না। সেই মঞ্চ থেকেই নতুন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত বিলের বিষয়টি তুলে ধরেন তিনি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ৭ সেপ্টেম্বর রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠকে পাশ হয় ‘দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটিজ্ অ্যান্ড কলেজেস্ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড রেগুলেশন (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০২৬’। ১০ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে সেই বিল পেশ হয়। একইসঙ্গে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের আওতায় নিয়ে আসার সিদ্ধান্তও রাজ্য মন্ত্রীসভায় গৃহীত হয়েছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহল মনে করছে এর পেছনে রয়েছে রাজ্যের শাসনব্যবস্থা ও শিক্ষাঙ্গন-কেন্দ্রিক বিভিন্ন সংস্কারের সুদূরপ্রসারী নীতি। 'গেরুয়া' প্রতীককে সনাতন সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবোধের কেন্দ্রে স্থাপন করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এরাজ্যের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিসরে এক স্পষ্ট, জাতীয়তাবাদী মতাদর্শ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বামপন্থী প্রভাবাধীন প্রতিষ্ঠানের নিকট গীতাপাঠ ও শ্রীহনুমান চালিশা পাঠ আয়োজনের ঘোষণা যাদবপুরের মাটিতে সাংস্কৃতিক জনজাগরণের এক অভূতপূর্ব প্রচেষ্টা। সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রবিরোধীদের ঘাঁটিতে সার্জিকাল স্ট্রাইকের লক্ষ্যেই এহেন কর্মসূচি ঘোষিত হয়েছে বলে মনে করছে বিশ্লেষক মহল। রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের দুর্বলতা ও ব্যর্থতার প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার বার্তা দিয়েছে রাজ্য সরকার। প্রস্তাবিত 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটিজ্ অ্যান্ড কলেজেস্ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড রেগুলেশন (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০২৬' এবং শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের বদলি সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন করে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষা নিশ্চিত করার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা প্রশাসনের দক্ষতা ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির পথ সুগম করা হবে। আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে সংখ্যালঘু বিষয়ক দপ্তরের নিয়ন্ত্রণ থেকে সরিয়ে রাজ্য উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধীনে আনার সিদ্ধান্ত প্রশাসনিক সংস্কারের প্রক্রিয়ায় একটি বড়োমাপের নীতিগত পদক্ষেপ। আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে শিক্ষাব্যবস্থার মূলধারায় আনয়নের মধ্য দিয়ে রাজ্যের শিক্ষা পরিকাঠামোয় একমুখী নীতি প্রয়োগের প্রশাসনিক সদিচ্ছাই প্রকাশিত হয়। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে এরাজ্যে বামফ্রন্ট ও তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত উভয় সরকারের জনবিরোধী কার্যকলাপ ও অপশাসনের বৃত্তান্ত উপস্থাপন এবং ২০১১ থেকে ২০২৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতার রূপান্তরের প্রেক্ষাপট তুলে ধরা ইঙ্গিত দেয় যে, বর্তমান সরকার রাষ্ট্রবাদী মতাদর্শের ভিত শক্ত করতে সমস্ত রাষ্ট্রবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধেই প্রতিরোধ অব্যাহত রাখবে। ■

SURYA FOUNDATION

B-3/330, Paschim Vihar, New Delhi - 110063. Tel. : 011-25261588, 25253681
Email : interview@suryafoundation.org Website : www.suryafoundation.org

Surya Foundation is a prestigious organization dedicated to the overall development and training of youth. Our primary objective is to cultivate bright, dedicated and determined youth who are committed to the nation and capable of fulfilling various responsibilities and to engage them in social service. We require young men who have grown up with the values of the Sangh, are interested in social work and are physically fit. Interested applicants can apply for the categories listed below. Selected candidates will have to undergo an interview process.

After selection in the interview, necessary training will be provided. Following this, On Job Training (OJT) will be provided for one year in the service projects run by Surya Foundation. After the OJT, the stipend will be revised and remuneration will be provided based on performance.

Category	Experience	Age Between	3 months Initial Training + 1 year OJT Stipend
Agronomist	B.Sc (Agriculture) / M.Sc (Agriculture), 1 Year Field Experience in Horticulture / FPO	25-35	3.6 - 4.8 L Per Annum
Marketing Executive	Graduate, Experience in FMCG Marketing	25-35	3.6 - 4.8 L Per Annum
Under Graduate, Graduate & Post Graduate	B.Sc. BCA, BBA, BA, B.Com (Pursuing / Passed)	18-25	1.5 - 2 L Per Annum
	B.Com. with three years experience in accounts, purchase, store	18-28	3.6 L Per Annum
	B.Ed., MSW, M.A. *(Freshers / Experience*)*	18-25	2.4 - 3 L Per Annum
	MCA, M.Ed., M.Sc., M.Com. *(Freshers / Experience*) Ph.D. **	18-25	3 - 3.6L Per Annum
	Mass Communication (Media) - PG	18-28	2.4 - 3 L Per Annum
	Diploma (Multi Media, Electrical, Electronics ++)	18-25	1.8 - 3 L Per Annum
Engineers, (Fresher & Experienced)	B.Tech	22-30	3.6 - 4 L Per Annum
	M.Tech	22-30	4.2 - 4.5 L Per Annum
MBA (Fresher & Experienced)	MBA	22-30	3 - 3.6 L Per Annum
Law	LLB	22-28	2.4 - 3 L Per Annum
	LLM	22-28	3 - 3.6 L Per Annum
CA	IPCC / MTER	18-25	4 - 5 L Per Annum
	Fresher / Experienced*	22-30	6 L Per Annum Onwards
GMT	Graduate Management Trainee	The details given below @	

@ GMT Eligibility: Students who will pass their 10th, 11th, or 12th grade exams in 2026 can apply. Applicants must have secured a minimum of 60% marks in the previous class and 75% marks in Mathematics. **Age**: Below 18 years. After 6 months of initial training at Surya Training Center, candidates will be sent for On Job Training (OJT). Along with OJT, facilities for pursuing Graduation and MBA/MCA will be provided. During the initial 6 months of training, food and accommodation will be provided free of charge, along with a scholarship of ₹6,000 per month. During On Job Training, along with accommodation and education, a stipend of ₹8,000 in 11th grade, ₹10,000 in 12th grade, ₹13,000 in the first year of Graduation, ₹16,000 in the second year, ₹20,000 in the third year, ₹23,000 in the first year of MBA/MCA, and ₹28,000 in the second year of MBA/MCA will be provided per month. After completion of MBA/MCA, a salary/remuneration of ₹40,000 per month will be given, which may be higher based on work performance.

*** Salary of Ph.D. & experienced candidates will be determined based on their qualifications and experience.**

Please fill out and submit the application form in Hindi or English only. Along with your detailed resume, please mention if you have participated in any camps such as the RSS training camp/Prathmik Shiksha Varg (ITC)/Sheet Shivir/NCC/NSS etc. Also, mention if you have been associated with any school/hostel of Seva Bharati/Vidya Bharati/Vanvasi Kalyan Ashram, or any other organization, and if so, when and how. If you know anyone in the Surya family, please include their name and department. While providing details of your education, please attach a photocopy of your mark sheet.

Please send your application along with a detailed resume to the address mentioned above. Applications can also be sent via email.

Application to be submitted within one month of the advertisement.

सत्यमेव जयते
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শিক্ষার ১০০ দিন

ADVT.

Swastika Weekly, RNI Regd. No. 5257/1957
21 September, 2026 - Rs. 25.00. ।। দাম ২৫ টাকা।।

REGISTERED
Postal Registration No. KOL RMS/048/2025-2027

Owner Subhswastika Prints Foundation Publisher Sarada Prasad Paul Printer Prasanta Kumar Hazra Printed at Seva Mudran 43 Kailash Bose St. Kolkata-6 and Published from 27/1B Bidhan Sarani Kolkata - 700 006 Editor Tilakranjan Bera.